চতুর্থ পটলারম্ভঃ।

যোনিমুদ্রা কথনং।

আদৌ পূরকযোগেন স্বাধারে পূরয়েন্মনঃ।
গুদমেঢ্রান্তরে যোনি স্তমাকুঞ্চ্য প্রবর্ত্ততে॥ ১॥

প্রথমতঃ পূরকাভ্যাস যোগদ্বারা আধার পুণ্ডরীক মধ্যে বায়ুর সহিত মনকে পূরণ করিবেন। গুহ্যদ্বার ও শিশ্নপর্য্যন্ত যে স্থান, তাহার মধ্যে যোনিমণ্ডল হয়। সেই যোনি স্থানকে আকুঞ্চিত করতঃ মুদ্রাবন্ধনে প্রবর্ত্ত হইবেন॥ ১॥

ব্রহ্মযোনিগতং ধ্যাত্বা কামং বন্ধুকসন্নিভং।
সূর্য্যকোটিপ্রতীকাশং চন্দ্রকোটি সুশীতলং।
তস্যোর্দ্ধে তু শিখা সূক্ষ্মা চিদ্রূপা পরমা কলা।
তথাপি হিতমাত্মানমেকীভূতং বিচিন্তয়েৎ॥ ২॥

তখন ব্রহ্মযোনি গত বন্ধুক পুষ্প সন্নিভ, কোটি সূর্য্যের ন্যায় উদ্দীপ্ত, কোটি চন্দ্রের ন্যায় সুস্নিগ্ধ, কামদেবকে ধ্যান করিয়া, তাহার ঊর্দ্ধভাগে বহ্নিঃশিখার ন্যায় অতিসূক্ষ্মা চৈতন্যস্বরূপা পরমাশক্তি, তদন্বিত পরমাত্মাকে একীভূত, অর্থাৎ শিব শক্তিকে একাত্মভূত চিন্তা করিবেন॥ ২॥

গচ্ছন্তি ব্রহ্মমার্গেণ লিঙ্গত্রয়ক্রমেণ বৈ।
অমৃতং তদ্বিসর্গস্থং পরমানন্দলক্ষণং।
শ্বেতরক্তং তেজসাঢ্যং সুধাধারা প্রবর্ষিণং।
পীত্বা কুলামৃতং দিব্যং পুনরেব বিশেৎ কুলং॥ ৩॥

এবং ব্রহ্মমার্গে অর্থাৎ সুষুম্নান্তর্গত ব্রহ্মপথ দ্বারা ক্রমে লিঙ্গত্রয় গমন করে, অর্থাৎ স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ এই তিন প্রকার অবয়ববিশিষ্ট জীব, বায়ুর সহযোগে কুণ্ডলী শক্তির সহ ব্রহ্মমার্গে গমন করেন। জীবের তিনরূপ, স্থূল চতুঃষষ্টি বৃত্তি-বিশিষ্ট, জাগ্রদবস্থা সূক্ষ্মদেহ, স্বপ্নাবস্থায় সূক্ষ্মরূপ সপ্তদশা বয়বিশিষ্ট। কারণাবস্থা

শুদ্ধ কর্ম্ম দ্বারা উৎপন্ন অপূর্ব্ববিশিষ্ট, অতি সুসূক্ষ্ম উপলব্ধি মাত্র। প্রাণায়াম যোগ-প্রভাবে এই তিন লিঙ্গ সুষুম্নারন্ধ্রে গমন করে, সেই কুণ্ডলীশক্তি ব্রহ্মরূপা পরমা কলা, প্রত্যেক চক্রে চক্রে সঙ্গমাসক্তা তদ্বিসৃষ্ট পরম আনন্দলক্ষণবিশিষ্ট গলিত অমৃত, শ্বেতরক্তবর্ণ অর্থাৎ পাটলবর্ণ, যাহাকে প্রাকৃত ভাষায় গোলাপী বলে, তেজসমূহ বিশিষ্ট, সুধাধারা বর্ষিত হয়। দীপ্যমান কুলামৃত ঊর্দ্ধে পান করতঃ পুনর্ব্বার অধোবতরিত হইয়া, সেই ব্রহ্ম যোনিমণ্ডলে আসিয়া প্রবেশ করিবেন। কুলশব্দে যোনিকে কহিয়াছেন। তন্ত্রে যে যে স্থানে কৌলিক কুলাচারী বলেন, সে এই কুলসাধক, ঐ সুধাপায়ী, নতুবা সামান্য যোনি ও সামান্য সুরাপান করিলে কৌলিক হয় না ॥ ৩ ॥

পুনরেব কুলং গচ্ছেন্মাত্রাযোগেন নান্যথা।
সা চ প্রাণসমা খ্যাতা হ্যস্মিংস্তন্ত্রে ময়োদিতং ॥ ৪ ॥

পুনর্ব্বার ঊর্দ্ধে ব্রহ্মযোনিতে যাতায়াত রূপ প্রাণায়াম মাত্রাযোগে গমন করিবে, সেই ব্রহ্মযোনি কুণ্ডলীকেই ময়োদিত এই তন্ত্রে প্রাণস্বরূপা পরমাত্মার প্রাণসমা বলিয়া খ্যাত করিয়াছেন। তন্ত্রান্তরেও "পীত্বা পীত্বা পুনঃ পাত্বা পতিতং ধরণীতলে। উত্থায় চ পুনঃপীত্বা পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে।,, এবং "যাতায়াতং ত্রিভিঃ কৃত্বা পুনর্জন্ম ন বিদ্যত ইত্যাদি।,, অর্থাৎ মূলাধারে ধরণীতল হইতে উঠিয়া ঊর্দ্ধে শিরস্থিত অধোমুখ কমলকর্ণিকান্তর্গত পরম শিবের সহিত সঙ্গমাসক্তা কুণ্ডলী, তাহাতে শ্বেত লাক্ষারস সদৃশ গলিত সুধা পান করতঃ পুনর্ব্বার ধরণীতলে পতিত হইবে, পুনর্ব্বার ঊর্দ্ধে গিয়া পুনরায় পান করিবে, এইরূপ বারত্রয় যাতায়াত করিয়া, তৎসুধা পান করিলে আর পুনর্জন্ম হয় না। ইহাকেই যোনিমুদ্রা বলে, ইহারই নাম কুলাচরণ, এতদ্ভিন্ন সুরাপানে অবশ হইয়া উঠা পড়াকে কুলসাধনা বলেন নাই ॥ ৪ ॥

পুনঃ প্রলীয়তে তস্যাং কালাগ্ন্যাদি শিবাত্মকং।
যোনিমুদ্রাপরাহ্যেষা বন্ধস্তস্যা প্রকীর্ত্তিতঃ।
তস্যাস্তু বন্ধমাত্রেণ তন্নাস্তি যন্ন সাধয়েৎ ॥ ৫ ॥

ইতি যোনিমুদ্রা।

পুনর্ব্বার কালাগ্ন্যাদি শিবাত্মক ব্রহ্মযোনিতে প্রলীন ভাবনা করিবেন। এই যোনিমুদ্রা সকল মুদ্রার শ্রেষ্ঠা, ইহার বন্ধন ক্রম কথিত হইল। যোনিমুদ্রাবন্ধন মাত্রেই সাধক, এমত কোন বিষয় নাই যে সাধনা করিতে না পারে॥ ৫॥

ইতি যোনিমুদ্রা॥ ৫॥ ইহার ফল।

ছিন্নরূপাস্তু যে মন্ত্রাঃ কীলিতা স্তম্ভিতাশ্চ যে।
দগ্ধমন্ত্রাঃ শিখা লীনা মলিনাস্তু তিরস্কৃতাঃ।
মন্দা বালা স্তথা বৃদ্ধাঃ প্রৌঢ়াযৌবনগর্ব্বিতাঃ।
অরিপক্ষে স্থিতা যে চ নির্ব্বীর্য্যাঃ সত্ববর্জ্জিতাঃ।
ত্বয়া সত্বেন হীনা যে খণ্ডিতাঃ শতধাঃ কৃতাঃ।
বিধানেন তু সংযুক্তাঃ প্রভবন্তি চিরেণ তু।
সিদ্ধিমোক্ষপ্রদাঃ সর্ব্বে গুরুণা বিনিযোজিতাঃ।
দীক্ষয়িত্বা বিধানেন অভিষিঞ্চ্য সহস্রধা।
ততো মন্ত্রাধিকারার্থমেষামুদ্রা প্রকীর্ত্তিতা॥ ৬॥

যে সকল মন্ত্র ছিন্নরূপ, অথবা কীলিত, কিম্বা স্তম্ভিত, বা দগ্ধ মন্ত্র ও শিখা রহিত মলিন, অথবা তিরস্কৃত অর্থাৎ ত্যজ্য, কি মন্দমন্ত্র, ও বাল্য কি বৃদ্ধ বা প্রৌঢ়, কিম্বা যৌবনগর্ব্বিত, অথবা অরিপক্ষ, ও নির্ব্বীর্য্য, প্রাণ রহিত, সত্বাদি গুণবিহীন, খণ্ডিত অর্থাৎ চ্যুতাক্ষর, শতধা খণ্ডিত, অবিধান সংযুক্ত দীক্ষিত, ইহারা বহুকালে প্রভাববিশিষ্ট হয়, বিফল নহে। গুরূপদিষ্ট প্রযুক্ত কালে সিদ্ধি ও মোক্ষপ্রদ হয়। বিধান দ্বারা দীক্ষিত করিয়া সহস্রাভিষেক করিবেন। অনন্তর মন্ত্রের অধিকারার্থ, এই যোনিমুদ্রা বন্ধন করিতে কহিবেন॥ ৬॥

ব্রহ্মহত্যা সহস্রাণি ত্রৈলোক্যমপি ঘাতয়েৎ।
সানৌ লিপ্যতি পাপেন যোনিমুদ্রানিবন্ধনাৎ॥ ৭॥

ব্রহ্মহত্যা একসহস্র যদি করে, কি ত্রিলোকজাত জীবসকলকে হত্যা করে, তথাপি যোনিমুদ্রা বন্ধনহেতু সাধক তৎপাপে লিপ্ত হয় না॥ ৭॥

গুরুহা চ সুরাপী চ স্তেয়ী চ গুরুতল্পগঃ।
এতৈঃ পাপৈঃ নবধ্যেত যোনিমুদ্রানিবন্ধনাৎ ॥ ৮ ॥

গুরুহত্যা, সুরাপান, চৌর্য্য, গুর্ব্বঙ্গনা গমন, যোনিমুদ্রা বন্ধন নিমিত্ত ইত্যাদি পাপে লিপ্ত হয় না ॥ ৮ ॥

তস্মাদভ্যাসনং নিত্যং কর্ত্তব্যং মোক্ষকাঙ্ক্ষিভিঃ।
অভ্যাসাজ্জায়তে সিদ্ধিরভ্যাসান্মোক্ষমাপ্নুয়াৎ ॥ ৯ ॥

মোক্ষাকাঙ্ক্ষিদিগের এনিমিত্ত যোনিমুদ্রা বন্ধের নিত্যাভ্যাস করা কর্ত্তব্য। অভ্যাসেই সিদ্ধি হয়, অভ্যাসেই মোক্ষপ্রাপ্তি হয় ॥ ৯ ॥

সম্বিদং লভতেঽভ্যাসাৎ যোগাভ্যাসাৎ প্রবর্ত্ততে।
মুদ্রাণাং সিদ্ধিরভ্যাসাদভ্যাসাদ্বায়ুসাধনং।
কালবঞ্চনমভ্যাসাৎ তথা মৃত্যুঞ্জয়োভবেৎ ॥ ১০ ॥

অভ্যাসেই জ্ঞানলাভ, অভ্যাসেই যোগপ্রবৃত্তি, অভ্যাসেই মুদ্রাসিদ্ধি, অভ্যাসেই কালের বঞ্চনা করিয়া মৃত্যুঞ্জয় হয় ॥ ১০ ॥

বাক্‌সিদ্ধিকামচারী ত্বং ভবেদভ্যাসযোগতঃ।
যোনিমুদ্রাপরং গোপ্যা ন দেয়া যস্য কস্যচিৎ।
সর্ব্বথা নৈব দাতব্যা প্রাণৈঃ কণ্ঠগতৈরপি ॥ ১১ ॥

ইতি যোনিমুদ্রাফলকথনং।

বাক্যসিদ্ধি কামচারিত্ব অভ্যাসযোগেই হয়। এই যোনিমুদ্রা সর্ব্বশ্রেষ্ঠা, সর্ব্বতঃপ্রকারে গোপনীয়া, যাহাকে তাহাকে দিবেন না। যদি কণ্ঠাগত প্রাণ হয় তথাপি দেয়া নহে। যেহেতু প্রজাপতির সৃষ্টিবিঘাতিনী এই যোনিমুদ্রা, অর্থাৎ মুক্তজীব হইলে, তদ্দ্বারা আর প্রতিসৃষ্টির সম্ভাবনা থাকেনা। সুতরাং যোনিমুদ্রা-অধিকারী পুরুষের বিচার করিয়া উপদেশ করিবেন ॥ ১১ ॥

ইতি যোনিমুদ্রা কথন।

অধুনা কথয়িষ্যামি যোগসিদ্ধিকরং পরং।
গোপনীয়ং সুসিদ্ধানাং যোগং পরমদুর্ল্লভং ॥ ১২ ॥

হে পার্ব্বতি! ইদানীং তোমাকে সিদ্ধদিগের গোপনীয় সিদ্ধির পরম কারণ, পরম দুর্ল্লভ, মুদ্রাদশকযোগ কহি, শ্রবণ করহ ॥ ১২ ॥

সুপ্তা গুরুপ্রসাদেন যদা জাগর্ত্তি কুণ্ডলী।
তদা সর্ব্বাণি পদ্মানি ভিদ্যন্তে গ্রন্থয়োঽপি চ ॥ ১৩ ॥

যখন গুরুর প্রসন্নতাতে ব্রহ্মদ্বার মুখে প্রসুপ্তা কুণ্ডলীশক্তি জাগ্রতা হন্। তখন ষট্চক্রস্থ পদ্মগ্রন্থি সকল ভেদ হইয়া যায় ॥ ১৩ ॥

তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন প্রবোধয়িতুমীশ্বরং।
ব্রহ্মরন্ধ্রমুখে সুপ্তা মুদ্রাভ্যাসং সমাচরেৎ ॥ ১৪ ॥

একারণ সমস্ত প্রকার যত্ন দ্বারা ব্রহ্মরন্ধ্রমুখে প্রসুপ্তা পরমেশ্বরী কুণ্ডলিনীকে সচেতনা করিবার নিমিত্ত মুদ্রাযোগাভ্যাস করিবেন ॥ ১৪ ॥

মহামুদ্রা মহাবন্ধো মহাবেধশ্চ খেচরী।
জালন্ধরো মূলবন্ধো বিপরীতকৃতিস্তথা ॥
উড্ডানঞ্চৈব বজ্রোণি দশমং শক্তিচালনং।
ইদং হি মুদ্রাদশকং মুদ্রাণামুত্তমোত্তমং ॥ ১৫ ॥

মহামুদ্রা, মহাবন্ধ, মহাবেধ, খেচরী, জালন্ধর, মূলবন্ধ, বিপরীত করণ, উড্ডান, বজ্রোণি, শক্তিচালন, এই মুদ্রাদশ সমস্ত মুদ্রার উত্তম হয় ॥ ১৫ ॥

মহামুদ্রাং প্রবক্ষ্যামি তন্ত্রেঽস্মিন্ মম বল্লভে।
যাং প্রাপ্যসিদ্ধাঃ সংসিদ্ধিং কপিলাদ্যাঃ পুরাগতাঃ ॥ ১৬ ॥

অতপর হে প্রাণবল্লভে! এই তন্ত্রোক্তা মহামুদ্রা তোমাকে কহি, যে মুদ্রাভ্যাসে পূর্ব্বে কপিলাদি সিদ্ধগণেরা সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছেন ॥ ১৬ ॥

অপসব্যেন সংপীড্য পাদমূলেন সাদরং।
স্বরূপদেশতো যোনিং গুদমেঢ্রান্তরালগাং।
সব্যং প্রসারিতং পাদং ধৃত্বা পাণিযুগেন বৈ।
নবদ্বারাণি লংযম্য চিবুকং হৃদয়োপরি।
চিত্তং চিত্তপথে দত্ত্বা প্রভবেদ্বায়ুসাধনং।
মহামুদ্রা ভবেদেষা সর্ব্বতন্ত্রেষু গোপিতা।
বামাঙ্গেন সমভ্যস্য দক্ষাঙ্গে নাভ্যসেৎ পুনঃ।
প্রাণায়াম সমং কৃত্বা যোগী নিয়তমানসঃ॥ ১৭॥

ইতি মহামুদ্রাবন্ধঃ। অস্য ফলং।

বামপাদমূলদ্বারা গুহ্যদেশ ও শিশ্ন এতদুভয়ের মধ্যস্থানস্থ যোনিমণ্ডলকে আপীড়ন করতঃ গুরূপদেশে দক্ষিণপাদকে প্রসারিত করতঃ হস্তদ্বয়ে ধৃত করিয়া, শরীরস্থ নবদ্বারকে সংযম দ্বারা হৃদয়ের উপর চিবুককে সংস্থাপন করিবেন। চিত্তকে চিত্তপথে দিয়া অর্থাৎ চৈতন্যমার্গে চিত্তার্পিত করতঃ বায়ু সাধন করিবেন অথাৎ কুম্ভক দ্বারা বায়ু ধারণের অভ্যাস করিবেন। সমস্ত তন্ত্রে গোপনীয়া এই মহামুদ্রা হয়। ইহাকে বামাঙ্গে প্রথম অভ্যাস করিয়া পুনর্ব্বার নিয়তমানস যোগিপুরুষ দক্ষিণাঙ্গে অভ্যাস করিবে, উভয়াঙ্গে সাধনকালে সমান নিয়মে শক্ত্যনুসারে প্রাণায়াম করিবেন॥ ১৭॥ ইতি মহামুদ্রা।

অনেন বিধিনা যোগী মন্দভাগ্যোঽপি সিদ্ধ্যতি।
সর্ব্বেষামেব নাড়ীনাং চালনং বিন্দুমারণং॥
জীবনন্তু কষায়স্য পাতকানাং বিনাশনং।
সর্ব্বরোগোপশমনং জঠরাগ্নিবিবর্দ্ধনং॥
বপুষঃ কান্তিমমলাং জরামৃত্যুবিনাশনং।
বাঞ্ছিতার্থফলং সৌখ্যমিন্দ্রিয়াণাঞ্চ মারণং।
এতদুক্তাণি সর্ব্বাণি যোগারূঢ়স্য যোগিনঃ।
ভবেদভ্যাসতোঽবশ্যং নাত্রকার্য্যা বিচারণাঃ॥ ১৮॥

গুরুবদনোদ্ভূতা সুশোভনা এই মহামুদ্রাকে প্রাপ্ত হইয়া এইরূপ বিধিদ্বারা অভ্যাস করিলে অল্পভাগ্য যোগীও সিদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। এই মুদ্রা প্রভাবে শরীরস্থ সমস্ত নাড়ীর চালনা হয়, তদ্দ্বারা আয়ুঃ স্বরূপ শুক্র স্তম্ভিত থাকে, জীবনকে আকর্ষিত করিয়া রাখে, সমস্ত পাপের বিনাশ হয়, সর্ব্বরোগের উপশম হয়, এবং জঠরাগ্নির বিশেষ বৃদ্ধি হয়। শরীরের নির্ম্মল লাবণ্য হয়, জরা মৃত্যুর বিনাশ হয়। অভিলষিত ফল, ও বাঞ্ছিত সুখলাভ এবং ইন্দ্রিয় সকল পরাজিত হয়। এই সকল উক্ত ফল, মুদ্রাভ্যাসে যোগারূঢ় যোগিব্যক্তির অবশ্য লাভ হইয়া থাকে, ইহাতে বিচারের করণীয়তা নাই ॥ ১৮ ॥

গোপনীয়া প্রযত্নেন মুদ্রেয়ং সুরপূজিতে।
যান্তু প্রাপ্য ভবাম্ভোধেঃ পারং গচ্ছন্তি যোগিনঃ ॥ ১৯ ॥

হে সুরপূজিতে। এই মুদ্রা সুযত্নে গোপনীয়া, যে মুদ্রাকে প্রাপ্ত হইয় যোগিসকল দুস্তর ভবরূপ সমুদ্রের পরপারে গমন করেন ॥ ১৯ ॥

মুদ্রাকামদুঘা হ্যেষা সাধকানাং ময়োদিতা।
গুপ্তাচারেণ কর্ত্তব্যা ন দেবা যস্য কস্যচিৎ ॥ ২০ ॥
ইতি মহামুদ্রাফলকথনং ॥ ১ ॥

হে বৃন্দারকবন্দনীয়ে! ময়োদিতা এই মহামুদ্রা, সাধকদিগের কামধেনু স্বরূপা, অর্থাৎ কামনানুসারে সমস্ত ফল প্রদান করিয়া থাকেন। ইহাকে গোপনে রাখিয় সাধনা করিবে। যাহাকে তাহাকে উপদেশ করিবে না ॥ ২০ ॥

ইতি মহামুদ্রার ফল কথন ॥ ১ ॥

ততঃ প্রসারিতঃ পাদোবিন্যস্য তমূরূপরি।
গুদযোনিং সমাকুঞ্চ্য কৃত্বা চাপানমূর্দ্ধগং।
যোজয়িত্বা সমানেন কৃত্বা প্রাণমধোমুখং।
বন্ধয়েদুদরেত্যর্থং প্রাণাপানাখ্য যঃ সুধীঃ।
কথিতোঽয়ং মহাবন্ধঃ সিদ্ধিমার্গপ্রদায়কঃ।
নাড়ীজালাব্রসব্যূহো মূর্দ্ধানং যাতি যোগিনঃ।
উভাভ্যাং সাধয়েৎ পশ্চাদেকৈকং সুপ্রযত্নতঃ ॥ ২১ ॥
ইতি মহাবন্ধঃ।

অনন্তর দক্ষিণপাদকে প্রসারিত করতঃ বামউরুর উপর দক্ষিণ পাদ সংস্থাপন করিয়া, গুহ্যদেশ এবং যোনিদেশকে আকুঞ্চিত করণানন্তর ঊর্দ্ধগত অপান বায়ুকে নাভিস্থিত সমান বায়ুর সহিত যুক্ত করিয়া, হৃদয়স্থ অধোমুখ প্রাণ বায়ুকে ঐ বায়ুদ্বয়ের সহিত অতিশয় রূপে উদরমধ্যে কুম্ভক দ্বারা সুধী সাধক বন্ধ করিয়া রাখিবে, সিদ্ধির পথপ্রদর্শক ইহাই কথিত মহাবন্ধ হয়। যোগিগণের সমস্ত শরীরস্থ নাড়ী সকলের যে সমূহ রস, তাহা মস্তকোপরি উত্থিত হয়। পূর্ব্বোক্ত মহামুদ্রার ন্যায় এক এক ক্রমে উভয়পাদ দ্বারা সুযত্নে অভ্যাস করিবেক ॥ ২১ ॥ ইতি মহাবন্ধ।

ভবেদভ্যাসতো বায়ুঃ সুষুম্না মধ্যসঙ্গতঃ।
অনেন বপুষঃ পুষ্টি র্দৃঢ়বন্ধোঽস্থিপিঞ্জরে।
সংপূর্ণো হৃদয়োযোগী ভবত্যেতানি যোগিনঃ।
বন্ধেনানেন যোগীন্দ্রঃ সাধয়েৎ সর্ব্বমিপ্সিতং ॥ ২২ ॥

ইতি মহাবন্ধমুদ্রাভ্যাসফলকথনং ॥ ২ ॥

এই মহাবন্ধানুষ্ঠানে সুষুম্নাছিদ্র মধ্যে বায়ু সম্যক্ গমন করিতে পারে, ইহার ফলে সাধকের শরীরের পুষ্টি, এবং অস্থি পঞ্জরে দৃঢ় বন্ধন হয়। মনঃ সংপূর্ণ সন্তোষে ক্রীড়া করিতে থাকে। মহাবন্ধ প্রভাবে যোগীর এই সকল ফল লাভ হয়। এই বন্ধদ্বারা যোগীন্দ্রপুরুষ আপনার অভিলাষানুসারিক সমস্ত সুখের সাধক হয় ॥ ২২ ॥ ইতি মহাবন্ধের ফলকথন ॥ ২ ॥

অপানপ্রাণয়োরৈক্যং কৃত্বা ত্রিভুবনেশ্বরি।
মহামেধস্থিতোযোগী কুক্ষিমাপূর্য্যবায়ুনা।
স্ফিচৌ সংতাড়য়েৎ ধীমান্ বেধোঽয়ং কীর্ত্তিতোময়া ॥২৩॥

ইতি মহাবেধঃ।

অপান এবং প্রাণবায়ুর ঐক্য করতঃ ত্রিভুবনে অর্থাৎ জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্ত্যবস্থাতে মহাবেধস্থিত যোগিপুরুষ বায়ু দ্বারা উদর পূরণ করিয়া, ধীমান সাধক উভয় পার্শ্বকে সন্তাড়ন করিবেন, ময়োক্ত ইহার নাম মহাবেধ ॥ ২৩ ॥

ইতি মহাবেধ ॥ ৩ ॥

বেধেনানেন সংবিধ্য বায়ুনা যোগিপুঙ্গবঃ।
গ্রন্থিং সুষুম্নামার্গেণ ব্রহ্মগ্রন্থিং ভিনত্ত্যসৌ ॥ ২৪ ॥

এই বেধদ্বারা সম্যক্ বিধ্য যোগিশ্রেষ্ঠ বায়ুদ্বারা সুষুম্নামার্গস্থিত ব্রহ্মগ্রন্থিকে ভেদ করিবে ॥ ২৪ ॥

যঃ করোতি সদাভ্যাসং মহাবেধং সুগোপিতং।
বায়ুসিদ্ধির্ভবেত্তস্য জরামরণনাশিনী ॥ ২৫ ॥

যে ব্যক্তি সর্ব্বদা সুগোপিত এই মহাবেধ মুদ্রার অভ্যাস করে। তাহার জরা মরণনাশিনী যে বায়ুসিদ্ধি, তাহা আশু সুসিদ্ধ হয় ॥ ২৫ ॥

চক্রমধ্যে স্থিতাদেবাঃ কম্পন্তি বায়ুতাড়নাৎ।
কুণ্ডল্যপি মহামায়া কৈলাসে সা বিলীয়তে ॥ ২৬ ॥

শরীরস্থ ষট্‌চক্রস্থিত দেবতা সকল বায়ুর তাড়নাতে কম্পিত হন। কুলকুণ্ডলিনী রূপা মহামায়াও কৈলাসাখ্য বিন্দুস্থানে বিলীনা হয়েন ॥ ২৬ ॥

মহামুদ্রামহাবন্ধৌ নিষ্ফলৌ বেধবর্জ্জিতৌ।
তস্মাদ্যোগী প্রযত্নেন করোতি ত্রিতয়ং ক্রমাৎ ॥ ২৭ ॥

পূর্ব্বোক্ত মহামুদ্রা আর মহাবন্ধ এতদুভয়ই বেধবর্জ্জিত হইলে বিফল হয়। একারণ বিশেষ যত্নদ্বারা যোগিব্যক্তি মহামুদ্রা ও মহাবন্ধ এবং মহাবেধ, এতত্রয় বন্ধের ক্রমে অভ্যাস করিয়া থাকেন ॥ ২৭ ॥

এতত্রয়ং প্রযত্নেন চতুর্ব্বারং করোতি যঃ।
ষাণ্মাসাভ্যন্তরং মৃত্যুং জয়ত্যেব ন সংশয়ঃ ॥ ২৮ ॥

প্রতিদিন চারিবার এই মুদ্রাত্রয়ের অভ্যাস যে সাধক করে, ছয়মাসের মধ্যেই নিঃসংশয় সেই সাধক মৃত্যুকে জয় করিতে পারে ॥ ২৮ ॥

এতত্ত্রয়স্য মাহাত্ম্যং সিদ্ধোজানাতি নেতরঃ।
যজ্‌জ্ঞাত্বা সাধকাঃ সর্ব্বে সিদ্ধিং সম্যক্ লভন্তি চ ॥ ২৯ ॥

এই মুদ্রাত্রয়ের যে কি মাহাত্ম্য তাহা সিদ্ধগণেরাই জানেন, অন্যে জানিতে পারে না। যাহাকে জানিলে সকল সাধকে সম্যক্ প্রকারে সিদ্ধিলাভ করেন ॥২৯

গোপনীয়া প্রযত্নেন সাধকৈঃ সিদ্ধিমিপসুভিঃ।
অন্যথা চ ন সিদ্ধিস্যান্মুদ্রাণামেষ নিশ্চয়ঃ ॥ ৩০ ॥

ইতি মহাবেধস্য ফলং ॥ ৩ ॥

সিদ্ধি ইচ্ছুক সাধকদিগের কর্ত্তৃক এই সকল মুদ্রা যত্নপূর্ব্বক গোপনীয়া হয়। ইহার অন্যথাচরণে মুদ্রাসিদ্ধি হয় না, ইহা নিশ্চয়রূপে অবধারিত আছে ॥ ৩০ ॥

ইতি মহাবেধের ফলকথন ॥ ৩ ॥

ভ্রুবোরন্তর্গতাং দৃষ্টিং নিধায় সুদৃঢ়াং সুধীঃ।
উপবিশ্যাসনে বজ্রে নানোপদ্রববর্জ্জিতঃ।
লম্বিকোর্দ্ধস্থিতে গর্ত্তে রসনাং বিপরীতগাং।
সংযোজয়েৎ প্রযত্নেন সুধাকূপে বিচক্ষণঃ।
মুদ্রৈষা খেচরীপ্রোক্তা ভক্তানামনুরোধতঃ ॥ ৩১ ॥

ইতি খেচরীমুদ্রা।

সুধী বিচক্ষণ সাধক উভয় ভ্রুর মধ্যে সুদৃঢ়া দৃষ্টি রাখিয়া সমস্ত প্রকার উপদ্রব বর্জ্জিত স্থানে উপবিষ্ট হইয়া বিপরীতগামিনী জিহ্বাকে যত্নপূর্ব্বক সুধাকূপস্বরূপ তালুকুহরে সংযোজন করিবেন। ভক্তদিগের অনুরোধে, হে পার্ব্বতি! মৎকর্ত্তৃক এক খেচরীমুদ্রা উক্তা হইল ॥ ৩১ ॥ ইতি খেচরীমুদ্রা ॥ ৪ ॥

সিদ্ধীনাং জননী হ্যেষা মম প্রাণাধিকাধিকে।
নিরন্তরকৃতাভ্যাসাৎ পীযূসং প্রত্যহং পিবেৎ।
তেন বিগ্রহসিদ্ধিঃ স্যাৎ মৃত্যুমাতঙ্গকেশরী ॥ ৩২ ॥

এই খেচরীমুদ্রা, সমস্ত সিদ্ধির জননীরূপা হয়। হে মম প্রাণাধিকারিকে! হে দুর্গে! যে ব্যক্তি নিরন্তর ইহার অভ্যাসবশতঃ সহস্রার কমল বিনির্গত অমৃত ধারা তালুমূলে রসনা দিয়া নিত্য পান করে। তদ্দ্বারা তাহার সমস্ত শরীর সিদ্ধ হয়, অর্থাৎ সুধারসে সমস্ত শরীর আপ্যায়িত হয়, এই খেচরী মুদ্রাবন্ধন, মৃত্যুরূপ মাতঙ্গের প্রতি সিংহস্বরূপ জানিহ ॥ ৩২ ॥

অপবিত্রঃ পবিত্রো বা সর্ব্বাবস্থাং গতোঽপি বা।
খেচরী যস্য শুদ্ধা তু স শুদ্ধো নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৩৩ ॥

অপবিত্র, কি পবিত্র, অথবা সর্ব্বাবস্থাতে গত যে কোন ব্যক্তির খেচরীমুদ্রা শুদ্ধা হয়, সে ব্যক্তি সর্ব্বাবস্থাতেই শুদ্ধ থাকে, তাহাতে সংশয় নাই ॥ ৩৩ ॥

ক্ষণার্দ্ধং কুরুতে যস্তু তীর্ণপাপমহার্ণবাৎ।
দিব্যভোগান্ প্রভুক্তা চ সৎকুলে স প্রজায়তে ॥ ৩৪ ॥

ষষ্টিদণ্ডাত্মিকা দিবার মধ্যে যে ব্যক্তি ক্ষণার্দ্ধকালমাত্র খেচরীমুদ্রার অভ্যাস করে, সে ব্যক্তি পাপরূপ মহাসমুদ্র হইতে অনায়াসে নিস্তীর্ণ হইয়া, স্বর্গলোকে বিবিধ স্বর্গীয় সুখভোগের ভোক্তা হয়, ভোগাবসানে মর্ত্যলোকে সৎকুলে পুনর্জন্ম-গ্রহণ করে ॥ ৩৪ ॥

মুদ্রৈষা খেচরী যস্তু সুস্থিতোস্যামতন্দ্রিতঃ।
শতব্রহ্মাগতেনাপি ক্ষণার্দ্ধং মন্যতে হি সঃ ॥ ৩৫ ॥

যে ব্যক্তি অতন্দ্রিত সুস্থিররূপে এই খেচরী মুদ্রাভ্যাসে স্থিত থাকে। সে ব্যক্তি ইহ শরীর ধারণেই শতব্রহ্মার নিপাত কালকে ক্ষণার্দ্ধ বলিয়া গণ্য করে ॥ ৩৫ ॥

গুরূপদেশতো মুদ্রাং যোবেত্তি খেচরীমিমাং।
নানাপাপরতোঽপি স লভতে পরমাং গতিং ॥ ৩৬ ॥

গুরূপদেশে যে ব্যক্তি এই খেচরী মুদ্রাকে জানে, সে ব্যক্তি নানাপ্রকার পাপে রত হইলেও তথাপি পরমা গতিকে লাভ করে ॥ ৩৬ ॥

সা প্রাণসদৃশী মুদ্রা যস্মিন্ কস্মিন্ ন দীয়তে।
প্রচ্ছাদ্যতে প্রযত্নেন মুদ্রেয়ং সুরপূজিতে ॥ ৩৭ ॥

ইতি খেচরীমুদ্রায়াঃ ফলং ॥ ৪ ॥

এই খেচরী মুদ্রা প্রাণের সদৃশী হয়, ইহা যেখানে সেখানে যাহাকে তাহাকে দেয়া নহে। অর্থাৎ কাহাকেও দিবে না। হে সুরপূজিতে! এই মুদ্রাকে যত্নপূর্ব্বক প্রচ্ছাদন করিয়া রাখিবে ॥ ৩৭ ॥

ইতি খেচরীমুদ্রার ফলকথন ॥ ৪ ॥

বধ্বাগলশিরাজালং হৃদয়ে চিবুকং ন্যসেৎ।
বন্ধোজালন্ধরঃ প্রোক্তো দেবানামপি দুর্লভঃ।
নাভিস্থো বহ্নির্জন্তূনাং সহস্রকমলচ্যুতং।
পিবেৎ পীযূষং বিসরং তদর্থং বন্ধয়েদিমাং ॥ ৩৮ ॥

ইতি জালন্ধরবন্ধঃ ॥ ৫ ॥

গলদেশের শিরাসমূহকে আবন্ধন করতঃ হৃদিপ্রদেশে চিবুক অর্থাৎ দাড়ি রাখিবে, কিন্তু সকল মুদ্রাভ্যাসেই কুম্ভকের অনুষ্ঠান করিতে হইবে, ইহা পূর্ব্বানুবৃত্তির অনুসারে কহিলাম। দেব দুর্ল্লভরূপে এই জালন্ধরবন্ধ উক্ত আছে, নাভিস্থিত জীবের জঠরানল, সেই জঠরানলে শিরঃস্থিত সহস্রদলকমলগলিত অমৃত ধারাপাত হইলে, ঐ অগ্নি পান করিয়া থাকে; একারণ জীবের অমৃতত্ব হয় না। এইহেতু সাধক এতৎ জালন্ধর বন্ধের অনুষ্ঠানে, সেই সুধাকে অধোবতরিত হইতে না দিয়া ঊর্দ্ধ রসনা দ্বারা স্বয়ং পান করিয়া থাকে ॥ ৩৮ ॥ ইতি জালন্ধরবন্ধ ॥ ৫ ॥

বন্ধেনানেন পীযূষং স্বয়ং পিবতি বুদ্ধিমান্।
অমরত্বঞ্চ সম্প্রাপ্য মোদতে ভুবনত্রয়ে ॥ ৩৯ ॥

বুদ্ধিমান্ সাধক এই জালন্ধর বন্ধের দ্বারা সেই সুধাধারাকে স্বয়ং পান করেন। তৎপান ফলে অমৃতত্ব প্রাপ্ত হইয়া ইহ শরীরে স্বর্গ মর্ত্য পাতালাদি ত্রিভুবনে মহাহর্ষে বিচরণ করেন ॥ ৩৯ ॥

জালন্ধরোবন্ধ এষ সিদ্ধানাং সিদ্ধিদায়কঃ।
অভ্যাসঃ ক্রিয়তে নিত্যং যোগিনা সিদ্ধিমিচ্ছতা ॥ ৪০ ॥

ইতি জালন্ধরবন্ধফলং ॥ ৫ ॥

এই বন্ধের নাম জলান্ধর, সিদ্ধদিগের সিদ্ধিপ্রদায়ক। সিদ্ধীচ্ছু যোগিগণেরা নিত্য ইহার অভ্যাস করিয়া থাকেন ॥ ৪০ ॥

ইতি জালন্ধরবন্ধের ফলকথন ॥ ৫ ॥

পাদমূলেন সংপীড্য গুদমার্গং সুযন্ত্রিতং।
বলাদপানমাকৃষ্য ক্রমাদূর্দ্ধং সমভ্যসেৎ।
কল্পিতোঽয়ং মূলবন্ধো জরামরণনাশনং ॥ ৪১ ॥

ইতি মূলবন্ধঃ ॥ ৬ ॥

পাদমূল দ্বারা গুহ্যদ্বারকে সংপীড়ন করতঃ সম্যক্ আবদ্ধ অপান বায়ুকে ঊর্দ্ধে আকর্ষণ করিয়া, জরা মরণ বিনাশন এই মূলবন্ধের অভ্যাস করিবে। ইহার নাম মূলবন্ধ কল্পনা ॥ ৪১ ॥ ইতি মূলবন্ধঃ ॥ ৬ ॥

অপানপ্রাণয়োরৈক্যাং প্রকরেঽত্যধিকল্পিতং।
বন্ধেনানেন সুতরাং যোনিমুদ্রা প্রসিদ্ধতি ॥ ৪২ ॥

অপান ও প্রাণ এতদুভয় বায়ুকে কল্পিত মূলবন্ধদ্বারা যদি ঐক্য করিতে পারে, তবে সুতরাং এই বন্ধেই যোনিমুদ্রা সুসিদ্ধ হয় ॥ ৪২ ॥

সিদ্ধায়াং যোনিমুদ্রায়াং কিং ন সিদ্ধতি ভূতলে।
বন্ধস্যাস্য প্রসাদেন গগণে বিজিতালসঃ।
পদ্মাসনে স্থিতো যোগী ভুবমুৎসৃজ্য বর্ত্ততে ॥ ৪৩ ॥

যদি যোনিমুদ্রাকে সুসিদ্ধ করিতে পারে, তবে যোনিমুদ্রা সিদ্ধিতে এ অবনীতলে কোন্ মুদ্রা সিদ্ধি না হয়? এই বন্ধ প্রকারে সমস্ত প্রকার অলসতা-জিত হইয়া পদ্মাসনে স্থিত যোগী পৃথিবীকে পরিত্যাগ করিয়া গগণেচর হয়॥ ৪৩॥

সুগুপ্তে নির্জ্জনে দেশে বন্ধমেনং সমভ্যসেৎ।
সংসারসাগরং তর্ত্তুং যদিচ্ছেদ্যোগিপুঙ্গবঃ॥ ৪৪॥
ইতি মূলবন্ধস্য ফলকথনং॥ ৬॥

যদি সংসার পার হইতে ইচ্ছা হয়, তবে যোগিপুরুষ অত্যন্ত গোপনীয় নির্জ্জন স্থানে বসিয়া এই বন্ধের অভ্যাস করিবেন॥ ৪৪॥

ইতি মূলবন্ধফলকথন॥ ৬॥

ভূতলে স্বশিরো দত্ত্বা খেলয়েচ্চরণদ্বয়ং।
বিপরীতকৃতিশ্চৈষা সর্ব্বতন্ত্রেষু গোপিতা॥ ৪৫॥
ইতি বিপরীতকরণমুদ্রা॥ ৭॥

ভূমিতলে মস্তক রাখিয়া চারিদিকে পাদদ্বয় খেলন করিবে, অর্থাৎ মস্তক এক স্থানে থাকিবে, কিন্তু চরণদ্বয়কে চতুষ্পার্শ্বে ঘুরাইবেক। সমস্ত তন্ত্রে গোপিত এই বিপরীত করণমুদ্রা, কিন্তু কুম্ভকাভ্যাস দ্বারা বায়ুকে রোধ করিয়া মুদ্রা সাধন করিবেন॥ ৪৫॥ ইতি বিপরীত করণমুদ্রা॥ ৭॥

এতদ্যঃ কুরুতে নিত্যমভ্যাসং যামমাত্রকং।
মৃত্যুং জয়তি স যোগী প্রলয়েনাপি সীদতি॥ ৪৬॥

এই মুদ্রা প্রত্যহ এক প্রহরকাল মাত্র অভ্যাস করিলে, যোগী মৃত্যুকে জয় করে, মহাপ্রলয় হইলেও অবসন্ন হয় না॥ ৪৬॥

কুরুতেমৃতপানং যঃ সিদ্ধানাং সমতামিয়াৎ।
স সিদ্ধঃ সর্ব্বলোকেষু বন্ধমেনং করোতি যঃ॥ ৪৭॥
ইতি বিপরীতকরণমুদ্রায়াঃ ফলকথনং॥ ৭॥

আর যে সাধক স্বশরীরস্থ অমৃত পান করে, সে সাধক সমস্ত সিদ্ধগণের সমতাকে পায়। এবং সর্ব্বলোকেতে সিদ্ধ হয়, যে এই বন্ধের অনুষ্ঠান করে॥ ৪৭॥

ইতি বিপরীত করণমুদ্রার ফল কথন॥ ৭॥

নাভেরূর্দ্ধমধশ্চাপি তানং পশ্চিমমাচরেৎ।
উড্ডানো বন্ধ এষঃ স্যাৎ সর্ব্বদুঃখৌঘনাশনঃ।
উদরে পশ্চিমং তানং নাভেরূর্দ্ধন্তু কারয়েৎ।
উড্ডানাখোঽয়ং বন্ধো মৃত্যুমাতঙ্গকেশরী॥ ৪৮॥

ইতি উড্ডানবন্ধঃ॥ ৯॥

নাভির উর্দ্ধ এবং অধোভাগে ও পশ্চিম দ্বারকে একভাবে কুঞ্চিত করিবে, অর্থাৎ নাভির অধঃস্থিত নাড্যাদিকে কুম্ভক দ্বারা নাভির উর্দ্ধভাগে উত্তোলন করিবে, সমস্ত দুঃখসমূহনাশক, ইহার নাম উড্ডীয়ান বন্ধ। উদরের অধোভাগে স্থিত গুহ্যাদি যে সকল চক্রস্থ বিষয় নাভির উর্দ্ধ করণকে উড্ডীয়ান বলে, এই বন্ধ মৃত্যুরূপ হস্তীর উপর সিংহরূপ ক্ষমতা প্রকাশ করে॥ ৪৮॥

ইতি উড্ডানবন্ধঃ॥ ৮॥

নিত্যং যঃ কুরুতে যোগী চতুর্ব্বারং দিনে দিনে।
তস্য নাতেস্তু শুদ্ধিঃস্যাদ্যেন শুদ্ধোভবেন্মরুৎ॥ ৪৯॥

যে যোগী নিত্য প্রতিদিন চারিবার এই বন্ধের অভ্যাস করে, তাহার নাভি শুদ্ধি হয়, যদ্দ্বারা নির্ব্বিরোধে শরীরস্থ বায়ু শুদ্ধি হয়॥ ৪৯॥

ষণ্মাসমভ্যসন্ যোগী মৃত্যুং জয়তি নিশ্চিতং।
তস্যোদরাগ্নির্জ্বলতি রসবৃদ্ধিস্তু জায়তে॥ ৫০॥

ছয়মাস অভ্যাস করিলে যোগী মৃত্যুকে নিশ্চিত জয় করে, তাহার জঠরাগ্নির দীপ্তি হয় এবং আহারীয় দ্রব্য সুন্দর পরিপাক হইয়া শরীরপোষক রসের বৃদ্ধি হয়॥ ৫০॥

অনেন সুতরাং সিদ্ধির্ব্বিগ্রহস্য প্রজায়তে।
রোগাণাং সংক্ষয়শ্চাপি যোগিনো ভবতি ধ্রুবং॥ ৫১॥

সুতরাং এই বন্ধ দ্বারা সমস্ত শরীরে সিদ্ধি হয়, অর্থাৎ দুর্ব্বলতা আধি ব্যাধি প্রভৃতি হয় না এবং শরীর আপনার স্ববশে থাকে ॥ ৫১ ॥

গুরোলব্ধ্বা তু যত্নেন সাধয়েত্তু বিচক্ষণঃ।
নির্জ্জনে সুস্থিতে দেশে বন্ধং পরমদুর্ল্লভং ॥ ৫২ ॥
ইতি উড্ডানস্য ফলকথনং ॥ ৮ ॥

গুরুর নিকট হইতে সন্ধান লইয়া বিচক্ষণ সাধক যত্নপূর্ব্বক নির্জ্জনে বসিয়া এই পরম দুর্লভ বন্ধের সাধনা করিবেন ॥ ৫২ ॥

ইতি উড্ডানবন্ধের ফল কথন ॥ ৮ ॥

বজ্রোণীং কথয়িষ্যামি সংসারধ্বান্তনাশিনীং।
স্বভক্তেভ্যঃ সমাসেন গুহ্যাদ্গুহ্যতমামপি ॥ ৫৩ ॥

গোপন হইতেও গোপনতমা সংসারান্ধকার বিনাশিনী বজ্রোণিমুদ্রা। হে পার্ব্বতি! স্বভক্তদিগের প্রতি কৃপা করিয়া কহিতেছি ॥ ৫৩ ॥

স্বেচ্ছয়াবর্ত্তমানেপি যোগোক্ত নিয়মৈর্ব্বিনা।
মুক্তোভবেদ্গৃহস্থোঽপি বজ্রোণ্যভ্যাসযোগতঃ ॥ ৫৪ ॥

যোগোক্ত নিয়মাদিও যদি না করে, তথাপি স্বেচ্ছাপূর্ব্বক সাধনাতেই বর্ত্তমানা বস্থাতে সিদ্ধ হয়। বজ্রোণী মুদ্রাভ্যাসে গৃহস্থ ব্যক্তিও পরিমুক্ত হয় ॥ ৫৪ ॥

বজ্রোণ্যভ্যাসযোগোঽয়ং ভোগে যুক্তোঽপি মুক্তিদঃ।
তস্মাদতিপ্রযত্নেন কর্ত্তব্যো যোগিভিঃ সদা ॥ ৫৫ ॥

এই বজ্রোণীমুদ্রাভ্যাস যোগ, ভোগযুক্তব্যক্তিও যদি অনুষ্ঠান করে, তাহারও মুক্তিপ্রদ হয়। সেই কারণ অতি প্রযত্নদ্বারা যোগিদিগের অভ্যাসের সর্ব্বদাই কর্ত্তব্যতা ॥ ৫৫ ॥

আদৌ রজঃ স্ত্রিয়োযোন্যা যত্নেন বিধিবৎ সুধীঃ।
আকুঞ্চ্য লিঙ্গনালেন স্বশরীরে প্রবেশয়েৎ।

স্বকং বিন্দুঞ্চ সম্বন্ধ্য লিঙ্গচালনমাচরেৎ।
দৈবাচ্চলতি চেদূর্দ্ধে নিরুদ্ধো যোনিমুদ্রয়া।
বামভাগেঽপি তদ্বিন্দুং নীত্বা লিঙ্গং নিবারয়েৎ।
ক্ষণমাত্রং যোনিতো যঃ পুমাংশ্চালনমাচরেৎ।
গুরূপদেশতো যোগী হুংহুঙ্কারেণ যোনিতঃ।
অপানবায়ুমাকুঞ্চ্য বলাদাকৃষ্য তদ্রজঃ॥ ৫৬॥

অভ্যাসকালে প্রথমে যত্নপূর্ব্বক সুধী সাধক স্ত্রীযোনি হইতে রজকে আকর্ষণ করতঃ লিঙ্গনালদ্বারা স্বশরীরে প্রবেশ করাইবেন। আপনার বিন্দুকে বন্ধন করিয়া রাখিয়া যোনিকুহরে লিঙ্গচালনা করিবেন। যদি দৈবাৎ বিন্দুপ্রচলিত হয়, তবে যোনিমুদ্রাদ্বারা ঊর্দ্ধে রোধ করতঃ সেই বিন্দুকে বামভাগে ইড়া নাড়ীযোগে রাখিয়া, লিঙ্গ চালনার নিবারণ করিবেন। ক্ষণমাত্রকাল যোনি-হইতে নিবারণ করিয়া, সাধক হুংহুঙ্কারোচ্চারণ পূর্ব্বক যোনিতে লিঙ্গ চালনানুষ্ঠান করিবেন। রেত বিসর্গক অপান বায়ুকে আকুঞ্চিত করতঃ বলপূর্ব্বক রজ আকর্ষণ করিবেন॥ ৫৬॥

অনেন বিধিনা যোগী ক্ষিপ্রং যোগস্য সিদ্ধয়ে।
গব্যভুক্ কুরুতে যোগী গুরুপাদাব্জপূজকঃ॥ ৫৭॥

শীঘ্র যোগসিদ্ধির নিমিত্তে গুরুপাদপদ্মপূজক যোগী গব্যভুক্ হইয়া, অর্থাৎ সহস্রারগলিত সুধাপান করিয়া, এই বিধিদ্বারা মুদ্রাভ্যাস করিবেন। কিন্তু কুম্ভকাভ্যাসে বিস্মৃত হইবেন না॥ ৫৭॥

বিন্দুং বিধুময়ো জ্ঞেয়ো রজঃ সূর্য্যময় স্তথা।
উভয়োর্মেলনং কার্য্যং স্বশরীরে প্রযত্নতঃ॥ ৫৮॥

বিন্দু চন্দ্রময়, রজঃ সূর্য্যময় হয়। এই উভয়ের যত্নপূর্ব্বক মেলন আত্মশরীরে যোগীর সর্ব্বদা কর্ত্তব্য। অর্থাৎ শিবশক্তি সঙ্গমরূপ রাহুগ্রহণ তন্ত্রান্তরে ইহাকেই কহিয়াছেন॥ ৫৮॥

অহং বিন্দুরজঃশক্তিগুরুভরোর্মেলনং যদা।
যোগিনাং সাধনাবস্থা ভবেদ্দিব্যং বপুস্তদা॥ ৫৯॥

আমি বিন্দু, রজঃশক্তি এই জ্ঞান করিয়া, উভয়ের যখন মেলন হয়, তখন সাধনবান যোগিদিগের দেবতুল্য কান্তিবিশিষ্ট শরীর হয়। তন্ত্রান্তরে " বিন্দুরূপ শিবঃ সাক্ষান্নাদশক্তি সমন্বিত ইতি।" তদনুরূপ রজশক্তি, বিন্দুরূপ শিব, এই উভয়ের মেলন করিতে পারিলেই ব্রহ্মময় হয়, অর্থাৎ প্রকৃতি পুরুষাত্মক ব্রহ্ম আমি, ইত্যাকার জ্ঞান জন্মে, সেই জ্ঞানেই মোক্ষ, সুতরাং বেদে কুলসাধক শাণ্ডিল্য বিদ্যায় বামদেবকে ব্রহ্মজ্ঞানানুষ্ঠানকৃৎ বলিয়া উক্ত করিয়াছেন। " যথা। শক্তিসহায়ো জপেদিতি শ্রুতিঃ" ॥ ৫৯ ॥

মরণং বিন্দুপাতেন জীবনং বিন্দুধারণাৎ।
তস্মাদতিপ্রযত্নেন কুরুতে বিন্দুধারণং ॥ ৬০ ॥

বিন্দুপাত হইলেই মৃত্যু, বিন্দুধারণেই জীবিত থাকে। একারণ যত্নপূর্ব্বক যোগীরা বিন্দুধারণ করিয়া থাকেন ॥ ৬০ ॥

জায়তে ম্রিয়তে লোকা বিন্দুনা নাত্র সংশয়ঃ।
এতজ্জ্ঞাত্বা সদা যোগী বিন্দুধারণমাচরেৎ ॥ ৬১ ॥

বিন্দুকর্ত্তৃক জীবের উৎপত্তি ইহাতে সংশয় নাই। ইহা জানিয়া যোগিজনে নিয়ত বিন্দুধারণের অনুষ্ঠান করেন ॥ ৬১ ॥

সিদ্ধে বিন্দৌ মহাযত্নে কিং ন সিদ্ধ্যতি ভূতলে।
যস্য প্রসাদান্মহিমা মমাপ্যেতাদৃশীভবেৎ ॥ ৬২ ॥

যখন বিন্দু ধারণ করিবার ক্ষমতা জন্মে, তখন পৃথিবীতলে তাহা হইতেই কি সিদ্ধি না হয়? হে পার্ব্বতি! যে প্রভাবে ব্রহ্মাণ্ডোপরি আমার এতাদৃশী মহিমা হইয়াছে ॥ ৬২ ॥

বিন্দুকরোতি সর্ব্বেষাং সুখং দুঃখঞ্চ সংস্থিতঃ।
সংসারিণাং বিমূঢ়ানাং জরামরণশালিনাং।
অয়ং শুভকরো যোগোযোগিনামুত্তমোত্তমঃ ॥ ৬৩ ॥

জরামরণবিশিষ্ট বিমূঢ় সংসারি জীবের বিন্দুই সুখদুঃখের সংস্থিতি করে। সুতরাং যোগিদিগের পক্ষে উত্তম হইতে উত্তম এই যোগই শুভকর হয় ॥ ৬৩ ॥

অভ্যাসাৎ সিদ্ধিমাপ্নোতি ভোগে যুক্তোঽপি মানবঃ।
স কালে সাধিতার্থোঽপি সিদ্ধো ভবতি ভূতলে ॥ ৬৪ ॥

সর্ব্বভোগে যুক্ত হইলেও মানব এই যোগের অভ্যাসেতে সিদ্ধিলাভ করে। সেই যোগী সাধনফলে পৃথিবীতলে কালে সিদ্ধাবস্থা প্রাপ্ত হয় ॥ ৬৪ ॥

ভুক্তাভোগানশেষান্ বৈ যোগেনানেন নিশ্চিতং।
অনেন সকলা সিদ্ধি র্যোগিনাং ভবতি ধ্রুবং ॥ ৬৫ ॥

এই যোগদ্বারা অশেষ ভোগভুক্ত হইয়া সুখী হয় এবং ইহার দ্বারা নিশ্চিত যে সকল সিদ্ধি, যোগিদিগের বাঞ্ছিতা, তাহা লাভ হয় ॥ ৬৫ ॥

সুখভোগেন মহতা তস্মাদেনং সমভ্যসেৎ ॥ ৬৬ ॥

মহান্ সুখভোগের সহিত এই এই যোগসাধনা সম্পন্ন হয়, একারণ ইহার অভ্যাস যোগিপুরুষেরা করিয়া থাকেন ॥ ৬৬ ॥

সহজোন্যমরাণী চ বজ্রোণ্যাভেদতো ভবেৎ।
যেন কেন প্রকারেণ বিন্দুং যোগী প্রধারয়েৎ ॥ ৬৭ ॥

বজ্রোণীবন্ধের অপরা মূর্ত্তি সহজোনি ও অমরাণী সংজ্ঞা ধারণ করে। অতএব যে কোন প্রকার দ্বারা যোগিব্যক্তি সর্ব্বতোভাবে বিন্দুকে ধারণা করিবেক ॥ ৬৭ ॥

দৈবাচ্চলতি চেদ্বেগে মেলনং চন্দ্রসূর্য্যয়োঃ।
অমরাণিরিয়ং প্রোক্তা লিঙ্গনালেন শোষয়েৎ ॥ ৬৮ ॥

যদি বেগানুসারে বিন্দু দৈবাৎ প্রচলিত হয়,এবং চন্দ্র সূর্য্যের একত্র মেলন হয়, অর্থাৎ শোণিত শুক্র একত্র মিশ্রিত হয়, তবে তাহাকে অমরাণী মুদ্রা কহে, কিন্তু লিঙ্গনাল দ্বারা ঐ রজবিন্দুকে অভ্যাসবশে শোষণ করিবেন ॥ ৬৮ ॥

গতং বিন্দুং স্বকং যোগী বন্ধয়েৎ যোনিমুদ্রয়া।
সহজোনিরিয়ং প্রোক্তা সর্ব্বতন্ত্রেষু গোপিতা ॥ ৬৯ ॥

স্বকীয় গলিত বিন্দুকে যোগি পুরুষ যোনিমুদ্রাবন্ধ দ্বারা বন্ধ করিয়া রাখিবে, ইহার নাম সহজোনিমুদ্রা, অতি গোপনীয়া, সমস্ত তন্ত্রে উক্ত করিয়াছেন ॥ ৬৯ ॥

সংজ্ঞাভেদাদ্ভবেদ্ভেদঃ কার্য্যং তুল্যগতির্যদি।
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন সাধ্যতে যোগিভিঃ সদা ॥ ৭০ ॥

কার্য্যে সমানগতি যদিও হয়, তথাপি সংজ্ঞাভেদে মুদ্রাদ্বয়ের ভেদ স্বীকার করিয়াছেন। একারণ সমস্তপ্রকার যত্নদ্বারা সদা যোগিদিগের এই দুই মুদ্রা সাধনীয়া ॥ ৭০ ॥

অয়ং যোগো ময়া প্রোক্তো ভক্তানাং স্নেহতঃ প্রিয়ে।
গোপনীয়ং প্রযত্নেন ন দেয়ো যস্য কস্যচিৎ ॥ ৭১ ॥

হে প্রিয়ে! ভক্তদিগের প্রতি স্নেহ প্রযুক্ত এই যোগ আমা কর্ত্তৃক প্রকৃষ্ট রূপে উক্ত হইল, অতএব যাহাকে তাহাকে কহিবে না, অতি যত্নপূর্ব্বক গোপন করিয়া রাখিবে ॥ ৭১ ॥

এতদ্গুহ্যতমং গুহ্যং ন ভূতং ন ভবিষ্যতি।
তস্মাদতিপ্রযত্নেন গোপনীয়ং সদা বুধৈঃ ॥ ৭২ ॥

ইহা হইতে গোপনীয় ও গুহ্যতম হয় না হইবেক না। সেই হেতু সুপণ্ডিত সাধকদিগের কর্ত্তৃক অতি প্রযত্নদ্বারা সর্ব্বদা গোপনীয় হয় ॥ ৭২ ॥

স্বমূত্রোৎসর্গকালে যো বলাদাকৃষ্য বায়ুনা।
স্তোকং স্তোকং ত্যজেন্মূত্রমূর্দ্ধমাকৃষ্য তৎপুনঃ ॥
গুরূপদিষ্টমার্গেণ প্রত্যহং যঃ সমাচরেৎ।
বিন্দুসিদ্ধির্ভবেত্তস্য মহাসিদ্ধিপ্রদায়িকা ॥ ৭৩ ॥

আপনার মূত্রোৎসর্গকালে বলপূর্ব্বক বায়ুদ্বারা যে ব্যক্তি মূত্রবেগকে আকর্ষণ করতঃ অল্প অল্প মূত্র ত্যাগ করে, এবং প্রভূত মূত্রকে পুনর্ব্বার আকর্ষণদ্বারা ঊর্দ্ধে লইতে পারে, গুরু যে পথ উপদেশ করিয়াছেন সেই পথে আরোহণ করতঃ যে নিত্যহ ইহার অভ্যাস করে, সমস্ত প্রকার মহাসিদ্ধিপ্রদায়িনী বিন্দুসিদ্ধি সেই সাধকেরই হয় ॥ ৭৩ ॥

যথাসমভ্যসেদ্যোবৈ প্রত্যহং গুরুশিক্ষয়া।
শতাঙ্গনোপভোগেঽপি তস্য বিন্দুর্ন নশ্যতি ॥ ৭৪ ॥

সিদ্ধে বিন্দৌ মহাযত্নে কিং ন সিদ্ধ্যতি পার্ব্বতি।
ঈশত্বং যৎপ্রসাদেন মমাপি দুর্লভো ভবেৎ ॥ ৭৫ ॥
ইতি বজ্রোণীবন্ধস্য ফলকথনং ॥ ৯ ॥

যথাবিধানে গুরুশিক্ষা দ্বারা প্রত্যহ এরূপ যোগের অভ্যাস যে করে, একশত বরাঙ্গনাকে উপভোগ করিলেও তাহার বিন্দুক্ষতি হয় না। হে পার্ব্বতি! যত্নদ্বারা বিন্দুসিদ্ধি হইলে আর কোন্ সিদ্ধি না হয়? সুদুর্লভা আমার ঈশ্বরতা, ঐ বিন্দু-সিদ্ধি প্রসাদেই হইয়াছে ॥ ৭৫ ॥

এই বজ্রোণীবন্ধনের ফল কথন ॥ ৯ ॥

আধারকমলে সুপ্তা চালয়েৎ কুণ্ডলীং দৃঢ়াং।
অপানবায়ুমারুহ্য বলাদাকৃষ্য বুদ্ধিমান্।
শক্তিচালন মুদ্রেয়ং সর্ব্বশক্তিপ্রদায়িনী ॥ ৭৬ ॥
ইতি শক্তিচালনং ॥ ১০ ॥

মূলাধারপদ্মে প্রসুপ্তা সুদৃঢ়া কুণ্ডলী শক্তিকে, বুদ্ধিমান্ সাধক অপান বায়ুতে আরোহণ করাইয়া বলপূর্ব্বক আকর্ষণ করতঃ চালনা করিবেন। সর্ব্বশক্তিপ্রদা য়িনী শক্তিচালন মুদ্রা ইহাকে কহে ॥ ৭৬ ॥

ইতি শক্তিচালনমুদ্রা ॥ ১০ ॥

শক্তিচালনমেনং হি প্রত্যহং যঃ সমাচরেৎ।
আয়ুর্বৃদ্ধির্ভবেত্তস্য রোগাণাঞ্চ বিনাশনং ॥ ৭৭ ॥

এই শক্তিচালন যোগের অভ্যাস প্রত্যহ যে ব্যক্তি করে, তাহার সমস্ত রোগ বিনাশ হয় এবং পরমায়ুর বৃদ্ধি হয় ॥ ৭৭ ॥

বিহায় নিদ্রাং ভুজগী স্বয়মূর্দ্ধে ভবেৎ খলু।
তস্মাদভ্যাসনং কার্য্যং যোগিনা সিদ্ধিমিচ্ছতা ॥ ৭৮ ॥

ঐ সর্পাকারা শক্তি নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া স্বয়ং আপনি পরমশিবান্বেষণার্থ ঊর্দ্ধগামিনী নিশ্চিত হন। সেই হেতু সিদ্ধীচ্ছু যোগিদিগের এতদ্যোগের অভ্যাস করা কর্ত্তব্য ॥ ৭৮ ॥

যঃ করোতি সদাভ্যাসং শক্তিচালনমুত্তমং।
যেন বিগ্রহসিদ্ধিস্যাদনিমাদি গুণপ্রদা।
গুরূপদেশবিধিনা তস্য মৃত্যুভয়ং কুতঃ ॥ ৭৯ ॥

যে ব্যক্তি সর্ব্বোত্তম শক্তিচালন যোগের সর্ব্বদা অভ্যাস করে। যদ্দ্বারা অনি-াদি গুণপ্রদায়িনী বিগ্রহ সিদ্ধি হয়। গুরূপদেশবিধিদ্বারা যে ব্যক্তি শক্তিচালনা-্যাস করে, তাহার কথঞ্চিৎ মৃত্যুভয় থাকে না ॥ ৭৯ ॥

মুহূর্ত্তদ্বয়পর্য্যন্ত বিধিনা শক্তিচালনং।
যঃ করোতি প্রযত্নেন তস্য সিদ্ধিরদূরতঃ।
যুক্তাসনেন কর্ত্তব্যং যোগিভিঃ শক্তিচালনং ॥ ৮০ ॥

যে ব্যক্তি যত্নদ্বারা মুহূর্ত্তদ্বয় কাল পর্য্যন্ত বিধি পূর্ব্বক শক্তিচালনাভ্যাসে রত য়, তাহার নিকটেই সকল সিদ্ধি অবস্থিতি করে। যোগাসন দ্বারাই যোগিদিগের শক্তি চালন করা কর্ত্তব্য হয় ॥ ৮০ ॥

এতত্ত্রমুদ্রাদশকং ন ভূতং ন ভবিষ্যতি।
একৈকাভ্যাসনে সিদ্ধিঃ সিদ্ধোভবতি নান্যথা ॥ ৮১ ॥
ইতি শক্তিচালনস্য ফলকথনং ॥ ১০ ॥

হয় না হইবার নহে, এই দশমুদ্রা তোমাকে কহিলাম। ইহার একের অভ্যা-সেই সিদ্ধি হয় এবং সাধকও সিদ্ধ হয়, তাহার অন্যথা নাই ॥ ৮১ ॥

ইতি শক্তিচালনের ফল কথন।

ইতি শ্রীশিবসংহিতায়াং যোগশাস্ত্রে মুদ্রাকথনে
চতুর্থ পটলঃ ॥ ৪ ॥

পঞ্চম পটলারম্ভঃ।

শ্রীদেব্যুবাচ।

ব্রূহি মে বাক্যমীশান পরমার্থধিয়ং প্রতি।
যে বিঘ্নাঃ সন্তি চেদ্দেব বদ মে প্রিয়শঙ্কর ॥ ১ ॥

শ্রীপার্ব্বতী মহাদেবকে কহিতেছেন, হে ঈশান! হে দেব! হে প্রিয় শঙ্কর! এই যোগ সাধনে যে সকল বিঘ্ন আছে, তাহা পরমার্থবুদ্ধি ব্যক্তিদিগের প্রতি কৃপা করিয়া কহ ॥ ১ ॥

শ্রীঈশ্বর উবাচ।

শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি যথা বিঘ্নাঃ স্থিতাঃ সদা।
মুক্তি প্রতিনরানাঞ্চ ভোগঃ পরমবন্ধনঃ ॥ ২ ॥

পার্ব্বতীর প্রশ্নে মহাদেব উত্তর করিতেছেন, হে দেবি! যোগপ্রতিবন্ধক বিঘ্ন যে সকল আছে, তাহা বলি শ্রবণ করহ। মনুষ্যদিগের মুক্তি প্রতিভোগই প্রথম পরম বন্ধন হয় ॥ ২ ॥

নারীশয্যাসনং বস্ত্রং ধনমস্য বিড়ম্বনং।
তাম্বূলভক্ষজানানি রাজৈশ্বর্য্যবিভূতয়ঃ।
হেমং রূপ্যং তথা তাম্রং রত্নঞ্চাগুরুধেনবঃ।
পাণ্ডিত্যং বেদশাস্ত্রাণি নৃত্যং গীতং বিভূষণং ॥
বংশীবীণা মৃদঙ্গাশ্চ গজেন্দ্রশ্চাশ্ববাহনং।
দারাপত্যানি বিষয়া বিঘ্না এতে প্রকীর্ত্তিতাঃ।
ভোগরূপা ইমে বিঘ্না ধর্ম্মরূপানিমান্ শৃণু ॥ ৩ ॥

স্ত্রীসম্ভোগ, অপূর্ব্বশয্যা ও মনোরম বস্ত্র এবং ধনসম্পত্তি মুক্তিবিষয়ে বিড়ম্বনার নিমিত্ত হয়। এবং তাম্বূলাদিভক্ষণ, রথ শকট শিবিকাদি আরোহণ, রাজ্যৈশ্বর্য্য আর নানাবিধ ঐশ্বর্য্য মুক্তির প্রতিবন্ধক হয়। স্বর্ণ রৌপ্য তাম্র এবং হীরক প্রবালাদি রত্ন সকল, অগুরু প্রভৃতি গন্ধদ্রব্য, গোধনাদি, অপর বেদশাস্ত্রাদিতে পাণ্ডিত্য প্রকাশন, নৃত্য গীত ও নানাবিধ ভূষণ সামগ্রী সেবন। বীণা বেণু মৃদঙ্গাদি যন্ত্র বাদন ও তন্ত্রবণাদিতে আগ্রহতা, হস্ত্যশ্বাদি বাহনযুক্ত এবং স্ত্রীপুত্রাদি বিষয়

সকল, ইহাতে ভোগরূপে বিঘ্ন হইয়াছে। অতএব ভোগরূপ এই সকল বিঘ্ন কথিত হইল। অতঃপর ধর্ম্মরূপ যে সকল বিঘ্ন আছে তাহা শ্রবণ করহ ॥ ৩ ॥

স্নানং পূজা তিথির্হোমং তথামোক্ষময়ীস্থিতিঃ।
ব্রতোপবাসনিয়মা মৌনমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
ধ্যেয় ধ্যান তথা মন্ত্রদানং খ্যাতির্দ্দিশাসু চ।
বাপীকূপতড়াগাদি প্রাসাদারামকল্পনা।
যজ্ঞং চান্দ্রায়ণং কৃচ্ছ্রং তীর্থানি বিষয়াণি চ।
দৃশ্যতে চ ইমা বিঘ্না ধর্ম্মরূপেণ সংস্থিতাঃ ॥ ৪ ॥
ইতি ধর্ম্মরূপ যোগবিঘ্নকথনং ॥ ২ ॥

ব্রত নিয়ম উপবাস, মৌন, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, আর ধ্যেয় ও কোন রূপের ধ্যান মন্ত্রাদি জপ, দান, সর্ব্বত্র যশকীর্ত্তি প্রকাশ, বাপী, কূপ, তড়াগাদি ও উদ্যানাদি নির্ম্মাণ, অট্টালিকাদি দেবমন্দির প্রতিষ্ঠা, যজ্ঞাদি কর্ম্ম, পাপক্ষয়ার্থ কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়ণাদি ব্রত, প্রায়শ্চিত্ত করণ ও তীর্থপর্য্যটন, বিষয়কর্ম্মাদির রক্ষণাবেক্ষণ ইত্যাদি মহাবিঘ্ন সকল যোগিদিগের পক্ষে ধর্ম্মরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে অর্থাৎ এ সকল কর্ম্ম অকরণীয় নহে, চিত্তশুদ্ধির কারণ, যাহাদিগের চিত্ত শুদ্ধ হয় নাই, নিরন্তর সংসারধর্ম্মে লিপ্ত আছে, যোগানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত নহে, তাহারা চিত্তশুদ্ধির নিমিত্ত এই সকল কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে, যোগীর পক্ষে নহে ॥ ৪ ॥

ইতি ধর্ম্মরূপ যোগবিঘ্ন কথন ॥ ২ ॥

যত্তু বিঘ্নং ভবেজ্জ্ঞানং কথয়ামি বরাননে।
গোমুখোদ্বাসনং কৃত্বা ধৌতী প্রক্ষালনং বসেৎ।
নাড়ীসঞ্চারবিজ্ঞানং প্রত্যাহারবিবোধনং।
কুক্ষিসঞ্চালনং ক্ষিপ্রং প্রবেশ ইন্দ্রিয়াধ্বনা।
নাড়ীকর্ম্মাণি কল্যাণি ভোজনং শ্রুয়তাং মম ॥ ৫ ॥

হে বরমুখি পার্ব্বতি! অতঃপর জ্ঞানরূপ যে সকল বিঘ্ন তাহা কহি শ্রবণ করহ। জপাবরক গোমুখের বিসর্জ্জন করতঃ ধৌতিযোগে অন্তঃপ্রক্ষালনার্থে উপবিষ্ট হয়। নাড়ী সকলের সঞ্চরণ কি রূপে হয় তদনুসন্ধান করণ, নাসাশাস্ত্র

বিচার করণ, প্রত্যাহারোপায় করণ, চৈতন্যের উদ্দীপনার্থ কুণ্ডলীবোধন চেষ্টা করণ, উদর সঞ্চালন, শীঘ্র ইন্দ্রিয়পথে প্রবিষ্ট হইবার উপায় করণ, ও নাড়ীশুদ্ধির কারণ পথ্যাপথ্য বিচার করণ, হে কল্যাণি! তন্নিমিত্ত যে সকল দ্রব্য ভোজন করিবে, তাহা কহি, আমার নিকট শ্রবণ করহ ॥ ৫ ॥

নবং ধাতুরসং ছিন্দি শুণ্ঠিকা স্তাড়য়েৎ পুনঃ।
এককালং সমাধি স্যাল্লিঙ্গভূতমিদং শৃণু ॥ ৬ ॥

নূতন সরস বস্তুর পরিগ্রহণ, শুণ্ঠীচূর্ণ আহার করণ, যাহাতে এককালে সমাধি হয়, তাহার চিহ্ন শ্রবণ করহ ॥ ৬ ॥

সঙ্গমং গচ্ছ সাধূনাং সঙ্কোচ ভজ দুর্জ্জনাৎ।
প্রবেশ নির্গমে বায়ো গুরুলক্ষ বিলোকয়েৎ ॥ ৭ ॥

সাধুদিগের সঙ্গ করণার্থ চেষ্টা করণ, দুর্জ্জনের সংসর্গ ত্যাগোপায় করিবার জন্য ব্যগ্রতা প্রকাশ, নিশ্বাসের প্রবেশে ও বহির্নির্গমকালে গুরু লঘুর অবলোকনার্থ সংখ্যাকরণ ॥ ৭ ॥

পিণ্ডস্থং রূপসংস্থঞ্চ রূপস্থং রূপবর্জ্জিতম্।
ব্রহ্মৈতস্মিন্মতাবস্থা হৃদয়ঞ্চ প্রশাম্যতি।
ইত্যেতে কথিতা বিঘ্না জ্ঞানরূপে ব্যবস্থিতাঃ ॥ ৮ ॥
ইতি জ্ঞানরূপকথনং ॥ ৩ ॥

দেহস্থ রূপ সংস্কার, কিম্বা রূপসত্ত্বে রূপ বর্জ্জিতবৎ ব্যবহার করণ, এবং জগৎব্রহ্ম, এতন্মতাবলম্বনে চিত্তের একাগ্রতা সাধন, ইত্যাদি বিঘ্ন সকল যোগীর পক্ষে জ্ঞানরূপে অবস্থিতি করিতেছে, অর্থাৎ এ রূপ জ্ঞানচেষ্টা যে করে, তাহার কোন কালেই যোগাভ্যাস হইতে পারে না, যোগাভ্যাস ব্যতীতও পরিশুদ্ধ জ্ঞান জন্মে না ॥ ৮ ॥

ইতি জ্ঞানরূপ বিঘ্ন কথন ॥ ৩ ॥

মন্ত্রযোগো হঠশ্চৈব লয়যোগ স্তৃতীয়কঃ।
চতুর্থো রাজযোগঃস্যাৎ সদ্বিধাভাববর্জ্জিতঃ ॥ ৯ ॥

মন্ত্রযোগ, হটযোগ, লয়যোগ, রাজযোগ এই চতুর্ব্বিধ প্রকার যোগ। তন্মধ্যে দ্বৈতভাব বর্জ্জিত রাজযোগ হয়, সে যোগকে যে সে অধিকার করিতে পারে না ॥ ৯ ॥

চতুর্ধা সাধকো জ্ঞেয়ো মৃদুমধ্যাধিমাত্রকঃ।
অধিমাত্রতমঃ শ্রেষ্ঠো ভবাব্ধৌ লঙ্ঘনক্ষমঃ ॥ ১০ ॥

এই চারি যোগ সাধক ও চারি প্রকার মৃদুসাধক, মধ্যসাধক, অধিমাত্র সাধক, অধিমাত্রতম সাধক। সর্ব্বাপেক্ষা অধিমাত্রতম সাধক শ্রেষ্ঠ, সেই সাধকই জন্ম-রূপ মহাসমুদ্র লঙ্ঘন করিতে সক্ষম হয় ॥ ১০ ॥

মন্দোৎসাহী সুসংমূঢ়ো ব্যাধিস্থো গুরুদূষকঃ।
লোভীপাপমতিশ্চৈব বহ্বাশী বনিতাশ্রয়ঃ ॥
চপলঃ কাতরো রোগী পরাধীনোতিনিষ্ঠুরঃ।
মন্দাচারো মন্দবীর্য্যো জ্ঞাতব্যো মৃদুমানবঃ।
দ্বাদশাব্দে ভবেৎ সিদ্ধিরেতস্য যত্নতঃ পরং।
মন্ত্রযোগাধিকারী স জ্ঞাতব্যো গুরুণা ধ্রুবং ॥ ১১ ॥
ইতি মৃদুসাধকলক্ষণং ॥ ১ ॥

অল্প উৎসাহযুক্ত, মুগ্ধচিত্ত, ব্যাধিত অর্থাৎ কুষ্ঠীরোগযুক্ত, গুরূপদেশাতিক্রান্ত, লোভী, দুষ্টকর্ম্মরত, অনেক আহারী, স্ত্রী সমাশ্রিত, চঞ্চলচিত্ত, সর্ব্বদা কাতর অর্থাৎ অসহিষ্ণুতা, পরাধীন, রোগী, অতি নির্দ্দয়, কুৎসিতাচারী, অল্পবীর্য্য, ইহার নাম মৃদুমানব। এ ব্যক্তি যদি সাধনা করিতে ইচ্ছা করে, তবে প্রথমতঃ ইহার মন্ত্রযোগ অভ্যাস করা কর্ত্তব্য। কেননা এ ব্যক্তি মন্ত্রযোগেরই অধিকারী হয়, যত্নপূর্ব্বক মন্ত্রযোগাভ্যাসে রত হইলে পর দ্বাদশবৎসরে ইহার সিদ্ধি হইবে। অর্থাৎ চিত্তশুদ্ধি হইলে হটযোগের অধিকারী হয় ॥ ১১ ॥
ইতি মৃদুসাধক লক্ষণ ॥ ১ ॥

সমবুদ্ধিঃ ক্ষমাযুক্তঃ পুণ্যাকাঙ্ক্ষী প্রিয়ম্বদঃ।
মধ্যস্থঃ সর্ব্বকার্য্যেষু সামান্যঃ স্যান্নসংশয়ঃ।

এতজ্জ্ঞাত্বৈব গুরুভি র্দীয়তে মুক্তিতোলয়ঃ ॥ ১২ ॥
ইতি মধ্যসাধকলক্ষণং ॥ ২ ॥

সমবুদ্ধি অর্থাৎ সর্ব্বত্রে সমতা জ্ঞান, ক্ষমাশীল, পুণ্যকর্ম্মাভিলাষী, প্রিয়বাদী, সর্ব্ব কার্য্যের মধ্যেই অবস্থিতি করে, সামান্য গণ্য অসংশয় চিত্ত, ইহার নাম মধ্যম ব্যক্তি। ইহার স্বভাব জ্ঞাত হইয়া গুরুগণেরা ইহাকে হটযোগের উপদেশ করিবেন। কালে মুক্তির নিমিত্ত এ সাধকও লয়যোগের অধিকারী হয়। ইহার চিত্তশুদ্ধি দ্বাদশ বৎসরে হইতে পারে ॥ ১২ ॥

ইতি মধ্যসাধক লক্ষণ ॥ ২ ॥

স্থিরবুদ্ধির্লয়ে যুক্তঃ স্বাধীনো বীর্য্যবানপি।
মহাশয়ো দয়াযুক্তঃ ক্ষমাবান্ সত্যবানপি।
শূরোলয়স্য শ্রদ্ধাবান্ গুরুপাদাব্জপূজকঃ।
যোগাভ্যাসরতশ্চৈব জ্ঞাতব্যশ্চাধিমাত্রকঃ।
এতস্য সিদ্ধিঃ ষড়বর্ষৈর্ভবেদভ্যাসযোগতঃ।
এতস্মৈ দীয়তে ধীরো হটযোগশ্চ সাঙ্গকঃ ॥ ১৩ ॥
ইতি অধিমাত্র সাধকলক্ষণং ॥ ৩ ॥

স্থিরবুদ্ধি, লয়যোগযুক্ত অর্থাৎ সমাধি যোগক্ষম, অপরাধীন, বীর্য্যবিশিষ্ট, মহা আশয়ান্বিত, সর্ব্ব জীবে দয়াবান্, ক্ষমাগুণবিশিষ্ট, সত্যবাদী, শূরতাযুক্ত, সমাধিতে বিশ্বাসযুক্ত, গুরুপাদপদ্মপূজক এবং যোগাভ্যাসে রত, ইহার নাম অধিমাত্রক সাধক, অভ্যাসযোগে ইহার সিদ্ধি ছয় বৎসরে হয়, অর্থাৎ এই সাধক রাজযোগাধিকারী হয়। গুরু এমত সাধককে সমস্ত অঙ্গের সহিত হটযোগ প্রদান করিবেন, অর্থাৎ হটযোগের শ্রেষ্ঠ রাজযোগ উপদেশ করিবেন ॥ ১৩ ॥

ইতি অধিমাত্র সাধক লক্ষণ ॥ ৩ ॥

মহাবীর্য্যান্বিতোৎসাহী মনোজ্ঞঃ শৌর্য্যবানপি।
শাস্ত্রজ্ঞোঽভ্যাসশীলশ্চ নির্ম্মোহশ্চ নিরাকুলঃ।
নবযৌবনসম্পন্নো মিতাহারী জিতেন্দ্রিয়ঃ।
নির্ভয়শ্চ শুচির্দ্দক্ষো দাতা সর্ব্বজনাশ্রয়ঃ।

অধিকারী স্থিরো ধীমান্ যথেচ্ছাবস্থিতঃ ক্ষমী।
সুশীলো ধর্ম্মচারী চ গুপ্তচেষ্টঃ প্রিয়ম্বদঃ।
শান্তো বিশ্বাসসম্পন্নো দেবতা গুরুপূজকঃ।
জনসঙ্গবিরক্তশ্চ মহাব্যাধিবিবর্জ্জিতঃ।
অঘিমান ব্রতজ্ঞশ্চ সর্ব্বযোগস্য সাধকঃ।
এভিঃ সম্বৎসরৈঃ সিদ্ধিরেতস্য নাত্রসংশয়ঃ।
সর্ব্বযোগাধিকারী স নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥ ১৪ ॥

ইতি অধিমাত্রতম সাধকলক্ষণং ॥ ৪ ॥

মহাবীর্য্যবান্, উৎসাহযুক্ত, মনোহর কলেবর, শূরতাবিশিষ্ট, শাস্ত্রজ্ঞ, অভ্যাসশীল অর্থাৎ শ্রুতিধর, মোহশূন্য, আকুলতা রহিত, নবীনযৌবনসম্পন্ন, পরিমিত আহারী, জিতেন্দ্রিয়, ভয়শূন্য, শৌচাচারবিশিষ্ট, নৈপুণ্য, দানশীল, শরণাগতপালক, স্থির, বুদ্ধিমান, যথেচ্ছাচারস্থিত অর্থাৎ সন্তোষযুক্ত, ক্ষমাবান্, সুস্বভাবযুক্ত, ধর্ম্মাচরণশীল, গুপ্তচেষ্ট অর্থাৎ সকল কর্ম্মই গোপনে করে, প্রিয়বাদী অথচ সত্য কহে, শান্ত, শ্রদ্ধাবান্, দেবতা ও গুরুপূজক, জনসঙ্গবিরত, মহাব্যাধিবর্জ্জিত, অস্খলিতরূপে ব্রত সম্পাদক, ইহার নাম অধিমাত্রতম সাধক। এই ব্যক্তি সর্ব্বযোগে অধিকারী হয়, অর্থাৎ রাজযোগ সাধক হয়, ইহার তিন বৎসরে সিদ্ধি, অর্থাৎ রাজযোগানন্তর জ্ঞানযোগে অধিকার হয়। ইহাকে সর্ব্ব যোগাধিকারী জানিয়া গুরু সমস্ত যোগোপদেশ করিবেন, তাহাতে কোন বিচার করিবেন না ॥ ১৪ ॥

ইতি অধিমাত্রতম সাধক লক্ষণ ॥ ৪ ॥

প্রতীকোপাসনাকার্য্যা দৃষ্টাদৃষ্টফলপ্রদা।
পুনাতিদর্শনাদত্র নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥ ১৫ ॥

অনন্তর প্রতীকোপাসনা করা কর্ত্তব্য, তাহার আর বিচার নাই। সেই প্রতীকোপাসনা দৃষ্ট ও অদৃষ্ট ফলপ্রদায়িনী। প্রতীক সাধকের দর্শনে লোক পবিত্র হয় ॥ ১৫ ॥

গাঢ়াতপে স্বপ্রতিবিম্বমৈশ্বরং নিরীক্ষ্যনিষ্কলিত লোচনদ্বয়ং।
যদা নভঃ পশ্যতি স্বপ্রতীকঃ নভোঙ্গনে তৎক্ষণমেব পশ্যতি ॥ ১৬

প্রগাঢ় রৌদ্রে আকাশমণ্ডলে ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব দর্শন করিয়াও তাহার চক্ষু ব্যাকুলিত হয় না, অর্থাৎ এক দৃষ্টে সূর্য্য দর্শন করিবার যোগ্যতা হয়। যখন তাহাতে চক্ষুর কোন হানি না হয়, তখন আপনারও ঐশ্বরপ্রতিবিম্ব আকাশতলে দেখিতে পায়। আদৌ যখন স্বপ্রতিবিম্বিত নভোমণ্ডলকে দেখে, তখন সেই আকাশমণ্ডলে ঈশ্বরের প্রতিবিম্বও ক্ষণকালমাত্র দর্শন হয়। অর্থাৎ প্রতিবিম্বের নাম প্রতীক, রাজযোগেও এই প্রতীকোপাসনা কিন্তু কুম্ভাবলম্বন ব্যতীত সিদ্ধি হয় না। ইহার অভ্যাস অল্পে অল্পে করিবে, এককালে সাহস করিলে চক্ষুর সত্তা যায়, তাহাতে নানা রোগ উৎপত্তি হয়॥ ১৬॥

প্রত্যহং পশ্যতে যো বৈ স্বপ্রতীকং নভোঙ্গনে।
আয়ুর্ব্বৃদ্ধি র্ভবেত্তস্য ন মৃত্যুঃ স্যাৎ কদাচন॥ ১৭॥

যে ব্যক্তি প্রত্যহ একবার স্বপ্রতীত আকাশমণ্ডলে দর্শন করে, তাহার পরমায়ুঃ বৃদ্ধি হয়, কদাপি সে সাধকের মৃত্যু হয় না॥ ১৭॥

যদা পশ্যতি সংপূর্ণং স্বপ্রতীকং নভোঙ্গনে।
তদা জয় মবাপ্নোতি বায়ুং নির্জ্জিত্য সঞ্চরেৎ॥ ১৮॥

যখন সাধকের সংপূর্ণ দিবসের মধ্যে গগণতলে সর্ব্বক্ষণ স্বপ্রতীক দর্শন হয়, তখন তাহার সমস্ত প্রকার জয় লাভ হয় এবং বায়ুকে জয় করিয়া আত্মবশে বিচরণ করিবার ক্ষমতা পায়॥ ১৮॥

যঃ করোতি সদাভ্যাসং চাত্মানং বন্দিতে পরং।
পূর্ণানন্দৈক পুরুষঃ স্বপ্রতীকঃ প্রসাদতঃ॥ ১৯॥

যে ব্যক্তি সর্ব্বদা রাজযোগ ও স্বপ্রতীকোপাসনার অভ্যাস করে, সে পরমাত্মাকে লাভ করে। অর্থাৎ পরিপূর্ণ আনন্দস্বরূপ, এক স্বপ্রতীক পরম পুরুষকে লাভ করে, সেই স্বপ্রতীক পরমাত্মার প্রসাদে সাধকও তৎস্বরূপ হয়॥ ১৯॥

যাত্রাকালে বিবাহে চ শুভে কর্ম্মণি সঙ্কটে।
পাপক্ষয়ে পুণ্যবৃদ্ধৌ প্রতীকোপাসনঞ্চরেৎ॥ ২০॥

যাত্রাকালে এবং বিবাহকালে ও শুভকর্ম্মানুষ্ঠান করণ সময়ে, কি সঙ্কটাপন্ন সময়ে ও পাপক্ষয়ার্থ প্রায়শ্চিত্ত সময়ে, পুণ্যবৃদ্ধ্যর্থে প্রতীকোপাসনা করিবে।

শ্রুতিতেও প্রতীক অর্থাৎ প্রতিবিম্ব উপাসনার অনুশাসন কহিয়াছেন। যথা,—"অক্ষিণী সূর্য্যমণ্ডলে হৃদ্দহরে আত্মা উপাস্ত" সূর্য্যমণ্ডলে চক্ষুতে ও হৃদয়াকাশে আত্মার প্রতিবিম্ব আছে, তাঁহার উপাসনা করিবে॥ ২০॥

নিরন্তরং কৃতাভ্যাসাদন্তরে পশ্যতি ধ্রুবং।
অতোমুক্তিমবাপ্নোতি যোগী নিয়তমানসঃ॥ ২১॥

এই প্রতীকোপাসনা নিরন্তর অভ্যাস করিলে, সাধক হৃদয় মধ্যে নিশ্চিত সপ্রতীক দর্শন করে। অনন্তর নিয়তমানস যোগী, তাহাতেই মুক্তিলাভ করে অর্থাৎ ইচ্ছামৃত্যু যোগী জীবন্মুক্ত হইলে, সদেহ ত্রিলোকে সদানন্দে ভ্রমণ করে। যখন শরীর ত্যাগের ইচ্ছা হয়, তখন কলেবরোপন্যাস করতঃ পরমাত্মাতে লয় হইয়া যায়॥ ২১॥

অঙ্গুষ্ঠাভ্যামুভে নেত্রে তর্জ্জনীভ্যাং দ্বিলোচনে।
নাসারন্ধ্রে চ মধ্যাভ্যাং অনামাভ্যাং মুখে দৃঢ়ং।
নিরুদ্ধং মরুতং যোগী যদেবং কুরুতে ভৃশং।
তদা লক্ষণমাত্মানং জ্যোতীরূপং প্রপশ্যতি॥ ২২॥

অতঃপর প্রতীকানুষ্ঠানানন্তর রাজযোগ কহিতেছেন। অঙ্গুষ্ঠদ্বয় দ্বারা কর্ণদ্বয়, তর্জ্জনীদ্বয় দ্বারা নেত্রদ্বয়, মধ্যমাঙ্গুলিদ্বয় দ্বারা বদন দৃঢ় ধারণ করিয়া, কুম্ভকে বায়ুকে রোধ করতঃ যোগি পুরুষ যখন গাঢ়রূপে এমত যোগের অভ্যাস করিতে পারে, তখন আপনাকে জ্যোতিরূপ লক্ষণ দেখিতে পায়॥ ২২॥

যত্তেজোদৃশ্যতে যেন ক্ষণমাত্রং নিরাবিলং।
সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তঃ স যাতি পরমাং গতিং॥ ২৩॥

যে সাধক ক্ষণমাত্র নিরোধাভাব স্বচ্ছ বিয়ৎ স্বরূপ তেজোময় দর্শন করে, সেই সাধক সর্ব্বপাপে বিমুক্ত হইয়া পরম পদে গত হয়॥ ২৩॥

নিরন্তরকৃতাভ্যাসাৎ যোগী বিগতকল্মষঃ।
সর্ব্বদেহাদি বিস্মৃত্য তদভিন্ন স্বয়ং ভবেৎ॥ ২৪॥

নিরন্তর যে যোগী, পরিশুদ্ধ চিত্তে এ যোগের অভ্যাস করে। সে সাধক দেহধর্ম্মে লিপ্ত না হইয়া আত্মাতে অভিন্ন হয়, অর্থাৎ সে আপনি স্বয়ং আত্মাই হয় ॥ ২৪ ॥

যঃ করোতি সদাভ্যাসং গুপ্তাচারেণ মানবঃ।
সবৈ ব্রহ্মবিলীনঃস্যাৎ পাপকর্ম্মরতো যদি ॥ ২৫ ॥

যে ব্যক্তি গুপ্তাচারে এই যোগের অভ্যাস করে, সে ব্যক্তি যদি অধিক পাপ-কর্ম্মেও রত থাকে, তথাপি পরব্রহ্মে লীন হয়, অর্থাৎ তাহার ব্রহ্ম তন্ময়তা হয়। গুপ্তাচারপদে গোপনে অনুষ্ঠান, পাপকর্ম্মে যদিও রত, ইত্যর্থে যোগোৎকর্ষ বর্ণন মাত্র। নতুবা পাপকর্ম্মরত ব্যক্তির চিত্ত মলিন থাকে, তাহাতে যোগ প্রবৃত্তি কদাচ হয় না ॥ ২৫ ॥

গোপনীয়ং প্রযত্নেন সদ্যঃ প্রত্যয়কারকঃ।
নির্ব্বাণদায়কো লোকে যোগোঽয়ং মম বল্লভঃ।
নাদঃ সংজায়তে তস্য ক্রমেণাভ্যাসতশ্চ বৈ ॥ ২৬ ॥

এই যোগ আমার অত্যন্ত প্রিয়, অভ্যাস কালেই এই যোগ, ফলের প্রত্যয় কারক ও নির্ব্বাণপদ প্রদায়ক, অতি যত্নপূর্ব্বক গোপন করিয়া রাখিবে ; এ যোগের অভ্যাস করিতে করিতে ক্রমে যোগীর নাদোৎপত্তি হয় ॥ ২৬ ॥

মত্তভৃঙ্গবেণুবীণা সদৃশঃ প্রথমোধ্বনিঃ।
এবমভ্যাসতঃ পশ্চাৎ সংসারধ্বান্তনাশনং।
ঘণ্টানাদ সমঃপশ্চাৎ ধ্বনির্মেঘরবোপমঃ।
ধ্বনৌ তস্মিন্ মনোদত্ত্বা যদা নিষ্ঠতি নির্ভয়ঃ।
তদা সংজায়তে তস্য লয়স্য মম বল্লভে ॥ ২৭ ॥

প্রথমতঃ পুষ্পসাধারণ কালে মধুমত্ত ভ্রমর ঝঙ্কার ন্যায় ধ্বনি হইতে থাকে, অনন্তর বেণুধ্বনি হয়, তদনন্তর বীণাবাদনসদৃশ ধ্বনি হয়। সংসার রূপ অন্ধ-কার বিনাশন যোগাভ্যাস করিতে২ পশ্চাৎ ঘণ্টানাদ ধ্বনি হয়। এবং মেঘ গর্জ্জনের সদৃশ শব্দ হইতে থাকে। সেই ধ্বনিতে মন দিয়া যোগিব্যক্তি যখন নির্ভয় চিত্ত হইয়া স্থির থাকিবেক। হে মম বল্লভে পার্ব্বতি! তখন তাহার মুক্তিপ্রদ লয়ের উৎপত্তি হয় ॥ ২৭ ॥

তত্র নাদে যদা চিত্তং রমতে যোগিনোভৃশং।
বিস্মৃত্য সকলং বাহ্যং নাদেন সহ শাম্যতি ॥ ২৮ ॥

যখন সেই নাদে যোগীর চিত্ত নিরন্তর রমণ করিতে থাকে, তখন আর আর সমস্ত বাহ্য বিষয় বিস্মৃত হইয়া ঐ নাদের সহিত শমতা প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ লয় হইয়া যায় ॥ ২৮ ॥

এতদভ্যাসযোগেন জিত্বা সর্ব্বাক্ গুণান্ বহূন্।
সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী চিদাকাশে বিলীয়তে ॥ ২৯ ॥

এইরূপ অভ্যাস যোগদ্বারা সম্যক্ গুণজিত হইয়া অর্থাৎ গুণক্রিয়া বর্জ্জিত নিস্ত্রৈগুণ্যে অবস্থিতি করিয়া সর্ব্বারম্ভ শূন্য যোগী, আনন্দ স্বরূপ চৈতন্যরূপ হৃদাকাশে লীন হইয়া যায় ॥ ২৯ ॥

নাসনং সিদ্ধসদৃশং ন কুম্ভসদৃশং বলং।
ন খেচরী সমা মুদ্রা ন নাদসদৃশোলয়ঃ ॥ ৩০ ॥

ইতি প্রতীকোপাসনং।

হে পার্ব্বতি! সিদ্ধাসনের তুল্য আসন নাই। যত প্রকার বল আছে, কিন্তু কুম্ভকের সদৃশ কোন বল নাই। খেচরী মুদ্রার সদৃশী মুদ্রা নাই, এবং নাদের সদৃশ লয় নাই ॥ ৩০ ॥

ইতি স্বপ্রতীকোপাসনা।

ইদানীং কথয়িষ্যামি মুক্তস্যানুভবং প্রিয়ে।
যজ্জ্ঞাত্বা লভতে মুক্তিং পাপযুক্তোপি সাধকঃ ॥ ৩১ ॥

হে প্রিয়ে সুরপূজিতে! অধুনা মুক্তির অনুভব তোমাকে কহিতেছি অর্থাৎ যেরূপ মুক্তাবস্থা প্রাপ্ত হয়, তাহা জানা যায়। সেই অনুভব করিতেছি, শ্রবণ করহ। সাধক ব্যক্তি পাপযুক্তও যদি হয়, তথাপি তাহাকে জানিলে মুক্তিলাভ করে ॥ ৩১ ॥

সমভ্যর্চ্চেশ্বরং সম্যক্ কৃত্বা চ যোগমুত্তমং।
গৃহ্ণীয়াৎ সুস্থিতোভূত্বা গুরুং সন্তোষ্য বুদ্ধিমান্ ॥ ৩২ ॥

সন্যক্ প্রকারে ঈশ্বরের অর্চ্চনা করতঃ যোগাসনে সুস্থিত হইয়া বুদ্ধিমান সাধক গুরুকে সম্যক্ প্রকারে সন্তুষ্ট করিয়া এই যোগোত্তম গ্রহণ করিবেন ॥ ৩২ ॥

জীবাদি সকলং বস্তুং দত্ত্বা যোগবিদং গুরুং।
সন্তোষ্যাতিপ্রযত্নেন যোগোয়ং গৃহ্যতে বুধৈঃ ॥ ৩৩ ॥

অতি প্রযত্ন দ্বারা আত্ম জীবাদি সকল বস্তু যোগবিৎ গুরুকে প্রদান করতঃ সন্তুষ্ট করিয়া এই যোগ গ্রহণ করিবেন। জীবাদি প্রদান পদে আত্মদেহাদি দান করিয়াও যোগ গ্রহণ করিবে ॥ ৩৩ ॥

বিপ্রান্ সন্তোষ্য মেধাবী নানামঙ্গলসংযুতঃ।
মমালয়ে শুচির্ভূত্বা প্রগৃহ্ণীয়াৎ শুভাত্মকং ॥ ৩৪ ॥

প্রথমারম্ভ কালে ব্রাহ্মণগণকে সন্তুষ্ট করতঃ যোগার্থ নানা প্রকার মঙ্গলযুক্ত হইয়া মেধাবী সাধক, শুচি হইয়া মমালয়ে গিয়া অর্থাৎ শিবাগারে এই শুভাত্মক যোগ গ্রহণ করিবেন ॥ ৩৪ ॥

সংন্যস্যানেন বিধিনা প্রাক্তনং বিগ্রহাদিকং।
ভূত্বাদি ব্যবপুর্যোগী গৃহ্ণীয়াদ্বক্ষ্যমাণকং ॥ ৩৫ ॥

এই চিন্তা করিবেন যে আমি এই গুরুসন্তোষবিধিদ্বারা পূর্ব্বকর্ম্মানুসারে প্রাপ্তদেহাদি গুরুকে অর্পণ করিয়া দিব্য দেহ প্রাপ্ত হইয়াছি। অতএব দিব্য দেহ হইয়া এই বক্ষ্যমাণ যোগ গ্রহণ করিবেন ॥ ৩৫ ॥

পদ্মাসনস্থিতোযোগী জনসঙ্গবিবর্জ্জিতঃ।
বিজ্ঞাননাড়ীদ্বিতয়মঙ্গুলীভ্যাং নিরোধয়েৎ ॥ ৩৬ ॥

পদ্মাসনস্থিত যোগিজনসঙ্গ বর্জ্জিত হইয়া বিজ্ঞান নাড়ীদ্বয়কে অঙ্গুলীদ্বারা নিরোধ করিবেন। বিজ্ঞান নাড়ীদ্বয়পদে ইড়া পিঙ্গলা। জ্ঞাননাড়ী সুষম্না ইত্যভিপ্রায় বর্ণন ॥ ৩৬ ॥

সিদ্ধেস্তদাবির্ভবতি সুখরূপী নিরঞ্জনঃ।
তস্মিন্ পরিশ্রমঃ কার্য্যো যেন সিদ্ধো ভবেৎ খলু ॥ ৩৭ ॥

যে যোগ সিদ্ধি হইলে সাধকের হৃদয়ে অখণ্ড সুখ স্বরূপ নিরঞ্জন নির্ব্বিকার সত্তামাত্র চৈতন্যের আবির্ভাব হয়। অতএব সেই যোগ সাধনে সাধকের পরিশ্রম করা কর্ত্তব্য, যাহাতে নিশ্চিত সিদ্ধ হইতে পারে ॥ ৩৭ ॥

যঃ করোতি সদাভ্যাসং তস্য সিদ্ধির্ন দূরতঃ।
বায়ুসিদ্ধি র্ভবেত্তস্য ক্রমাদেব ন সংশয়ঃ ॥ ৩৮ ॥

যে ব্যক্তি সদা সর্ব্বদা এ যোগের অভ্যাস করে, তাহার করতলস্থা সিদ্ধি দূরে নহে। সেই সাধকের অনায়াসে ক্রমাভ্যাসযোগে নিঃসংশয় বায়ু সিদ্ধি হয় ॥ ৩৮ ॥

সকৃৎ যঃ কুরুতে যোগী পাপৌঘনাশয়েদ্ধ্রুবং।
তস্য স্যান্মধ্যমে বায়োঃ প্রবেশো নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৩৯ ॥

যে ব্যক্তি দিবসে একবার এই যোগের অভ্যাস করে, তাহার পাপসমূহ নিশ্চিত বিনাশ হয়। এবং তাহার মধ্যনাড়ী সুষম্না, যাহাকে জ্ঞাননাড়ী বলে, তাহাতে নিঃসংশয় বায়ুর প্রবেশ হয় ॥ ৩৯ ॥

এতদভ্যাসশীলো যঃ স যোগী দেবপূজিতঃ।
অনিমাদিগুণং লব্ধ্বা বিচরেত্ত্রুবনত্রয়ে ॥ ৪০ ॥

এই যোগাভ্যাসশীল যে যোগী, সে যোগী দেবগণের পূজিত হয়, এবং অনিমাদি সিদ্ধিলাভ করতঃ দেবতার ন্যায় ত্রিলোক বিচরণ করে ॥ ৪০ ॥

যো যথাস্যানিলাভ্যাসাত্তদ্ভবেত্তস্য বিগ্রহঃ।
তিষ্ঠেদাত্মনি মেধাবী সঃ পুনঃ ক্রীড়তে ভৃশং ॥ ৪১ ॥

যে যে রূপ বায়ুর অভ্যাসে শ্রম করে, তাহার সেইরূপ শরীর সিদ্ধ হয়। কেবল এক আত্মাকে দৃঢ় আশ্রয় করিয়া মেধাবী সাধক, পুনঃ সশরীরে ক্রীড়া করিতে থাকে ॥ ৪১ ॥

এতদ্যোগং পরং গোপ্যং ন দেয়ং যস্য কস্যচিৎ।
সপ্রমাণৈঃ সমাযুক্ত স্তমেব কথ্যতে ধ্রুবং ॥ ৪২ ॥

এই পরম গোপনীয় যোগ, যাহাকে তাহাকে দেয় নহে। সপ্রমাণ যুক্ত অর্থাৎ যোগোক্ত নিয়মগ্রাহী মুক্ত যে সাধক তাহাকেই কহিবে ॥ ৪২ ॥

যোগী পদ্মাসনে তিষ্ঠেৎ কণ্ঠকূপে যদা স্মরন্।
জিহ্বাকৃত্বা তালুমূলে ক্ষুৎপিপাসানিবর্ত্ততে ॥ ৪৩ ॥

পদ্মাসন স্থিত যোগী কণ্ঠকূপে মনঃ সংযোগ করতঃ তালুমূলে জিহ্বা দিয়া ক্ষুধা ও পিপাসায় নিবর্ত্ত হইবে ॥ ৪৩ ॥

কণ্ঠকূপাদধঃস্থানে কূর্ম্মনাড্যস্তি শোভনা।
তস্মিন্ যোগী মনোদত্ত্বা চিত্তস্থৈর্য্যং লভেদ্ধ্রুবং ॥ ৪৪ ॥

কণ্ঠকূপ হইতে অধঃস্থানে সুশোভনা কূর্ম্মনামে নাড়ীর স্থিতি, সেই নাড়ীতে মনোনিবেশ করিলে, নিশ্চিত সাধকের চিত্তের স্থিরতা লাভ হয় ॥ ৪৪ ॥

শিরঃ কপালে রুদ্রাক্ষো বিবিধং চিন্তয়েদ্যদি।
তদা জ্যোতিঃ প্রকাশস্যাদ্বিদ্যুত্তেজঃ সমপ্রভং।
এতচ্চিন্তনমাত্রেণ পাপানাং সংক্ষয়োভবেৎ।
দুরাচারোঽপি পুরুষো লভতে পরমং পদং ॥ ৪৫ ॥

শিরঃকপালে রুদ্রাক্ষ অর্থাৎ শিবনেত্র আত্মকপালে বিবিধ প্রকার অর্থাৎ অনেক যদি চিন্তা করে, তবে বিদ্যুতের জ্যোতির ন্যায় জ্যোতির্বিশিষ্ট হৃদাকাশে জ্যোতিঃ প্রকাশ হয়। ইহার চিন্তামাত্রই সমস্ত পাপের সংক্ষয় হয়। দুরাচার ব্যক্তিও পরম পদকে লাভ করে ॥ ৪৫ ॥

অহর্নিশং যদা চিন্তাং তৎকরোতি বিচক্ষণঃ।
সিদ্ধানাং দর্শনং তস্য ভাষণঞ্চ ভবেদ্ধ্রুবং ॥ ৪৬ ॥

সেই জ্যোতিকে দিবারাত্র যখন বিচক্ষণ সাধক চিন্তা করে, তখন তাহার আজানসিদ্ধ দেবগণের দর্শন হয়, এবং দেবতাদিগের সহিত সম্ভাষণ হয় ॥ ৪৬ ॥

তিষ্ঠন্ গচ্ছন্ স্বপন্ ভুঞ্জন্ ধ্যায়েচ্ছূন্যমহর্নিশং।
তদাকাশময়োযোগী চিদাকাশে বিলীয়তে ॥ ৪৭ ॥

যে ব্যক্তি দণ্ডায়মান থাকিয়া বা গমন করিতে করিতে কি শয়নাবস্থাতে অথবা ভোজনসময়ে অতন্দ্রিত দিবারাত্রি ঐ শূন্যরূপ পরমাত্মাকে চিন্তা করে। সে ব্যক্তি আনন্দ স্বরূপ চৈতন্যরূপ হৃদাকাশে বিলীন হয় ॥ ৪৭ ॥

এতজ্জ্ঞানং সদা কার্য্যং যোগিনা সিদ্ধিমিচ্ছতা।
নিরন্তরকৃতাভ্যাসাৎ মম তুল্যো ভবেদ্ধ্রুবং।
এতজ্জ্ঞানবলাদ্যোগী সর্ব্বেষাং বল্লভোভবেৎ ॥ ৪৮ ॥

সিদ্ধীচ্ছু যোগিদিগের এই জ্ঞানের সর্ব্বদা অভ্যাস করা কর্ত্তব্য। নিরন্তর যে অভ্যাস করে, হে পার্ব্বতি! সে নিশ্চয় আমার তুল্য হয়। এই জ্ঞানবলে যোগিব্যক্তি সকলেরই বল্লভতম হয় ॥ ৪৮ ॥

সর্ব্বান্ ভূতান্ জয়ং কৃত্বা নিরাশী অপরিগ্রহঃ।
নাসাগ্রে যেন দৃশ্যতে পদ্মাসনগতেন বৈ।
মনসো মরণং তস্য খেচরত্বং প্রসিদ্ধতি ॥ ৪৯ ॥

সমস্ত ভূত বা সমস্ত জীবকে জয় করিয়া আশাশূন্য, পরিগ্রহশূন্য, সাধক পদ্মাসনস্থ হইয়া, নাসাগ্রে দৃষ্টিসঞ্চারণ করে, সেই সাধকের মনোনাশ হয়, অর্থাৎ তাহার মন আত্মাতে লয় পায়। সুতরাং মনোনাশে তাহার খেচরত্ব সিদ্ধ হয়, অর্থাৎ দেবত্ব হয় ॥ ৪৯ ॥

জ্যোতিঃ পশ্যতি যোগীন্দ্রঃ শুদ্ধ শুদ্ধাচলোপমং।
তত্রাভ্যাস বলেনৈব স্বয়ং তদ্রূপকো ভবেৎ ॥ ৫০ ॥

নির্ম্মল পর্ব্বতোপম শুদ্ধ জ্যোতিকে যে যোগীন্দ্র নিয়ত দর্শন করে। তদভ্যাসবলে সেই যোগীই তাহার স্বয়ং রক্ষক হইয়া আপনাকে রক্ষা করে॥ ৫০॥

উত্তানশয়নে ভূমৌ সুপ্তাধ্যায়ন্নিরন্তরং।
সদ্যঃ শ্রমবিনাশায় স্বয়ং যোগী বিচক্ষণঃ।
শিরঃ পশ্চাত্তু ভাগস্থ ধ্যানে মৃত্যুঞ্জয়ো ভবেৎ॥ ৫১॥

ভূমিশয্যাতে উত্তানশায়ী হইয়া শ্রম বিনাশের নিমিত্ত বিচক্ষণ যোগী নিরন্তর ধ্যান করিবেন। স্বশিরঃ পশ্চাদ্ভাগে ঐ প্রতীক ধ্যান করিলে যোগী মৃত্যুঞ্জয় হয়॥ ৫১॥

ভ্রূমধ্যে দৃষ্টিমাত্রেণ হ্যপরঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
চতুর্ব্বিধস্য চান্নস্য রসস্ত্রেধা বিভজ্যতে।
তত্র সারতমো লিঙ্গদেহস্য পরিপোষকঃ।
সপ্তধাতুময়ং পিণ্ডমেতি পুষ্ণাতি মধ্যগঃ॥ ৫২॥

অপর ভ্রূদ্বয়মধ্যে দৃষ্টিপূর্ব্বক ধ্যানে যে ফল হয়, তাহাও কথিত হইয়াছে। অর্থাৎ চর্ব্ব্য চুষ্য লেহ্য পেয় চতুর্ব্বিধ ভোজনের নিষ্পন্ন রসকে ভাগত্রয় করে, তন্মধ্যে যে রস সারতম, সেই রস সপ্তদশ অবয়ববিশিষ্ট লিঙ্গ শরীরের পরিপোষক হয়। মধ্যগরস সপ্তধাতুময় স্থূল শরীরের নিরন্তর পুষ্টি করে॥ ৫২॥

যাতি বিন্মূত্ররূপেণ তৃতীয়ঃ সপ্ততো বহিঃ।
আদ্যভাগং দ্বয়ং নাড্যঃ প্রোক্তাস্থাঃ সকলা অপি।
পোষয়ন্তি বপুর্ব্বায়ুমাপাদতলমস্তকং॥ ৫৩॥

তৃতীয়ভাগ মলমূত্ররূপে বহির্গত হয়। সেই ভাগ সপ্ত ধাতুর বহির্ভূত হয়। প্রথম রসভাগদ্বয় শরীরস্থ নাড়ী সকলে স্থিতি করে। সেই নাড়ী সকল ঐ রসভাগ বহন দ্বারা আপাদতল মস্তকপর্য্যন্ত সমস্ত শরীরে পুষ্টি করে॥ ৫৩॥

নাড়ীভিরাভিঃ সর্ব্বাভির্ব্বায়ুঃ সঞ্চরতে যদা।
তদৈব ন রসোদেহে সামান্যেহ প্রবর্ত্ততে॥ ৫৪॥

ঐ সকল নাড়ীর সহ বায়ু যখন শরীর মধ্যে সঞ্চরিত হয়। তখন ঐ রস সকল রসামান্য তেজোবল বিধায়ক রূপে প্রবর্ত্তিত হয়॥ ৫৪॥

চতুর্দ্দশানাং তন্ত্রেহ ব্যাপারমুখ্যভাগতঃ।
তা অনুগ্রাণহীনাশ্চ প্রাণসঞ্চারনাড়িকা॥ ৫৫॥

প্রধানা চতুর্দ্দশ নাড়ী ইহ শরীরের ভাগক্রমে মুখ্য ব্যাপারে নিযুক্তা, সেই সকল নাড়ী উগ্রতাহীনা, অহীনা,শুদ্ধ প্রাণ সঞ্চারের প্রধান পথস্বরূপা হয়॥ ৫৫॥

গুদাদ্ব্যঙ্গুলতশ্চোর্দ্ধং মেঢ্রৈকাঙ্গুলতস্ত্বধঃ।
এবঞ্চাস্তি সমং কন্দং সমতা চতুরঙ্গুলং॥ ৫৬॥

গুহ্যদ্বারের দুই অঙ্গুলি উর্দ্ধ, লিঙ্গ মূলের এক অঙ্গুলী অধোভাগে, পদ্মকন্দের ন্যায় সমবন্ধে চারি অঙ্গুলি বিস্তীর্ণ, ঐ নাড়ী চতুর্দ্দশের মূল হয়॥ ৫৬॥

পশ্চিমাভিমুখী যোনি গুদমেঢ্রান্তরালগা।
তত্র কন্দং সমাখ্যাতং তত্রাস্তি কুণ্ডলী সদা।
সংবেষ্ট সকলা নাড়ী সার্দ্ধত্রিকুটিলাকৃতিঃ।
মুখে নিবেশ্য সা পুচ্ছং সুষুম্না বিবরে স্থিতা॥ ৫৭॥

অর্থাৎ গুহ্য ও লিঙ্গ, এতদুভয়ের মধ্যভাগগতা পশ্চাদভিমুখী যোনি, সেই যোনিমণ্ডলই কন্দ নামে খ্যাত, তন্মূলেই কুণ্ডলী শক্তি সর্ব্বদা অবস্থিতি করেন, ঐ সকল নাড়ীজালে সংবেষ্টিতা সার্দ্ধ ত্রিকুটিলাকার, সর্পরূপা আত্মপুচ্ছমুখে নিবিষ্ট করিয়া সুষুম্না ছিদ্রকে অবরোধ করতঃ তন্মধ্যে সংস্থিতা হইয়া রহিয়াছে॥ ৫৭॥

সুপ্তা নাগোপমা হ্যেষা স্ফুরন্তী প্রভয়া স্বয়া।
অহিবৎ সন্ধিসংস্থানা বাগ্‌দেবী বীজসংজ্ঞকা॥ ৫৮॥

ঐ কুণ্ডলী দেবী সর্প তুল্যাকারে প্রসুপ্তা কিন্তু স্বীয় দীপ্তিতেই দেদীপ্যমানা। সর্পবৎ সন্ধিস্থানস্থা, বাক্যের বীজস্বরূপা অর্থাৎ কুণ্ডলীই বাক্যোৎপত্তির কারণ স্বরূপা॥ ৫৮॥

জ্ঞেয়া শক্তিরিয়ং বিষ্ণো র্নির্ভরা স্বর্ণভাস্বরা।
সত্ত্বং রজস্তমশ্চেতি গুণত্রয়প্রসূতিকা॥ ৫৯॥

প্রতপ্ত স্বর্ণবর্ণা তেজঃ স্বরূপা দীপ্তিমতী এই কুণ্ডলী দেবী সত্ত্ব রজঃ তম এতং ত্রিগুণপ্রসূ, ব্রহ্মশক্তি বলিয়া জানিহ ॥ ৫৯ ॥

তত্র বন্ধূকপুষ্পাভং কামবীজং প্রকীর্ত্তিতং।
কলহেমসমং যোগে প্রযুক্তাক্ষররূপিণং ॥ ৬০ ॥

কুণ্ডলী যত্র স্থিতা, সেই ত্রিকোণাকার যোনিমণ্ডলে বন্ধূক পুষ্প সদৃশ রক্তবর্ণ কামবীজ কথিত আছে, সেই বীজ ধৌত সুবর্ণবর্ণ অক্ষররূপী যোগাকারে চিন্তনীয় হয় ॥ ৬০ ॥

সুষুম্নাপি চ সংশ্লিষ্টা বীজং তত্র বরং স্থিতং।
শরচ্চন্দ্রনিভং তেজস্ত্বয়মেতৎ স্ফুরৎ স্থিতং।
সূর্য্যকোটিপ্রতীকাশং চন্দ্রকোটি সুশীতলং।
এতত্ত্রয়ং মিলিত্বৈব দেবী ত্রিপুরভৈরবী।
বীজসংজ্ঞং পরং তেজ স্তদেব পরিকীর্ত্তিতং ॥ ৬১ ॥

সুষুম্না নাড়ী তাহাতে আলিঙ্গিতা, সেই বীজ যোনিদেশে সংস্থিত হইয়াছে। শরৎকালের সংপূর্ণ উদিত চন্দ্রের ন্যায় মনোজ্ঞ শোভান্বিত অথচ মহাতেজোবিশিষ্ট দীপ্তিমানরূপে সংস্থিত। কোটি সূর্য্যের ন্যায় প্রকাশক অথচ চন্দ্রকোটি সম সুশীতল হয়। অতএব অগ্নি, সূর্য্য, চন্দ্র, অথবা লং থং ঠং এতত্ত্রয় একত্র মিলিত হইয়া ত্রিপুরা ভৈরবী দেবী, ঐ কামবীজ সংজ্ঞাপ্রাপ্ত হইয়াছেন, অর্থাৎ পরম তেজঃস্বরূপ বীজসংজ্ঞা প্রাপ্তা দেবী মূলাধারে ত্রিপুরা স্থিতি করেন, ইহাই সর্ব্বতন্ত্রে কীর্ত্তন করিয়াছেন ॥ ৬১ ॥

ক্রিয়া বিজ্ঞানশক্তিভ্যাং যুতং যৎপরিতোভ্রমৎ।
উত্তিষ্ঠ দ্বিশতস্ত্বন্তঃ সূক্ষ্মং শোণশিখাযুতং।
যোনিস্থং তৎপরং তেজঃ স্বয়ম্ভুলিঙ্গসংঙ্গিতং ॥ ৬২ ॥

ঐ বীজ ক্রিয়াশক্তি এবং জ্ঞানশক্তির সহিত যুক্ত হইয়া সর্ব্ব শরীরস্থ চক্রে চক্রে ভ্রমণ করেন। কখন ঊর্দ্ধে থাকেন, কখন লিঙ্গস্থ অধঃস্থিত জলে প্রবিষ্ট হন। অতিসূক্ষ্ম রূপ অগ্নিশিখার ন্যায় জ্বালাবিশিষ্ট যোনিমণ্ডলস্থ পরম তেজঃস্বরূপ, স্বয়ম্ভু সংজ্ঞক লিঙ্গের অধিষ্ঠান ॥ ৬২ ॥

আধারপদ্মমেতদ্ধি যোনির্যস্যাস্তি কন্দতঃ।
পরিস্ফুরৎ বাদি সান্ত চতুর্ব্বর্ণং চতুর্দ্দলং ॥ ৬৩ ॥

ইহার নাম আধার পদ্ম পরমারাধ্য, যাহার মূলে যোনি আছে। প্রকৃষ্ট-রূপে তাহাতে (ব শ ষ স) চারি বর্ণ চতুর্দ্দল দেদীপ্যমান ॥ ৬৩ ॥

কুলাভিধং সুবর্ণাভং স্বয়ম্ভুলিঙ্গসঙ্গতং।
দ্বিরণ্ডো যত্র সিদ্ধোস্তি ডাকিনী যত্র দেবতা।
তৎপদ্মমধ্যগা যোনিস্তত্র কুণ্ডলিনী স্থিতা।
তস্যা ঊর্দ্ধে স্ফুরৎ তেজঃ কামবীজং ভ্রমন্মতং।
যঃ করোতি সদা ধ্যানং মূলাধারে বিলক্ষণঃ।
তস্য স্যাদ্দার্দ্দুরীসিদ্ধিং ভূমিত্যাগক্রমেণ বৈ ॥ ৬৪ ॥

কুলনামধারী সুবর্ণবর্ণ স্বয়ম্ভু সংজ্ঞক লিঙ্গ সঙ্গত আধারচক্র এবং দ্বিরণ্ড নামে অপর সিদ্ধকুল লিঙ্গ ও কুলডাকিনী দেবতার যত্রাধিষ্ঠান। সেই পদ্মমধ্য কর্ণিকারস্থ যোনিমণ্ডল, সেই যোনি মধ্যেই কুণ্ডলিনীর স্থান। অর্থাৎ কুলশব্দে যোনি যোনিস্থা এ জন্য তাঁহার নাম কুলকুণ্ডলিনী, তাঁহার কিঞ্চিৎ ঊর্দ্ধেই তেজঃ স্বরূপ কামবীজ দেদীপ্যমান, সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিতেছেন। যে বিচক্ষণ সাধক এই মূলাধার চক্রের নিয়ত ধ্যান করে তাঁহার অবিলম্বে দার্দ্দুরীসিদ্ধি, ক্রমে ভূমি ত্যাগের যোগ্যতা হয় ॥ ৬৪ ॥

বপুষঃ কান্তিরুৎকৃষ্টং জঠরাগ্নিবিবর্দ্ধনং।
আরোগ্যঞ্চ পটুত্বঞ্চ সর্ব্বজ্ঞত্বঞ্চ জায়তে ॥ ৬৫ ॥

এতদ্ধ্যানে শরীরের উৎকৃষ্ট লাবণ্য ও জঠরাগ্নির বৃদ্ধি ও আরোগ্য ও পটুতা, সর্ব্বজ্ঞত্বাদি জন্মে ॥ ৬৫ ॥

ভূতং ভব্যং ভবিষ্যঞ্চ বেত্তি সর্ব্বং সকারণং।
অশ্রুতান্যপি শাস্ত্রাণি সরহস্যং বদেৎ ধ্রুবং ॥ ৬৬ ॥

অপর ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমানাদি ত্রিকাল এবং সমস্ত কারণজ্ঞ হয়, অপর অশ্রুত যে শাস্ত্র সকল তাহা রহস্যের সহিত নিশ্চিত ব্যাখ্যা করিতে পারে ॥ ৬৬ ॥

বক্ত্রে সরস্বতী দেবী সদা নৃত্যন্তি নির্ভরা।
মন্ত্রসিদ্ধির্ভবেত্তস্য জপাদেব ন সংশয়ঃ ॥ ৬৭ ॥

সেই সাধকের বদনে নিয়ত গাঢ় নির্ভর করতঃ বাগ্বাদিনী দেবী নৃত্য করিতে থাকেন। তাহার জপেতে সুনিশ্চিত মন্ত্র সিদ্ধি হয়, তাহাতে কোন সংশয় নাই॥ ৬৭॥

জরামরণদুঃখৌঘান্নাশয়েতি গুরোর্ব্বচঃ।
ইদং ধ্যানং সদা কার্য্যং পবনাভ্যাসিনাপরং।
ধ্যানমাত্রেণ যোগীন্দ্রো মুচ্যতে সর্ব্বকিল্বিষাৎ॥ ৬৮॥

শিববাক্য এই যে, সেই সাধকের জরামরণাদি দুঃখসমূহ বিনষ্ট হয়। প্রাণায়ামপরায়ণ সাধকের মূলাধার পদ্মের নিরন্তর ধ্যান করা শ্রেষ্ঠকল্প হয়। কেন না ক্ষণকালমাত্র ধ্যানে যোগী সমস্ত প্রকার পাপ হইতে পরিমুক্ত হয়॥ ৬৮॥

মূলপদ্মং যদা ধ্যায়েৎ যোগী স্বয়ম্ভুলিঙ্গকং।
তদা তৎক্ষণমাত্রেণ পাপৌঘং নাশয়েদ্ধ্রুবং॥ ৬৯॥

যদি ক্ষণকালমাত্র যোগিপুরুষ মূলাধার পদ্ম এবং স্বয়ম্ভু লিঙ্গকে ধ্যান করে, তবে তৎক্ষণমাত্রেই তাহার সমূহ পাপের বিনাশ হয়॥ ৬৯॥

যং যং কাময়তে চিত্তে তং তং ফলমবাপ্নুয়াৎ।
নিরন্তরকৃতাভ্যাসাৎ তং পশ্যতি বিমুক্তিদং।
বহিরভ্যন্তরে শ্রেষ্ঠং পূজনীয়ং প্রযত্নতঃ।
ততঃ শ্রেষ্ঠতমং হ্যেতন্নান্যদস্তিমতং মম॥ ৭০॥

যে, যে কামনা করে, সে সেই কামনানুসারে ফলপ্রাপ্ত হয়। যে সাধক যত্নপূর্ব্বক নিরন্তর মূলাধার পদ্মের ও স্বয়ম্ভু লিঙ্গের ধ্যানযোগের অভ্যাস করে, সেই সাধক বহিরন্তর ব্যাপী পূজনীয় পরম শ্রেষ্ঠ বিশেষ মুক্তিপ্রদ পরমাত্মাকে অন্তরের মধ্যে এবং বাহিরে দর্শন করে অতএব এই ধ্যানযোগ শ্রেষ্ঠতম। হে পার্ব্বতি! আমার মতে ইহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতম যোগ আর নাই॥ ৭০॥

আত্মসংস্থং শিবং ত্যক্ত্বা বহিস্থং যঃ সমর্চ্চয়েৎ।
হস্তস্থং পিণ্ডমুৎসৃজ্য ভ্রমতে জীবিতাশয়া॥ ৭১॥

আপনার হৃদিস্থিত সর্ব্বমঙ্গলপ্রদ পরমাত্মাকে ত্যাগ করিয়া বাহিরে আছেন বলিয়া, যে ব্যক্তি বহিঃ পূজার অনুষ্ঠান করে, সে ব্যক্তি অশুদ্ধচিত্ত, অর্থাৎ অতি

মলিনাশয়, সে কেমন, যেমন আপনার হস্তস্থিত অন্নকে দূরে নিঃক্ষেপ করিয়া অন্নার্থী হইয়া দেশে দেশে হতবুদ্ধি জনেরা পর্য্যটন করে॥ ৭১॥

আত্মলিঙ্গার্চ্চনং কুর্য্যাদনালস্যং দিনে দিনে।
তস্য স্যাৎ সকলা সিদ্ধির্নাত্র কার্য্যা বিচারণা॥ ৭২॥

স্বশরীরস্থ আত্মার উপাসনা প্রতিদিন যে সাধক করে, তাহার ফল সিদ্ধি হয়, ইহা আমার আজ্ঞা, আর বিচার করিবার অপেক্ষা নাই॥ ৭২॥

নিরন্তরকৃতাভ্যাসাৎ ষণ্মাসাৎ সিদ্ধিমাপ্নুয়াৎ।
তস্য বায়ুপ্রবেশোপি সুষুম্নায়াং ভবেদ্ধ্রুবং॥ ৭৩॥

নিরন্তর এতদভ্যাসযোগে ছয় মাসের মধ্যেই সিদ্ধি হয়, এবং নিশ্চিত তাহার সুষম্না নাড়ীর ছিদ্রমধ্যে বায়ু প্রবেশ করে॥ ৭৩॥

মনোজয়ঞ্চ লভতে বায়ুবিন্দুবিধারণং।
ঐহিকামুষ্মিকী সিদ্ধির্ভবেন্নৈবাত্র সংশয়ঃ॥ ৭৪॥
ইতি মূলাধারপদ্মবিবরণং॥ ১॥

এতদ্ধ্যানবলে মনোজয় হয় এবং বায়ু ও বিন্দুধারণ হয়। অর্থাৎ বিন্দুনিপাতের নিবারণ হয়। ইহলোক ও পরলোক এতদুভয় লোকই সিদ্ধি হয়, অর্থাৎ সর্ব্বলোকজিত হয়; ইহাতে কোন সন্দেহ নাই॥ ৭৪॥

ইতি মূলাধারপদ্মবিবরণ॥ ১॥

দ্বিতীয়ন্তু সরোজং যল্লিঙ্গমূলে ব্যবস্থিতং।
তদ্বাদি লান্ত ষড়্বর্ণং পরিভাস্বর ষড়্দলং॥
স্বাধিষ্ঠানাভিধং তন্তু পঙ্কজং শোণরূপকং।
বালাখ্যো যত্র সিদ্ধোঽস্তি দেবী যত্রাস্তি রাকিণী॥ ৭৫॥

লিঙ্গমূলে সংস্থিত যে দ্বিতীয় পদ্ম, তাহার নাম স্বাধিষ্ঠান চক্র, (ব ভ ম য র ল) এই ছয় বর্ণই তাহার সুপ্রদীপ্ত ষড়দল, সেই ষড়দল পদ্ম রক্তবর্ণ হয়, বালাখ্য সিদ্ধ লিঙ্গের যে স্থানে অধিষ্ঠান, এবং যে স্থলের অধিষ্ঠাত্রী দেবী রাকিণী শক্তি॥ ৭৫॥

যো ধ্যায়তি সদা দিব্যং স্বাধিষ্ঠানারবিন্দকং ।
তস্য কামাঙ্গনা সর্ব্বা ভজন্তে কামমোহিতাঃ ॥ ৭৬ ॥

যে সাধক সর্ব্বদা ঐ সুন্দর স্বাধিষ্ঠানাখ্য ষড়্‌দল পদ্মের ধ্যান করে। কামে মোহিত হইয়া কামরূপিণী দেবাঙ্গনারা তাঁহার ভজনা করিতে ব্যগ্রা হয় ॥ ৭৬ ॥

বিবিধঞ্চাশ্রুতং শাস্ত্রং নিঃশঙ্কো বৈ বদেদ্ধ্রুবং ।
সর্ব্বরোগবিনির্ম্মুক্তো লোকে চরতি নির্ভয়ঃ ॥ ৭৭ ॥

কখন যাহা শ্রবণ করে নাই, এমত বিবিধ শাস্ত্রসকল, নিঃশঙ্কে নিশ্চিত ব্যাখা করিতে পারে। সর্ব্ব রোগে বিমুক্ত হয় এবং নির্ভয় শরীরে ত্রিলোক ভ্রমণ করে ॥ ৭৭ ॥

মরণং খাদ্যতে তেন স কেনাপি ন খাদ্যতে ।
তস্য স্যাৎ পরমা সিদ্ধিরনিমাদিগুণান্বিতা ।
বায়ুঃ সঞ্চরতে দেহে রসবৃদ্ধি র্ভবেদ্ধ্রুবং ।
আকাশপঙ্কজগলৎ পীযূষমপি বর্দ্ধতে ॥ ৭৮ ॥
ইতি স্বাধিষ্ঠানচক্রবিবরণং ॥ ২ ॥

সেই সাধক আত্মমৃত্যুকে গ্রাস করিয়া নিশ্চিন্ত হয়, কিন্তু সে ব্যক্তি কোন ব্যক্তি কর্ত্তৃক গ্রাসিত হয় না, অনিমাদি ঐশ্বর্য্য সমন্বিত পরমা সিদ্ধি তাঁহার হয়। তাঁহার সর্ব্ব শরীরে প্রাণবায়ুর সঞ্চরণ হয়, তৎপ্রযুক্ত বলপ্রদ রসের বৃদ্ধি হয়। এবং ঐ সাধক সহস্রার গলিত পরামৃত নিত্য পান করিতে থাকে ॥ ৭৮ ॥

ইতি স্বাধিষ্ঠানচক্র বিবরণ ॥ ২ ॥

তৃতীয়ং পঙ্কজং নাভৌ মণিপুরকসংজ্ঞকং ।
দশারং ডাদি ফান্তার্ণং শোভিতং হেমবর্ণকং ॥ ৭৯ ॥

তৃতীয় মণিপুর সংজ্ঞক চক্র, নাভিমূলে (ড ঢ ণ ত থ দ ধ ন প ফ) স্বর্ণ বর্ণ সুশোভন এই দশদল পদ্ম ॥ ৭৯ ॥

রুদ্রাখ্যো যত্র সিদ্ধোঽস্তি সর্ব্বমঙ্গলদায়কঃ ।
তত্রস্থা লাকিনী নামা দেবী পরমধার্ম্মিকা ॥ ৮০ ॥

তৎস্থানে রুদ্রাক্ষ সিদ্ধলিঙ্গ স্থিতি, তিনি সর্ব্বমঙ্গলপ্রদায়ক, তৎস্থানস্থা লাকিনী নাম্নী পরম ধার্ম্মিকা শক্তি, অধিদেবতা হন ॥ ৮০ ॥

তস্মিন্ ধ্যানং সদা যোগী করোতি মণিপূরকে।
তস্য পাতালসিদ্ধিঃস্যান্নিরন্তর সুখাবহা।
ঈপ্সিতঞ্চ ভবেল্লোকে দুঃখরোগবিনাশনং।
কালস্য বঞ্চনঞ্চাপি পরদেহপ্রবেশনং ॥ ৮১ ॥

সেই মণিপুর চক্রকে যে যোগী নিরন্তর ধ্যান করে, তাহার নিরন্তর সুখসন্নিবেশ পাতাল সিদ্ধি হয়। সর্ব্ব দুঃখ ও সর্ব্বরোগ বিনাশ হয়, এবং ইহলোকে অভিলষিত ফল লাভ করে। কালকে বঞ্চনা করে অর্থাৎ চিরজীবী হয়, আর পরদেহ প্রবেশন-শক্তি পায় ॥ ৮১ ॥

জাম্বুনদাদিকরণং সিদ্ধানাং দর্শনং ভবেৎ।
ঔষধী দর্শনঞ্চাপি নিধীনাং দর্শনং ভবেৎ ॥ ৮২ ॥
ইতি মণিপুরচক্র বিবরণং ॥ ৩ ॥

এবং সুবর্ণাদির উৎপত্তি করিতে পারে ও দেবগণের সহিত সাক্ষাৎ হয়, ও পৃথিবীতলে সমস্ত ঔষধি দর্শন হয়, এবং মৃত্তিকামধ্যস্থিত সমস্ত ধন দর্শন হয় ॥৮২॥

ইতি মণিপুরচক্রবিবরণ ॥ ৩ ॥

হৃদয়েঽনাহতং নাম চতুর্থং পঙ্কজং ভবেৎ।
কাদি ঠান্তার্ণসংস্থানং দ্বাদশচ্ছদশোভিতং।
অতিশোণং বায়ুবীজং প্রসাদস্থানমীরিতং ॥ ৮৩ ॥

চতুর্থ হৃদয়ে অনাহতচক্র, (ক খ গ ঘ ঙ চ ছ জ ঝ ঞ ট ঠ) এই দ্বাদশ বর্ণস্বরূপ অতিরিক্ত বর্ণ দ্বাদশদল পদ্ম, হৃদয় অতি প্রসন্ন স্থান, তত্রস্থ (যং) বায়ুবীজ স্থিতি ॥ ৮৩ ॥

পদ্মস্থং তৎপরং তেজো বাণলিঙ্গঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
তস্য স্মরণমাত্রেণ দৃষ্টাদৃষ্টফলং লভেৎ ॥ ৮৪ ॥

ঐ অনাহত পদ্মস্থিত পরম তেজস্বী রক্তবর্ণ বাণলিঙ্গাধিষ্ঠান সেই বাণলিঙ্গ স্মরণে ইহলোকে ও পরলোকে শুভ ফল লাভ হয় ॥ ৮৪ ॥

সিদ্ধঃ পিনাকী যত্রাস্তে কাকিনী যত্র দেবতা।
এতস্মিন্ সততং ধ্যানং হৃৎপাথোজে করোতি যঃ।
ক্ষুভ্যন্তে তস্য কান্তা বৈ কামার্ত্তা দিব্যযোষিতঃ॥ ৮৫॥

অপর পিনাকী নামে তথায় সিদ্ধলিঙ্গ ও অধিষ্ঠাত্রী দেবী কাকিনী নামে শক্তি আছেন। হৃৎপদ্ম মধ্যে ইহাদিগের ধ্যান যে করে, তাহার নিকট কামার্ত্তা দেবাঙ্গনাগণ নিয়ত ক্ষোভিত হয়॥ ৮৫॥

জ্ঞানঞ্চা প্রতিমং তস্য ত্রিকালবিষয়ন্তবেৎ।
দূরশ্রুতির্দূরদৃষ্টিঃ স্বেচ্ছয়া খগতাং ব্রজেৎ॥ ৮৬॥

আর তাহার অতুল্য জ্ঞান জন্মে ও ত্রিকাল বিষয়জ্ঞ হয়। দূরশ্রবণ ও দূরদর্শন হয়, স্বেচ্ছাপূর্ব্বক আকাশে গমন করিতে পারে॥ ৮৬॥

সিদ্ধানাং দর্শনঞ্চাপি যোগিনীদর্শনং তথা।
ভবেৎ খেচরসিদ্ধিশ্চ খেচরাণাং জয়স্তথা॥ ৮৭॥

দেবগণের ও যোগিনীগণের সন্দর্শন হয়, আর খেচরসিদ্ধ ও খেচরগণ সন্নিধানে জয় লাভ করে॥ ৮৭॥

যোধ্যায়তি পরং নিত্যং বাণলিঙ্গং দ্বিতীয়কং।
খেচরী ভূচরীসিদ্ধি র্ভবেত্তস্য ন সংশয়ঃ॥ ৮৮॥

যে সাধক নিত্য দ্বিতীয় বাণাখ্য পরম লিঙ্গকে ধ্যান করে, অসংশয় তাহার ভূচরী ও খেচরী উভয় সিদ্ধি লাভ হয়॥ ৮৮॥

এতদ্ধ্যানস্য মাহাত্ম্যং কথিতুং নৈব শক্যতে।
ব্রহ্মাদ্যাঃ সকলা দেবা গোপয়ন্তি পরন্ত্বিদং॥ ৮৯॥
ইতি অনাহতচক্র বিবরণং॥ ৪॥

এই অনাহত হৃৎপদ্ম ও বাণলিঙ্গ ধ্যানের মাহাত্ম্য কহিতে কেহই শক্ত নহে। ব্রহ্মাদি সকল দেবগণেই এই অনাহত চক্র ধ্যানকে গোপন করিয়া রাখেন॥ ৮৯॥
ইতি অনাহতচক্র বিবরণ॥ ৪॥

কণ্ঠস্থানস্থিতং পদ্মং বিশুদ্ধং নাম পঞ্চমং।
সুহেমাভং (ধূম্রবর্ণং) স্বরোপেতং ষোড়শচ্ছদশোভিতং।
ছগলাণ্ডোঽস্তি সিদ্ধোত্র শাকিনী চাধিদেবতা ॥ ৯০ ॥

পঞ্চম কণ্ঠস্থানে ধূম্রবর্ণ, কেহ বা শোভন স্বর্ণবর্ণ পদ্ম স্থিতি বর্ণন করেন, ঐ স্থানের নাম বিশুদ্ধচক্র, (অ আ ই ঈ উ ঊ ঋ ৠ ঌ ৡ এ ঐ ও ঔ অং অঃ) এই ষোড়শ বর্ণ শোভিত ষোড়শদল পদ্ম। ছগলাণ্ড নামে সিদ্ধলিঙ্গের এবং শাকিনী শক্তি নামে অধিদেবতার অধিষ্ঠান ॥ ৯০ ॥

ধ্যানং করোতি যো নিত্যং স যোগীশ্বর পণ্ডিতঃ।
কিন্ত্বস্য যোগিনোঽন্যত্র বিশুদ্ধাখ্যে সরোরুহে।
চতুর্ব্বেদা বিভাসন্তে সরহস্যা নিধেরিব ॥ ৯১ ॥

যে ব্যক্তি এই চক্রের নিত্য ধ্যান করে, সে সুপণ্ডিত যোগীশ্বররূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। অপর এই বিশুদ্ধাখ্য চক্র ধ্যানে তন্মধ্যে সরহস্য চতুর্ব্বেদকে রত্নবৎ স্বপ্রকাশ্য দেখিতে পায় ॥ ৯১ ॥

রহঃস্থানে স্থিতোযোগী যদা ক্রোধবশোভবেৎ।
তদা সমস্তং ত্রৈলোক্যং কম্পতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৯২ ॥

তখন নির্জ্জন স্থানে বসিয়া যদি ঐ যোগী ক্রোধবশগ হয়, তবে সমস্ত ত্রিলোকী-তল কম্প কম্পান্বিত হইতে থাকে, তাহার কোন সংশয় নাই ॥ ৯২ ॥

ইহ স্থানে মনোযস্য দৈবাদ্যাতি লয়ং যদা।
তদা বাহ্যং পরিত্যজ্য সান্তরে রমতে ধ্রুবং ॥ ৯৩ ॥

এই বিশুদ্ধচক্র কণ্ঠপদ্ম ষোড়শদলে দৈবাৎ মনোলয় যে সাধকের হয়, সেই সাধক সমস্ত বাহ্যবিষয় অর্থাৎ বাহ্যেন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় পরিত্যাগ করিয়া স্বশরীরাভ্যন্তরেই রমণ করিতে থাকে ॥ ৯৩ ॥

তস্য নক্ষতি মায়াতি স্বশরীরস্য শক্তিতঃ।
সংবৎসরসহস্রেপি বজ্রাতিকঠিনস্য বৈ ॥ ৯৪ ॥

সেই সাধকের শরীর বজ্রাপেক্ষাও অতি কঠিন হয়, আধিব্যাধি প্রভৃতি হইতে তাহার শরীরের কোন ক্ষতি হয় না, বহু সম্বৎসর সানন্দে জীবিত থাকে ॥ ৯৪ ॥

যদা ত্যজতি তদ্ধ্যানং যোগীন্দ্রোঽবনিমণ্ডলে।
তদা বর্ষসহস্রাণি মন্যতে তৎক্ষণং কৃতী ॥ ৯৫ ॥
ইতি বিশুদ্ধচক্রবিবরণং ॥ ৫ ॥

যখন সেই ধ্যান ত্যাগ করে, তখন যোগীন্দ্র পুরুষ এই পৃথিবীতলে বহু সহস্র সর কালকেও ক্ষণকাল বোধে ক্ষেপ করে, অর্থাৎ তাহার পরমায়ু বৃদ্ধি হয় ॥ ৯৫ ॥

ইতি বিশুদ্ধচক্র বিবরণ ॥ ৫ ॥

আজ্ঞাপদ্মং ভ্রুবোর্ম্মধ্যং হক্ষোপেতং দ্বিপত্রকং।
শুক্লাখ্যং তন্মহাকালঃ সিদ্ধো দেব্যত্র হাকিনী ॥ ৯৬ ॥

ভ্রূদ্বয় মধ্যে শুক্লবর্ণ দ্বিদলপদ্ম, তাহাকেই আজ্ঞাপুরচক্র বলে, (হ ক্ষ) এই দুই অক্ষর দুই দল। শুক্লনামে মহাকাল তৎস্থানে সিদ্ধলিঙ্গ, তন্ত্রান্তরে তাঁহাকেই অর্দ্ধনারীশ্বর বলিয়া খ্যাত করিয়াছেন। ঐ আজ্ঞাচক্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা হাকিনী নাম্নী শক্তি ॥ ৯৬ ॥

শরচ্চন্দ্রনিভং তত্রাক্ষরবীজং বিজৃম্ভিতং।
পুমান্ পরমহংসোঽয়ং যজ্জ্ঞাত্বা নাবসীদতি ॥ ৯৭ ॥

ঐ পদ্ম মধ্যে কর্ণিকারে শরৎকালের চন্দ্রের ন্যায় নির্ম্মল শ্বেত বর্ণ (ঠং) চন্দ্রবীজ দীপ্তিমান আছেন। পরমহংস পুরুষ যে বীজ ধ্যানফলে অবসন্ন হয় না ॥ ৯৭ ॥

এতদেব পরং তেজঃ সর্ব্বতন্ত্রেষু মন্ত্রিণঃ।
চিন্তয়িত্বা পরাং সিদ্ধিং লভতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৯৮ ॥

এতৎ পরম তেজঃস্বরূপ আজ্ঞাচক্রবিষয় সর্ব্ব তন্ত্রেতে গোপন করিয়াছেন। সাধক ব্যক্তিরা যাঁহার চিন্তা করিয়া পরমাসিদ্ধি লাভ করেন, তাহাতে কোন সংশয় নাই ॥ ৯৮ ॥

তুরীয়ং ত্রিতয়ং লিঙ্গং তদাহং মুক্তিদায়কঃ।
ধ্যানমাত্রেণ যোগীন্দ্রো মৎসমো ভবতি ধ্রুবং ॥ ৯৯ ॥

তুরীয় স্থানে অর্থাৎ শিরোপরি সহস্রদলে যে তৃতীয় লিঙ্গ, সেই লিঙ্গরূপে আমি মুক্তিদায়ক। ধ্যানমাত্রে যোগীন্দ্রপুরুষ নিশ্চিত আমার সমান হয় ॥ ৯৯ ॥

ইড়াহি পিঙ্গলা খ্যাতা বরণাসীতি হোচ্যতে।
বারাণসী তয়োর্ম্মধ্যে বিশ্বনাথোত্র ভাষিতঃ ॥ ১০০ ॥

ইড়া পিঙ্গলা নামে খ্যাতা যে দুই নাড়ী, তাহাদিগকেই বরণা ও অসি বলিয়া উক্ত করিয়াছেন। ঐ ইড়া পিঙ্গলার মধ্যে যে স্থান, স্বশরীরে সেই স্থানের নাম বারাণসী, ইহা বিশ্বনাথ কর্ত্তৃক কথিত হইয়াছে॥ ১০০॥

এতৎ ক্ষেত্রস্য মাহাত্ম্যমৃষিভি স্তত্ত্বদর্শিভিঃ।
শাস্ত্রেষু বহুধাঃ প্রোক্তং পরং তত্ত্বং সুভাষিতং॥ ১০১॥

এই আজ্ঞাপুর ক্ষেত্রের মাহাত্ম্য এবং পরম তত্ত্ব, তত্ত্বদর্শী ঋষিগণ কর্ত্তৃক শাস্ত্রে বহু প্রকারে উক্ত হইয়াছে॥ ১০১॥

সুষুম্না মেরুণা যাতা ব্রহ্মরন্ধ্রং যতোঽস্তি বৈ।
ততশ্চৈষা পরাবৃত্যা তদাজ্ঞাপদ্ম দক্ষিণে।
বামনাসাপুটং যাতি গঙ্গেতি পরিগীয়তে॥ ১০২॥

সুষুম্না নাড়ীই মেরুদণ্ড সহযোগে গমন করিয়াছেন, যে স্থানে ব্রহ্মরন্ধ্র আছে। অনন্তর সুষুম্নার অপরাবৃত্তি দ্বারা আজ্ঞাচক্রের দক্ষিণে ইড়া নাড়ী বামনাসাপুটে গমন করিয়াছেন, তাহাকেই গঙ্গা বলিয়া উক্ত করেন॥ ১০২॥

ব্রহ্মরন্ধ্রে হি যৎপদ্মং সহস্রারং ব্যবস্থিতং।
তত্র কন্দে হি যা যোনি স্তস্যাং চন্দ্রো ব্যবস্থিতঃ।
ত্রিকোণাকারত স্তস্যা সুধা ক্ষরতি সন্ততং।
ইড়ায়ামমৃতং তত্র সমঃ স্রবতি চন্দ্রমাঃ।
অমৃতং বহতি ধারা ধারারূপং নিরন্তরং।
বামনাসাপুটং যাতি গঙ্গেত্যুক্তা হি যোগিভিঃ॥ ১০৩॥

ব্রহ্মরন্ধ্রে যে সহস্রদল পদ্ম সংস্থিত, তাহার মূলে যে যোনি আছে, সেই ত্রিকোণাকার যোনি হইতে নিরন্তর সুধা ক্ষরণ হইতেছে। সেই চন্দ্রসুধা সমান রূপে ইড়ানাড়ী দ্বারা স্রব হয়। স্রোতরূপে সেই অমৃতধারা নিরন্তর বাম নাসাপুটে গমন করিতেছে। একারণ ইড়া নাড়ীকে যোগিগণেরা গঙ্গা বলিয়া কহেন॥ ১০৩॥

আজ্ঞাপঙ্কজদক্ষাংশাদ্বামনাসাপুটং গতা।
উদগ্বহেতি তত্রেড়া বরণা সমুদাহৃতা॥ ১০৪॥

আজ্ঞাচক্রের দক্ষিণাংশ হইতে বামনাসাপুটে ঐ ইড়া গমন করিয়াছেন,

তাহাকেই উত্তরবাহিনী বলেন। অপরা শাখাও উত্তরে গমন করাতে, তাহার নাম বরণা হইয়াছে॥ ১০৪॥

ততোদ্বয়মিহ স্থানে বারাণস্যাস্তু চিন্তয়েৎ।
তদাকারা পিঙ্গলাপি তদাজ্ঞা কমলান্তরে।
দক্ষনাসাপুটে যাতি প্রোক্তাস্মাভিরসীতি বৈ॥ ১০৫॥

অতএব ইড়া পিঙ্গলাদ্বয় নাড়ীর মধ্যস্থানে ইহ শরীরে বারাণসীকে চিন্তা করিবেক। এই ইড়া যে রূপে আসিয়াছেন, সেই রূপ পিঙ্গলা নাড়ীও আজ্ঞা-চক্রের বামাংশ হইতে দক্ষিণ নাসাপুটে গমন করিয়াছেন, একারণ আমরা তাহাতে অসি বলিয়া উক্ত করিয়াছি॥ ১০৫॥

মূলাধারে হি যৎপদ্মং চতুষ্পত্রং ব্যবস্থিতং।
তত্র মধ্যে হি যা যোনি স্তস্যাং সূর্য্যো ব্যবস্থিতঃ॥ ১০৬॥

মূলাধারে যে চতুর্দ্দল পদ্ম সংস্থিত, তন্মধ্যে যে যোনি, তাহাতে সূর্য্য সংস্থিতি করেন॥ ১০৬॥

তৎসূর্য্যমণ্ডলাদ্বারং বিষং ক্ষরতি সন্ততং।
পিঙ্গলায়াং বিষং যত্র স্বয়ং যাত্যতিতাপনং॥ ১০৭॥

সেই সূর্য্যমণ্ডল হইতে ধারারূপ বিষজল নিয়ত ক্ষরণ হইতেছে, অতি তাপন সেই বিষ পিঙ্গলাতে স্বয়ং বহিতেছে॥ ১০৭॥

বিষং তত্র বহন্তী যা ধারারূপং নিরন্তরং।
দক্ষনাসাপুটে যাতি কল্পিতেয়ন্তু পূর্ব্ববৎ॥ ১০৮॥

ধারারূপ সেই বিষকে নিরন্তর পিঙ্গলা বহন করিতেছেন, যে রূপ ইড়া বামনাসাতে গমন করিয়াছেন, সেই রূপ পিঙ্গলাও দক্ষিণ নাসাপুটগতা হইয়াছেন॥১০৮॥

আজ্ঞাপঙ্কজ বামস্যাদ্দক্ষনাসাপুটং গতা।
ঊদগ্বহা পিঙ্গলাপি পুরাসীতি প্রকীর্ত্তিতা॥ ১০৯॥

পিঙ্গলা আজ্ঞাপদ্মের বামদিক হইতে দক্ষিণনাসাপুটে উত্তরবাহিনী হইয়া গমন করাতে, তাঁহাকে অসি বলিয়া খ্যাতা করেন॥ ১০৯॥

আজ্ঞাপদ্মমিদং প্রোক্তং পত্রং প্রোক্তং মহেশ্বরঃ।
পীঠত্রয়ং ততশ্চোর্দ্ধং নিরুক্তং যোগচিন্তকৈঃ।
তদ্বিন্দুনাদশক্ত্যাখ্যো ভালপদ্মে ব্যবস্থিতঃ॥ ১১০॥

ইহাকেই আজ্ঞাচক্র দ্বিদল পদ্ম মহেশ্বর কহিয়াছেন। তদূর্দ্ধে পীঠত্রয় আছে, ইহা তত্ত্বচিন্তক যোগিগণ কর্ত্তৃক উক্ত হইয়াছে। সেই বিন্দুনাদ ও শক্তি এই তিন কপালপদ্মে অধিষ্ঠিত হয়॥ ১১০॥

যঃ করোতি সদাধ্যানমাজ্ঞাপদ্মস্য গোপিতং।
পূর্ব্বজন্মকৃতং কর্ম্ম বিনশ্যেদবিরোধতঃ॥ ১১১॥

যে সাধক নিরন্তর এই সুগোপিত আজ্ঞাচক্র ও দ্বিদল পদ্ম ধ্যান করে, তাহার অবিরোধে পূর্ব্বজন্মকৃত কর্ম্ম সকল বিনাশ হইয়া যায়॥ ১১১॥

ইহ স্থিতো যদা যোগী ধ্যানং কুর্য্যান্নিরন্তরং।
তদা করোতি প্রতিমা প্রতিজল্পমনর্থবৎ॥ ১১২॥

ইহ শরীরস্থিত যোগী যখন যোগ নির্ভর মানসে নিরন্তর ইহার ধ্যান করে, তখন প্রতিমা পূজা ও জপাদিকে নিরর্থ জল্পনা বলিয়া তাহার জ্ঞান অবশ্যই হয়॥ ১১২॥

যক্ষরাক্ষসগন্ধর্ব্বা অপ্সরোগণ কিন্নরাঃ।
সেবন্তে চরণন্তস্য সর্ব্বে তস্য বসানুগা॥ ১১৩॥

কেন না, যক্ষ রাক্ষস গন্ধর্ব্ব কিন্নর অপ্সরগণেরা তাহার বশীভূত হইয়া সকলেই তাহার চরণ সেবা করে॥ ১১৩॥

করোতি রসনাং যোগী প্রবিষ্টাং বিপরীতগাং।
লম্বিকোর্দ্ধেষু গর্ত্তেষু ধৃত্বা ধ্যানং ভয়াপহং।
অস্মিন্ স্থানে মনোযস্য ক্ষণার্দ্ধং বর্ত্ততে চলং।
তস্য সর্ব্বাণি পাপানি সংক্ষয়ং যান্তি তৎক্ষণাৎ॥ ১১৪॥

যোগী মরণাদি ভয় নিবারণ ধ্যান করিয়া, বিপরীতগামিনী রসজ্ঞাকে ঊর্দ্ধ-লম্বিক গর্ত্তে অর্থাৎ তালুমূলে প্রবিষ্টা করিয়া ক্ষণার্দ্ধকাল যদি মনকে অচল রাখিতে পারে, তবে তাহার তৎক্ষণমাত্রেই সমস্ত পাপ ক্ষয় হইয়া যায়॥ ১১৪॥

যানি যানীহি প্রোক্তানি পঞ্চপদ্মে ফলানি বৈ ।
তানি সর্ব্বাণি সুতরামেতজ্জ্ঞানাদ্ভবন্তি হি ॥ ১১৫ ॥

মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ এই পঞ্চ পদ্মের যে ফল আমি কহিয়াছি, সেই সমস্ত পদ্মের সম্যক্ ফল, এই আজ্ঞাচক্র জ্ঞানে সাধকের লাভ হয় ॥ ১১৫ ॥

যঃ করোতি সদাভ্যাসমাজ্ঞাপদ্মে বিচক্ষণঃ ।
বাসনায়া মহাবন্ধং তিরস্কৃত্য প্রমোদতে ॥ ১১৬ ॥

যে ব্যক্তি আজ্ঞাপদ্মে মন ধারণা নিমিত্ত সর্ব্বদা অভ্যাস করে, সে ব্যক্তি বাসনাবন্ধকে তিরস্কার করতঃ প্রমোদিত থাকে ॥ ১১৬ ॥

প্রাণপ্রয়াণসময়ে তৎপদ্মং যঃ স্মরন্ সুধীঃ ।
ত্যজেৎ প্রাণাং সধর্ম্মাত্মা পরমাত্মনি লীয়তে ॥ ১১৭ ॥

প্রাণ প্রয়াণকালে এতৎ পদ্ম স্মরণ করতঃ যে সাধক প্রাণ পরিত্যাগ করে সেই ধর্ম্মাত্মা সাধক পরমাত্মাতে লীন হইয়া যায় ॥ ১১৭ ॥

নিষ্ঠন্ গচ্ছন্ স্বপন্ জাগ্রন্ যোধ্যানং কুরুতে নরঃ ।
পাপকর্ম্ম বিকুর্ব্বাণো নহি মজ্জতি কিল্বিষে ॥ ১১৮ ॥

দণ্ডায়মান্ বা গমন করিতেং অথবা শয়ন করিয়া নিদ্রাকালে ও জাগ্রদবস্থায় যে কোন সময়ে হউক, যে সাধক সর্ব্বদা ধ্যান করে, পাপকর্ম্ম করিলেও সে সাধব পাপে লিপ্ত হয় না ॥ ১১৮ ॥

যোগী বন্ধাদ্বিনির্ম্মুক্তঃ স্বীয়য়া প্রভয়াস্বয়ং ।
দ্বিদলধ্যানমাহাত্ম্যং কথিতুং নৈব শক্যতে ।
ব্রহ্মাদিদেবতাশ্চৈব কিঞ্চিন্মত্তোবিদন্তিতে ॥ ১১৯ ॥

ইতি আজ্ঞাপূরচক্রমাহাত্ম্যং ॥ ৬ ॥

দ্বিদলপদ্ম ধ্যানে যোগী স্বীয় তেজোদ্বারা সমস্ত বন্ধ হইতে পরিমুক্ত হয়। অতএব দ্বিদল পদ্ম ধ্যানের যে কি মাহাত্ম্য তাহা কহিতে পারা যায় না। ব্রহ্মাদি দেবতারা আমার নিকট উপদেশ পাইয়া কিঞ্চিৎ জানিয়াছেন এই মাত্র ॥ ১১৯ ॥

অত ঊর্দ্ধং তালুমূলে সহস্রারং সুশোভনং।
অস্তি যত্র সুষুম্নায়া মূলং স বিররং স্থিতং ॥ ১২০ ॥

অনন্তর ঊর্দ্ধ তালুমূলে সুশোভিত সহস্রদল পদ্ম আছে, যে স্থানে স্বচ্ছিদ্র সুষুম্না নাড়ীর মূল সংস্থিত হয়॥ ১২০ ॥

তালূমূলে সুষুম্নাস্য অধোবক্ত্রা প্রবর্ত্ততে।
মূলাধারণ যোন্যন্তা সর্ব্বনাড়ী সমাশ্রিতাঃ।
তাবীজভূভাতত্ত্বস্য ব্রহ্মমার্গপ্রদায়িকাঃ ॥ ১২১ ॥

তালুমূলে সুষুম্নার মুখ, মূলাধার অবধি যোনি স্থান পর্য্যন্ত আর সমস্ত নাড়ী, অধোমুখা হইয়া সুষুম্নাকে সমাশ্রয় করিয়া রহিয়াছে, সেই সকল নাড়ী ব্রহ্মপথ-প্রদায়িনী তত্ত্বজ্ঞানের বীজভূতা হয় ॥ ১২১ ॥

তালূস্থানে চ যৎ পদ্মং সহস্রারং পুরাহিতং।
তৎকন্দে যোনিরেকাস্তি পশ্চিমাভিমুখীমতা ॥ ১২২ ॥

পূর্ব্বে তালুমূলে সহস্রদল পদ্ম যে উক্ত হইয়াছে, তাহার মূলে অধোমুখ ত্রিকোণাকার এক যন্ত্র আছে ॥ ১২২ ॥

তস্যা মধ্যে সুষুম্নায়া মূলং সবিবরং স্থিতং।
ব্রহ্মরন্ধ্রং তদেবোক্তমামূলাধারপঙ্কজং ॥ ১২৩ ॥

তাহার মধ্যেই সচ্ছিদ্র সুষুম্না নাড়ীর মূল, তাহাকেই ব্রহ্মরন্ধ্র বলে এবং তাহারই মূলাধার পদ্ম সংজ্ঞা হয় ॥ ১২৩ ॥

ততস্তদ্রন্ধ্রে তচ্ছক্তিঃ সুষুম্না কুণ্ডলী সদা।
সুষুম্নায়াং সদা শক্তিশ্চিত্রাস্যাম্মম বল্লভে।
তস্যাং মম মতে কার্য্যা ব্রহ্মরন্ধ্রাদিকল্পনা ॥ ১২৪ ॥

সেই সুষুম্নার রন্ধ্রে তৎশক্তি কুণ্ডলিনী সর্ব্বদা অধিষ্ঠান করেন। হে মম বল্লভে! সুষুম্নাতে চিত্রা নামে শক্তি আছে, আমার মতে সেই চিত্রাতেই ব্রহ্মরন্ধ্রাদি কল্পনা করা হয় ॥ ১২৪ ॥

যস্য স্মরণমাত্রেণ ব্রহ্মজ্ঞত্বং প্রজায়তে।
পাপক্ষয়শ্চ ভবতি ন ভূয়ঃ পুরুষোভবেৎ ॥ ১২৫ ॥

যাঁহার স্মরণ মাত্রেই ব্রহ্মজ্ঞানাদি ক্ষমতা জন্মে, ও সমস্ত পাপের পরিক্ষয় হয়, আর পুনর্ব্বার জন্মগ্রহণ করিতে হয় না ॥ ১২৫ ॥

প্রবেশিতং চলাঙ্গুষ্ঠং মুখে স্বস্য নিবেশয়েৎ।
তেনাত্র নবহত্যেব দেহচারী সমীরণঃ ॥ ১২৬ ॥

প্রবেশিত এবং প্রচলিত অঙ্গুষ্ঠকে স্বমুখে নিবিষ্ট করিবে, তদ্দ্বারা দেহচারী বায়ু স্থির থাকিবে ॥ ১২৬ ॥

তেন সংসারচক্রেস্মিন্ ভ্রমতীত্যেব সর্ব্বদা।
তদর্থ যে প্রবর্ত্তন্তে যোগী ন প্রাণধারণে।
তত এবাখিলা নাড়ী বিরুদ্ধা চাষ্টবেষ্টনং।
ইয়ং কুণ্ডলিনীশক্তিরন্ধ্রং ত্যজতি নান্যথা ॥ ১২৭ ॥

সেই কারণ ইহ সংসারচক্রে জীবের সর্ব্বদা ভ্রমণ হয়, তন্নিমিত্ত যোগী প্রাণধারণের নিমিত্ত কেবল প্রবর্ত্তিত নহে, তদভ্যাসে সমস্ত নাড়ী অষ্টপ্রকার বন্ধনে বিরুদ্ধা হয়, অর্থাৎ কামক্রোধাদি অষ্ট দোষে আবদ্ধ হয় না, সেই সকল নাড়ী সরলা হইলে, এই কুণ্ডলিনী শক্তি চৈতন্যবিশিষ্টা হইয়া, ব্রহ্মরন্ধ্রকে ত্যাগ করতঃ মুক্তিপথ প্রদর্শন করান্, তাহার অন্যথা নাই ॥ ১২৭ ॥

যদা পূর্ণাসু সর্ব্বাসু সংনিরুদ্ধানিলা স্তদা।
বন্ধত্যাগে কুণ্ডলীন্যা মুখং রন্ধ্রাদ্বহি র্ভবেৎ ॥ ১২৮ ॥

যখন সম্পূর্ণ সকল নাড়ীতে বায়ু সম্পূর্ণ নিরুদ্ধ হয়, তখন ব্রহ্মরন্ধ্রকে পরিত্যাগ করিয়া, কুণ্ডলিনীর মুখ ব্রহ্মরন্ধ্র হইতে বাহির হইয়া যায় ॥ ১২৮ ॥

সুষুম্নায়াং স দৈবায়ং বহেৎ প্রাণসমীরণঃ।
মূলপদ্মাস্থিতা যোনি র্বামদক্ষিণকোণতঃ।
ইড়া পিঙ্গলয়োর্ম্মধ্যে সুষুম্না যোনিমধ্যগা ॥ ১২৯ ॥

তখন সুষুম্নাতেই সর্ব্বদা প্রাণবায়ু বহিতে থাকে। মূলাধারপদ্মস্থিত যোনিমণ্ডল, তাহার দক্ষিণ ও বামকোণে ইড়া পিঙ্গলা নাড়ী, যোনিমধ্যকোণ হইতে সুষুম্নার গতি হয় ॥ ১২৯ ॥

ব্রহ্মরন্ধ্রন্তু তত্রৈব সুষুম্নাধারমণ্ডলে।
যো জানাতি স মুক্তঃ স্যাৎ কর্ম্মবন্ধাদ্বিচক্ষণঃ ॥ ১৩০ ॥

সেই আধারমণ্ডলে সুষুম্নাছিদ্রই ব্রহ্মরন্ধ্র হয়, ইহাকে যে জানে সেই যোগী, সেই বিচক্ষণ, সমস্ত কর্ম্মবন্ধন হইতে পরিমুক্ত হয় ॥ ১৩০ ॥

ব্রহ্মরন্ধ্রমুখে তাসাং সঙ্গমস্যাদসংশয়ঃ।
যস্মিন্ স্নানে স্নাতকানাং মুক্তিস্যাদবিরোধতঃ ॥ ১৩১ ॥

ব্রহ্মরন্ধ্রমুখে নিঃসংশয় ইড়া পিঙ্গলা সুষুম্নার সঙ্গম, সেই সঙ্গম স্থানকেই প্রয়াগ বলে। যে স্থানে স্নান করিলে স্নাতকদিগের অবিরোধেতে মুক্তি হয় ॥১৩১॥

গঙ্গাযমুনয়োর্মধ্যে বহত্যেষা সরস্বতী।
তাসান্তু সঙ্গমে স্নাত্বা ধন্যো যাতি পরাগতিং ॥ ১৩২ ॥

গঙ্গা যমুনা নদীদ্বয়ের মধ্যে সরস্বতী নদী বহিতেছেন, তাঁহাদিগের সঙ্গমে স্নান করিলে জীবমাত্রেই পরমাগতি প্রাপ্ত হয়। অর্থাৎ ইহ দেহ ধারণের সফলতা হয় ॥ ১৩২ ॥

ইড়া গঙ্গাপুরাপ্রোক্তা পিঙ্গলা চার্কপুত্রিকা।
মধ্যাসরস্বতীপ্রোক্তা তাসাং সঙ্গোতিদুর্ল্লভঃ ॥ ১৩৩ ॥

ইড়া নাড়ীকে গঙ্গা ও পিঙ্গলাকে যমুনা বলিয়া পূর্ব্বে উক্তি করা গিয়াছে, তন্মধ্যগামিনী সুষুম্না নাড়ী সরস্বতী নামে উক্তা, তাহারদিগের সঙ্গম অতি দুর্লভ ॥ ১৩৩ ॥

সিতাসিতে সঙ্গমে যো মনসা স্নানমাচরেৎ।
সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তো যাতি ব্রহ্মসনাতনং ॥ ১৩৪ ॥

ইড়া পিঙ্গলা সঙ্গমে যে সাধক মানস স্নানের সমাচরণ করে, সেই সাধক সর্ব্বপাপে পরিমুক্ত হইয়া, সনাতন পরব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হয় ॥ ১৩৪ ॥

ত্রিবেণ্যাং সঙ্গমে যো বৈ পিতৃকর্ম্মসমাচরেৎ।
তারয়িত্বা পিতৃন্ সর্ব্বান্ স যাতি পরমাং গতিং ॥ ১৩৫ ॥

ত্রিবেণী সঙ্গমে যে ব্যক্তি পিতৃকর্ম্ম সমাচরণ করে, সেই জীব সমস্ত পিতৃগণের উদ্ধার করিয়া, আপনি স্বয়ং পরমাগতি প্রাপ্ত হয় ॥ ১৩৫ ॥

নিত্যং নৈমিত্তিকং কাম্যং প্রত্যহং যঃ সমাচরেৎ।
মনসা চিন্তয়িত্বা তু সোঽক্ষয়ং ফলমাপ্নুয়াৎ ॥ ১৩৬ ॥

নিত্য কি নৈমিত্তিক অথবা কাম্যকর্ম্মাদি যে ব্যক্তি প্রত্যহ তৎসঙ্গমে সমাচরণ করে, কিম্বা মনদ্বারা চিন্তা করিলেও সেই ব্যক্তি অক্ষয় ফল প্রাপ্ত হয় ॥ ১৩৬ ॥

সকৃদ্‌যঃ কুরুতে স্নানং স্বর্গে সৌখ্যং ভুনক্তি সঃ।
দগ্ধান্ পাপানশেষান্বৈ যোগী শুদ্ধমতিঃ স্বয়ং ॥ ১৩৭ ॥

একবার যে স্বয়ং শুদ্ধমতি যোগী ত্রিবেণী সঙ্গমে স্নান করে, সেই যোগী অশেষ পাপরাশিকে দগ্ধ করিয়া, স্বর্গীয় সুখভোগ করিতে থাকে ॥ ১৩৭ ॥

অপবিত্রঃ পবিত্রো বা সর্ব্বাবস্থাঙ্গতোপি বা।
স্নানাচরণমাত্রেণ পূতো ভবতি নান্যথা ॥ ১৩৮ ॥

অপবিত্র বা পবিত্র কি সর্ব্বাবস্থগত ব্যক্তি ত্রিবেণী সঙ্গমে স্নানমাত্রেই পবিত্র হয়, ইহার অন্যথা নাই ॥ ১৩৮ ॥

মৃত্যুকালে প্লুতং দেহং ত্রিবেণ্যাঃ সলিলে সদা।
বিচিন্ত্য য স্ত্যজেৎ প্রাণান্ সঃ তদা মোক্ষমাপ্নুয়াৎ॥ ১৩৯।

মৃত্যুকালে ত্রিবেণীসলিলে আপ্লুত দেহ যদি ইহা চিন্তা করিয়া প্রাণ পরিত্যাগ করে। তবে সেই জীব তৎক্ষণমাত্রেই মোক্ষপদ প্রাপ্ত হয় ॥ ১৩৯ ॥

নাতঃপরতরং গুহ্যং ত্রিষু লোকেষু বিদ্যতে।
গোপ্তব্যং স প্রযত্নেন ন চাখ্যেয়ং কদাচন ॥ ১৪০ ॥

ত্রিলোক মধ্যে ইহার পর গুহ্যতর তীর্থ আর নাই। অতএব সমস্ত প্রকার যত্নদ্বারা গোপন করিবে, কদাচ প্রকাশ করিয়া কহিবে না ॥ ১৪০ ॥

ব্রহ্মরন্ধ্রে মনোদত্ত্বা ক্ষণার্দ্ধং যদি তিষ্ঠতি।
সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তঃ স যাতি পরমাং গতিং॥ ১৪১॥

ব্রহ্মরন্ধ্রে মনঃ অর্পণ করতঃ ক্ষণার্দ্ধকাল যদি স্থির থাকে। তবে সেই সাধক সর্ব্বপাপে বিনির্ম্মুক্ত হইয়া পরমা গতিকে লাভ করে॥ ১৪১॥

অস্মিন্ লীনং মনো যস্য স যোগী ময়ি লীয়তে।
অনিমাদিগুণান্ ভুক্তা স্বেচ্ছয়া পুরুষোত্তমঃ॥ ১৪২॥

ঐ ব্রহ্মরন্ধ্রেতে যাহার মন লীন হয়, সেই পুরুষোত্তম যোগী, ইহলোকে স্বীয় ইচ্ছাপূর্ব্বক অনিমাদি গুণভোগ করতঃ দেহাবসানে আমাতে লয় পায়॥ ১৪২॥

এতদ্ব্রহ্মজ্ঞানমাত্রেণ মর্ত্যঃ সংসারেস্মিন্ বল্লভো মে
ভবেৎ সঃ। পাপং জিত্বা মুক্তিমার্গাধিকারী জ্ঞানং দত্ত্বা
তারয়েত্যদ্ভুতং বৈ॥ ১৪৩॥

এই ব্রহ্মরন্ধ্র জ্ঞানমাত্র জীব ইহসংসারে আমার অত্যন্ত বল্লভ হয়, এবং পাপ সমূহকে জয় করিয়া, মুক্তিপথের অধিকারী হয়। এতদ্ভিন্ন জ্ঞানপ্রদানে অনেক জীবকেও উদ্ধার করে॥ ১৪৩॥

চতুর্ম্মুখাদিত্রিদশৈরগম্যং যোগিবল্লভং।
প্রযত্নেন সুগোপ্যং তদ্ব্রহ্মরন্ধ্রং ময়োদিতং॥ ১৪৪॥

এই জ্ঞান যোগিদিগের বল্লভ, ইহার পথ ব্রহ্মাদি দেবগণের অগম্য, অতএব আমা কর্ত্তৃক উক্ত এই ব্রহ্মরন্ধ্রজ্ঞান অতি প্রযত্ন দ্বারা সুগোপনীয় হয়॥ ১৪৪॥

পুরা ময়োক্তা যা যোনিঃ সহস্রারসরোরুহে।
তদধো বর্ত্ততে চন্দ্র স্তদ্ধ্যানং ক্রিয়তে বুধৈঃ॥ ১৪৫॥

আমাকর্ত্তৃক পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, সহস্রদল পদ্মমধ্যে যে যোনিমণ্ডল, সেই যোনিমণ্ডলের অধোবর্ত্তিত চন্দ্রমণ্ডল, সেই চন্দ্রমণ্ডলের ধ্যান যোগিগণেরা সর্ব্বদাই করেন॥ ১৪৫॥

যস্য স্মরণমাত্রেণ যোগীন্দ্রোঽবনিমণ্ডলে।
পূজ্যো ভবতি দেবানাং সিদ্ধানাং সম্মতো ভবেৎ ॥ ১৪৬ ॥

যাঁহার স্মরণমাত্রেই যোগীন্দ্র পুরুষেরা পৃথিবীতলে সকলের পূজ্য হন, এবং দেবলোক ও সিদ্ধলোকদিগের সম্মত পুরুষ হন, অর্থাৎ সমতুল্য হন ॥ ১৪৬ ॥

শিরঃকপালবিবরে ধ্যায়েদ্দুগ্ধ মহোদধিং।
তত্র স্থিতা সহস্রারে পদ্মে চন্দ্রং বিচিন্তয়েৎ ॥ ১৪৭ ॥

শিরঃস্থিত তালুকুহরে দুগ্ধসমুদ্রকে ধ্যান করিবে। সেই স্থানে স্থিত হইয়া সহস্রদল পদ্মমধ্যে সোমরূপ চন্দ্রকে চিন্তা করিবে ॥ ১৪৭ ॥

শিরঃকপালে বিবরে দ্বিরষ্টকলয়াযুতঃ।
পীযূষভানুং হংসাখ্যং ভাবয়েত্তং নিরঞ্জনং।
নিরন্তরং কৃতাভ্যাসাত্রিদিনে পশ্যতি ধ্রুবং।
দৃষ্টিমাত্রেণ পাপৌঘং দহত্যেব স সাধকঃ ॥ ১৪৮ ॥

মস্তক কপালের মধ্যবিবরে ষোড়শকলাযুক্ত এবং পীযূষ কিরণ হংসাখ্য নিরঞ্জনকে ধ্যান করিবে। নিরন্তর অভ্যাস করিলে তিন দিনের পর তাঁহার দর্শন হয়। দর্শনমাত্রেই সাধক সমস্ত পাপকে দহন করে ॥ ১৪৮ ॥

অনাগতঞ্চ স্ফুরতি চিত্তশুদ্ধির্ভবেৎ খলু।
সদ্যঃ কৃত্বাপি দহতি মহাপাতকপঞ্চকং ॥ ১৪৯ ॥

অনাগত বিষয়ের স্ফূর্ত্তি হয়, নিশ্চিতরূপ চিত্তশুদ্ধি হয়, ক্ষণমাত্র চিন্তা করিলে পঞ্চ মহাপাতককে ভস্মসাৎ করে ॥ ১৪৯ ॥

আনুকূল্যং গ্রহা যান্তি সর্ব্বে নশ্যন্ত্যুপদ্রবাঃ।
উপসর্গাঃ সমং যান্তি যুদ্ধে জয়মবাপ্নুয়াৎ।
খেচরী ভূচরী সিদ্ধি র্ভবেচ্ছিরেন্দুদর্শনাৎ।
ধ্যানাদেব ভবেৎ সর্ব্বং নাত্র কার্য্যা বিচারণা।
সততাভ্যাসযোগেন সিদ্ধো ভবতি নান্যথা।

সত্যং সত্যং পুনঃ সত্যং মমতুল্যা ভবেদ্ধ্রুবং।
যোগশাস্ত্রেঽপ্যভিরতং যোগিনাং সিদ্ধিদায়কং॥ ১৫০॥

ইতি আজ্ঞাপুরচক্রবর্ণনং॥ ৬॥

সমস্ত বিরুদ্ধ গ্রহেরা অনুকূল হন, সমস্ত উপদ্রবের বিনাশ হয়, সমস্ত উপসর্গ সমতা হয় ও যুদ্ধে জয়লাভ হয়, খেচরী ও ভূচরী সিদ্ধ হয়, শিরঃস্থিত চন্দ্র দর্শনেতে ও ধ্যানেতে উক্ত সকল বিঘ্নের শান্তি হয়, তাহার আর বিচার করিবার আবশ্যক নাই। সর্ব্বদাই অভ্যাসযোগে যে সিদ্ধ হয়, তাহার অন্যথা নাই। আমি ত্রিসত্য করিয়া কহিতেছি, নিশ্চিত সেই সাধক আমার তুল্য হয়। অভিরত যোগে যোগিদিগের এই যোগশাস্ত্র সিদ্ধিদায়ক হয়॥ ১৫০॥

ইতি আজ্ঞাপুরচক্র বর্ণন॥ ৬॥

অত ঊর্দ্ধং দিব্যরূপং সহস্রারং সরোরুহং।
ব্রহ্মাণ্ডাখ্যস্য দেহস্য বাহ্যে তিষ্ঠতি মুক্তিদং॥ ১৫১॥

অনন্তর তালুমূলের ঊর্দ্ধভাগে দিব্যরূপ সহস্রদল পদ্ম, সেই সহস্রদলপদ্ম মুক্তিপ্রদ, ব্রহ্মাণ্ডরূপ দেহের বাহিরে অবস্থিত হয়॥ ১৫১॥

কৈলাসো নাম তস্যৈব মহেশো যত্র তিষ্ঠতি।
অকুলাখ্যো বিলাসী চ ক্ষয়বৃদ্ধিবিবর্জ্জিতঃ॥ ১৫২॥

সেই সহস্রদল পদ্মেরই নাম কৈলাস, সেই কৈলাসাখ্য স্থান যাহাতে মহেশ্বরের নিত্য অধিষ্ঠান। যিনি মহেশ্বরাখ্য পরম শিব, তাঁহাকেই নকুল বলে, তিনি নিত্যবিলাসী, তাঁহার ক্ষয়োদয় নাই॥ ১৫২॥

স্থানস্যাস্য জ্ঞানমাত্রেণ নৃণাং সংসারেঽস্মিন্ সম্ভবো
নৈব ভূয়ঃ। ভূতগ্রাম্যং সন্ততাভ্যাসযোগাৎকর্ত্তুং হর্ত্তুং
স্যাচ্চ শক্তিঃ সমগ্রাঃ॥ ১৫৩॥

সেই স্থানের জ্ঞানমাত্রে জীব সকলের ইহসংসারে পুনর্জ্জন্ম হয় না। নিরন্তর ঐ জ্ঞানাভ্যাসযোগেতে সাধকের এই বিশ্বসর্জ্জন সংহারণাদি সমস্ত ক্ষমা জন্মে॥ ১৫৩।

স্থানে পরে হংসনিবাসভূতে কৈলাসনাম্নীহ নিবিষ্টচেতাঃ।
যোগী হতব্যাধিরথঃ কৃতাধিরায়ুশ্চিরং জীবতিমৃত্যু
মুক্তঃ॥ ১৫৪॥

কৈলাসাখ্য পরমহংস নিবাসরূপ সহস্রদল পদ্মে নিবিষ্ট চিত্ত যে যোগীর হয়, তাহার আধিব্যাধি নিধনাদি হয় না, অর্থাৎ মৃত্যুপাশে বিমুক্ত ও চিরায়ু দীর্ঘজীবী হয়॥ ১৫৪॥

চিত্তবৃত্তি র্যদা লীনঃ কুলাখ্যে পরমেশ্বরে।
তদা সমাধি সাম্যেন যোগী নিশ্চলতাং ব্রজেৎ॥ ১৫৫॥

যে সাধকের কুলাখ্য পরমেশ্বরে যখন চিত্তবৃত্তি বিলীন হয়। তখন সমাধি সাম্য সেই যোগিপুরুষ নিশ্চল চিত্ততাকে লাভ করে॥ ১৫৫॥

নিরন্তরকৃত ধ্যানাজ্জগদ্বিস্মরণং ভবেৎ।
তদা বিচিত্রসামর্থং যোগিনো ভবতি ধ্রুবং॥ ১৫৬॥

নিরন্তর ধ্যান করণে এই জগৎ বিস্মরণ হয়, এবং বিচিত্র সামর্থ জন্মে॥ ১৫৬॥

তস্মাদ্গলিতপীযূষং পিবেদ্যোগী নিরন্তরং।
মৃত্যোর্মৃত্যুং বিধায় স কুলং জিত্বা সরোরুহে।
অত্র কুণ্ডলিনীশক্তি র্লয়ং যাতি কুলাভিধা।
তদা চতুর্ব্বিধা সৃষ্টি র্লীয়তে পরমাত্মনি॥ ১৫৭॥

সেই সহস্রদলপদ্ম হইতে বিগলিত পীযূষ রস যে যোগী নিরন্তর পান করে, সেই যোগী আপনার মৃত্যুর মৃত্যু বিধান করতঃ কুলজয় করিয়া চিরজীবী হয়। ঐ সহস্রদল কমলে কুলরূপা কুণ্ডলিনী শক্তির লয় হয়। কুণ্ডলিনীর লয়ে চতুর্ব্বিধা সৃষ্টিও পরমাত্মাতে লয় পায়॥ ১৫৭॥

যজ্জ্ঞাত্বা প্রাপ্যবিষয়ং চিত্তবৃত্তির্ব্বিলীয়তে।
তস্মিন্ পরিশ্রমং যোগী করোতি নিরপেক্ষকঃ॥ ১৫৮॥

যে সহস্রদলকে জানিলে বিষয়প্রাপ্ত হইলেও চিত্তবৃত্তির বিলয় হয়, সেই সহস্র দল কমল পরিজ্ঞানার্থ নিরপেক্ষক রূপে যোগিজনে পরিশ্রম করেন ॥ ১৫৮ ॥

চিত্তবৃত্তির্যদা লীনা তস্মিন্ যোগী ভবেদ্ধ্রুবং।
তদা বিজ্ঞায়তে খণ্ড জ্ঞানরূপী নিরঞ্জনঃ ॥ ১৫৯ ॥

সেই সহস্রদলে যোগিদিগের চিত্তবৃত্তি যখন নিশ্চিত বিলীন হয়, তখন অখণ্ড জ্ঞানরূপী নিরঞ্জন পরমাত্মার স্বরূপতা লাভ করিয়া সমস্ত বিষয়ে জয়যুক্ত হয় ॥১৫৯॥

ব্রহ্মাণ্ডবাহ্যে সংচিন্ত্য স্বপ্রতীকং যথোদিতং।
তমাবেশ্য মহচ্ছূন্যং চিন্তয়েদবিরোধতঃ ॥ ১৬০ ॥

ব্রহ্মাণ্ডের বাহিরে পূর্ব্বোক্ত স্বপ্রতীক সংচিন্তা করতঃ তাহাতে চিত্তকে আবিষ্ট করিয়া, অবিরোধে মহৎশূন্যকে চিন্তা করিবে ॥ ১৬০ ॥

আদ্যন্তমধ্যশূন্যন্তৎ কোটিসূর্য্যসমপ্রভং।
চন্দ্রকোটিপ্রতীকাশমভ্যস্য সিদ্ধিমাপ্নুয়াৎ ॥ ১৬১ ॥

আদ্য অন্ত মধ্যশূন্য, এই ত্রিশূন্য শূন্যরূপ কোটি সূর্য্যের সমান প্রভাযুক্ত। চন্দ্রকোটিতুল্য সুপ্রসন্ন প্রকাশ, তাহাকে অভ্যাস করিলে পরমা সিদ্ধি লাভ হয় ॥ ১৬১ ॥

এতদ্ধ্যানং সদা কুর্য্যাদনালস্যং দিনে দিনে।
তস্য স্যাৎ সকলা সিদ্ধি র্বৎসরান্নাত্র সংশয়ঃ ॥ ১৬২ ॥

যে সাধক দিন দিন অনালস্য এতৎ শূন্যধ্যান সর্ব্বদা করে, তাহার এক বৎসর মধ্যেই সকল সিদ্ধি লাভ হয়, ইহার সংশয় নাই ॥ ১৬২ ॥

ক্ষণার্দ্ধং নিশ্চলং তত্র মনোযস্য ভবেদ্ধ্রুবং।
সএব যোগী সদ্ভক্তঃ সর্ব্বলোকেষু পূজিতঃ ॥ ১৬৩ ॥

ক্ষণার্দ্ধকাল যাহার মন শূন্যধ্যানে নিশ্চল হয়, সেই যোগী, সেই সাধু, সেই ভক্ত, সর্ব্বলোকে সেই সাধক পূজিত হয় ॥ ১৬৩ ॥

তস্য কল্মষসংঘাত স্তৎক্ষণাদেব নশ্যতি ॥ ১৬৪ ॥

তাহার তৎক্ষণ মাত্রেই সমস্ত পাতকের বিনাশ হয় ॥ ১৬৪ ॥

যং দৃষ্ট্বা ন প্রবর্ত্তন্তে মৃত্যুসংসারবর্ত্মনি।
অভ্যসেত্তং প্রযত্নেন স্বাধিষ্ঠানেন বর্ত্মনা ॥ ১৬৫ ॥

যাহাকে দর্শন করিলে মৃত্যুরূপ সংসারপথে প্রবৃত্ত হয় না। প্রযত্ন পূর্ব্বক স্বাধিষ্ঠানমার্গে তাহাকে অভ্যাস করিবে ॥ ১৬৫ ॥

এতদ্ধ্যানস্য মাহাত্ম্যং ময়া বক্তুং ন শক্যতে।
যঃ সাধয়তি জানাতি সোস্মাকমপি সম্মতং ॥ ১৬৬ ॥

এই সহস্রার পদ্মে শূন্য ধ্যানের মাহাত্ম্য সম্যক্ কহিতে আমি শক্ত নহি যে ব্যক্তি সাধনা করে, সেই জানিতে পারে, অর্থাৎ সাধনা করিলে সাধক মৎসম তুল্য হয় ॥ ১৬৬ ॥

ধ্যানাদেব বিজানাতি বিচিত্রে ক্ষণসম্ভবং।
অনিমাদি গুণোপেতো ভবত্যেব ন সংশয়ঃ ॥ ১৬৭ ॥

শূন্য দর্শন জন্য বিচিত্র ফলসাধক ধ্যানেতেই জানিতে পারে, অর্থাৎ সাধক অসংশয় অনিমাদি গুণযুক্ত হয় ॥ ১৬৭ ॥

রাজযোগো ময়া খ্যাতঃ সর্ব্বতন্ত্রেষু গোপিতঃ।
রাজাধিরাজযোগোয়ং কথয়ামি সমাসতঃ ॥ ১৬৮ ॥

ইতি রাজযোগ কথনং।

এই রাজযোগ আমাকর্ত্তৃক খ্যাত হইল, ইহা সর্ব্ব তন্ত্রেতেই গুপ্ত আছে, অধুনা রাজাধিরাজযোগ বিস্তার করিয়া কহিতেছি ইহা শ্রবণ করহ ॥ ১৬৮ ॥

ইতি রাজযোগ কথন।

স্বস্তিকঞ্চাসনং কৃত্বা সুমঠে জন্তুবর্জ্জিতে।
গুরুং সংপূজ্য যত্নেন ধ্যানমেতৎ সমাচরেৎ ॥ ১৬৯ ॥

জীবজন্তুরহিত সুন্দর মঠ নির্ম্মাণ করতঃ তন্মধ্যে স্বস্তিকাসনোপবিষ্ট হইয়া যত্নপূর্ব্বক গুরুপূজা করিয়া এই ধ্যান করিবে॥ ১৬৯॥

নিরালম্বং ভবেজ্জীবং জ্ঞাত্বা বেদান্তযুক্তিতঃ।
নিরালম্বং মনঃ কৃত্বা ন কিঞ্চিৎ সাধয়েৎ সুধীঃ॥ ১৭০॥

বেদান্তশাস্ত্রযুক্তির অবলম্বনে সাক্ষাৎ পরমাত্মা স্বরূপ জীবকে নিরালম্ব জানিয়া মনকে নিরাবলম্ব করতঃ চিন্তা করিবে, এবং সুধী সাধক এতদ্ব্যতীত কিঞ্চিৎ মাত্রও সাধনা করিবে না॥ ১৭০॥

এতদ্ধ্যানান্মহাসিদ্ধিঃ ভবত্যেব ন সংশয়ঃ।
বৃত্তিহীনং মন্যকৃত্বা পূর্ণরূপং স্বয়ম্ভবেৎ॥ ১৭১॥

নিঃসংশয় এই ধ্যানফলে মহাসিদ্ধি হয়, ও মনকে বৃত্তিহীন করতঃ আপনি স্বয়ং পরিপূর্ণ আত্মারূপ হয়॥ ১৭১॥

সাধয়েৎ সততং যো বৈ স যোগী বিগতস্পৃহঃ।
অহং নাম ন কোপ্যস্মিন্ সর্ব্বদাত্মৈব বিদ্যতে॥ ১৭২॥

যে সাধক এইরূপ সতত সাধনা করে, সে যোগী অবশ্যই বিগতস্পৃহ হয়। সে ব্যক্তি আর অহং ইত্যাদি নাম ব্যাহরণ করে না। যেহেতু জগৎকে আত্মারূপ দেখে অর্থাৎ তৎসম্বন্ধে এই জগৎ আত্মারূপে বিদ্যমান হন॥ ১৭২॥

কোবন্ধঃ কস্য বা মোক্ষ একং পশ্যেৎ সদা হি সঃ।
এতৎ করোতি যো নিত্যং স মুক্তো নাত্র সংশয়ঃ॥ ১৭৩॥

বন্ধই বা কি, মোক্ষই বা কার হয়, ইহার বিবেচনা থাকে না। সেই সাধক সর্ব্বদা এক আত্মারূপ দর্শন করে। যে ব্যক্তি নিত্য এইরূপ যোগের অনুষ্ঠান করে, সেই সাধক জীবন্মুক্ত হয়, ইহাতে সন্দেহ নাই॥ ১৭৩॥

সএব যোগী সদ্ভক্তঃ সর্ব্বলোকেষু পূজিতঃ।
অহমস্মীতি চ জপন্ জীবাত্মপরমাত্মনোঃ।
অহং ত্বমেতদুভয়ং ত্যক্ত্বা খণ্ডং বিচিন্তয়েৎ।

অধ্যারোপাপবাদাভ্যাং যত্র সর্ব্বং বিলীয়তে।
তদ্বীজমাশ্রয়েদ্যোগী সর্ব্বসঙ্গবিবর্জ্জিতঃ॥ ১৭৪॥

সেই যোগী সর্ব্বলোক পূজিত, সেই সদ্ভক্ত। যে ব্যক্তি জীবাত্মা ও পরমাত্মার ঐক্য রূপ আপনাকে দেখিয়া জল্পনা করে, আমি তুমি এতদুভয় বাক্য পরিত্যাগ করতঃ অখণ্ডরূপ চিন্তা করে, অধ্যারোপ ও অপবাদ এতদুভয়ই যাহাতে বিলয় হইয়া যায়। সর্ব্বসঙ্গবর্জ্জিত যোগী বীজস্বরূপ সেই এক জ্ঞানেরই আশ্রয় করে॥ ১৭৪॥

অপরোক্ষং চিদানন্দং পূর্ণং ত্যক্ত্বা প্রমাকুলাং।
পরোক্ষমপরোক্ষঞ্চ কৃত্বা মূঢ়া ভ্রমন্তি বৈ॥ ১৭৫॥

প্রমাণস্বরূপ জ্ঞানস্বরূপ আনন্দস্বরূপ অপরোক্ষ পরমাত্মাকে পরিত্যাগ করতঃ মূঢ় ব্যক্তিরা পরোক্ষাপরোক্ষ বিচার করিয়া ভ্রাম্যমাণ হয়॥ ১৭৫॥

চরাচরমিদং বিশ্বং পরোক্ষং যঃ করোতি চ।
অপরোক্ষং পরং ব্রহ্ম ত্যক্তং তস্মিন্ বিলীয়তে॥ ১৭৬॥

চরাচর এই বিশ্বকে পরোক্ষ করতঃ অপরোক্ষ পরব্রহ্মকে যে মূঢ় ত্যাগ করে, সে মূঢ় বিশ্বেতেই লীন হয়, অর্থাৎ তাহার যাতায়াতের নিবারণ হয় না॥ ১৭৬॥

জ্ঞানকারণমজ্ঞানং যথা নোৎপদ্যতে ভৃশং।
অভ্যাসং কুরুতে যোগী তদা সঙ্গবিবর্জ্জিতঃ॥ ১৭৭॥

সর্ব্বদা সঙ্গবর্জ্জিত হইয়া যোগিপুরুষ জ্ঞানের কারণ যোগাভ্যাস করিবে, অর্থাৎ যাহাতে অজ্ঞানোৎপত্তি না হয়॥ ১৭৭॥

সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি সংযম্য বিষয়েভ্যো বিচক্ষণঃ।
বিষয়েভ্যঃ সুষুপ্ত্যেব তিষ্ঠেৎ সঙ্গবিবর্জ্জিতঃ॥ ১৭৮॥

বিচক্ষণ সাধক বিষয় হইতে সমস্ত ইন্দ্রিয়কে সংযম করতঃ সর্ব্বসঙ্গবর্জ্জিত হইয়া নির্লিপ্ত বিষয়ে সুষুপ্তির ন্যায় অবস্থিতি করিবে॥ ১৭৮॥

এবমভ্যাসতো নিত্যং স্বপ্রকাশং প্রকাশতে।
শ্রোতুং বুদ্ধি সমর্থার্থং নিবর্ত্তন্তে গুরোর্গিরঃ।
তদভ্যাসবশাদেকং স্বতোজ্ঞানং প্রবর্ত্ততে ॥ ১৭৯ ॥

এইরূপ অভ্যাস নিত্য করিলে সাধকের স্বয়ং জ্ঞান প্রকাশ পায়, অর্থাৎ গুরু-বাক্য সেই পর্য্যন্ত নিবর্ত্ত হইয়া যায়। যখন সমস্ত ইতরালাপ শ্রবণ বিষয়ে নিবৃত্ত হয়, তখন ঐ যোগাভ্যাসবশে স্বয়ং এক অদ্বৈত জ্ঞানপ্রবর্ত্ত হয় ॥ ১৭৯ ॥

যতোবাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।
সাধনাদলনং জ্ঞানং স্বয়ং স্ফুরতি তদ্ধ্রুবং ॥ ১৮০ ॥

যে পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হইতে না পারিয়া, মনের সহিত বাক্য নিবর্ত্ত হইয়াছে, সেই নির্ম্মল জ্ঞানযোগ সাধনবলে স্বয়ং প্রকাশ পায় ॥ ১৮০ ॥

হটং বিনা রাজযোগো রাজযোগং বিনা হটঃ।
তস্মাৎ প্রবর্ত্ততে যোগী হটে সদ্গুরুমার্গতঃ ॥ ১৮১ ॥

এই রাজযোগ শ্রবণরসায়ন, কিন্তু হঠাৎ ইহার অভ্যাস করা হয় না। সহসা এরূপ অবস্থানুসারে চলিতে হইলে যথেষ্টাচারী হয়। তন্নিমিত্ত উপদেশ করিতেছেন। হটযোগ ব্যতীত রাজযোগ সিদ্ধি হয় না, বিনা হটযোগেও রাজযোগ স্থির থাকে না, একারণ যোগিপুরুষেরা সদ্গুরূপদেশতঃ যোগপথারূঢ় হইয়া হটযোগে প্রবৃত্ত হয় ॥ ১৮১ ॥

স্থিতে দেহে জীবতি চ যোধুনান্ শ্রিয়তে ভৃশং।
ইন্দ্রিয়ার্থোপভোগেষু স জীবতি ন সংশয়ঃ ॥ ১৮২ ॥

দেহসত্ত্বে জীবিত থাকিয়া যে ব্যক্তি যোগাশ্রয় না করে, শুদ্ধ ইন্দ্রিয়ার্থ উপভোগেতেই সে জীবিতমাত্র থাকে, ইহার সংশয় নাই ॥ ১৮২ ॥

অভ্যাসপাকপর্য্যন্তং মিতান্নং স্মরণং ভবেৎ।
অন্যথা সাধনং ধীমান্ কর্ত্তুং পারয়তীহন ॥ ১৮৩ ॥

অভ্যাসকাল অবধি পর্য্যবসানকাল পর্য্যন্ত পরিমিতাহার করিবে। যদিও সাধক বুদ্ধিমান হয়, তথাপি ইহার অন্যথাচরণে সাধনায় পারদর্শী হইতে পারে না ॥১৮৩॥

অতীব সাধুসংলাপো বদে সংসদিবুদ্ধিমান্।
করোতি পিণ্ডরক্ষার্থং বহ্বালাপবিবর্জ্জিতঃ।
ত্যজ্যতে ত্যজ্যতে সঙ্গং সর্ব্বথা ত্যজতে ভৃশং।
অন্যথা ন লভেন্মুক্তিং সত্যং সত্যং ময়োদিতং॥ ১৮৪॥

বুদ্ধিমান সাধক সভাতে সাধু আলাপ মাত্র করেন এবং পিণ্ডরক্ষার্থ যথা কথঞ্চিৎ অন্নাহরণও করেন, কিন্তু বহ্বালাপ বর্জ্জিত হন। সর্ব্বদা সর্ব্বতঃ প্রকারে জনসঙ্গবর্জ্জিত হইবে, ইহার অন্যথাচরণে কখনই মুক্তি লাভ হয় না, এই আমার বাক্য সত্য বলিয়া জানিহ॥ ১৮৪॥

গুহ্যৈব ক্রিয়তেঽভ্যাসঃ সঙ্গং ত্যক্ত্বা তদন্তরে।
ব্যবহারায় কর্ত্তব্যো বাহ্যে সঙ্গানুরাগতঃ।
স্বে স্বে কর্ম্মণি বর্ত্তন্তে সর্ব্বতে কর্ম্মসম্ভবাঃ।
নিমিত্তমাত্রং করণে ন দোষোঽস্তি কদাচন॥ ১৮৫॥

সঙ্গপরিত্যাগপূর্ব্বক গোপনে যোগাভ্যাস করিবে, সংসারিব্যক্তি সংসারের অনুরাগানুসারে ব্যবহারার্থ কদাচিৎ জনসঙ্গও করিবে, কিন্তু গাঢ়ানুরাগী হইবে না। এবং স্বাশ্রমোক্ত কর্ম্মেতেও বৈমুখ হইবে না, যেহেতু জ্ঞানাদি সকল কর্ম্ম সম্ভব হয়। অতএব ফলাভিসন্ধান পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিমিত্তমাত্র কর্ম্ম করণে কদাচ দোষোৎপত্তি হয় না॥ ১৮৫॥

এবং নিশ্চিত্য সুধিয়া গৃহস্থোঽপি যদাচরেৎ।
তদা সিদ্ধি মবাপ্নোতি নাত্র কার্য্যা বিচারণা॥ ১৮৬॥

এইরূপ নিশ্চয় করিয়া সুবুদ্ধি যোগে গৃহস্থও যদি যোগাচরণ করে, তবে সে ব্যক্তিরও সিদ্ধিলাভ হয়, তাহার বিচার নাই॥ ১৮৬॥

পাপপুণ্যবিনির্ম্মুক্তঃ পরিত্যক্তাঙ্গসাধকঃ।
যোভবেৎ স বিমুক্তস্যাদ্গৃহে তিষ্ঠন্ সদা গৃহী।
পাপপুণ্যৈর্ন লিপ্যেত যোগযুক্তঃ সদা গৃহী।
কুর্ব্বন্নপি তদা পাপং স্বকার্য্যে লোকসংগ্রহে॥ ১৮৭॥

পাপপুণ্যেতে নির্লিপ্ত ইন্দ্রিয়সঙ্গ পরিত্যাগী যে সাধক হয়, সেই গৃহী-সাধক, গৃহে থাকিয়াও পরিমুক্ত হয়। সর্ব্বদা যোগযুক্ত গৃহী পাপেতে কি পুণ্যতে কদাচ লিপ্ত হয় না, লোক সংগ্রহার্থ পাপ করিলেও সে পাপ তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না ॥ ১৮৭ ॥

অধুনা সংপ্রবক্ষ্যামি মন্ত্রসাধনমুত্তমং।
ঐহিকামুষ্মিকসুখং যেন স্যাদবিরোধতঃ ॥ ১৮৮ ॥

ইদানীং মন্ত্রসাধনোত্তম কহিতেছি, যে সাধনায় অবিরোধে ইহলোকে ও পরলোকে পরম সুখলাভ হয় ॥ ১৮৮ ॥

যস্মিন্মন্ত্রবরে জ্ঞাতে যোগসিদ্ধির্ভবেৎ খলু।
যোগেন সাধকেন্দ্রস্য সর্ব্বৈশ্বর্য্যসুখপ্রদা ॥ ১৮৯ ॥

এই মন্ত্র শ্রেষ্ঠের পরিজ্ঞানে নিশ্চিত যোগসিদ্ধি হয়। যোগদ্বারা সেই সিদ্ধি, সাধকেন্দ্রের সমস্ত ঐশ্বর্য্য প্রদায়িনী হন ॥ ১৮৯ ॥

মূলাধারেঽস্তি যৎপদ্মং চতুর্দ্দলসমন্বিতং।
তন্মধ্যে বাগ্‌ভবং বীজং বিস্ফুরন্তং তড়িৎপ্রভং ॥ ১৯০ ॥

মূলাধার চক্রে চতুর্দ্দল বিশিষ্ট যে পদ্ম, তাহার কর্ণিকার মধ্যে তড়িতের ন্যায় প্রভাযুক্ত বাগ্বীজ দেদীপ্যমান আছে ॥ ১৯০ ॥

হৃদয়ে কামবীজন্তু বন্ধূক কুসুমপ্রভং।
আজ্ঞারবিন্দে শক্ত্যাখ্যং চন্দ্রকোটিসমপ্রভং।
বীজত্রয়মিদং গোপ্যং ভুক্তিমুক্তিফলপ্রদং।
এতন্মন্ত্রত্রয়ং যোগী সাধয়েৎ সিদ্ধিসাধকঃ ॥ ১৯১ ॥

বন্ধূক পুষ্প সদৃশ রক্তবর্ণ কামবীজ বিদ্যমান আছে, আজ্ঞাচক্র দ্রদল মধ্যে কোটি চন্দ্রের ন্যায় প্রভাযুক্ত শক্তিবীজের স্থিতি। এই বীজত্রয় অতি গোপনীয়, ভোগমোক্ষ উভয় ফলপ্রদ হন, অর্থাৎ ইহার নাম ত্রিপুরাবীজ, এই মন্ত্রত্রয় সিদ্ধি সাধক যোগিব্যক্তি সর্ব্বদা অভ্যাস করিবে ॥ ১৯১ ॥

এতন্মন্ত্রং গুরোর্লব্ধ্বা ন দ্রুতং ন বিলম্বিতং।
অক্ষরাক্ষরসন্ধানং নিঃসন্দিগ্ধমনা জপেৎ ॥ ১৯২ ॥

গুরুর নিকট এই মন্ত্রত্রয় লাভ করতঃ অদ্রুত অবিলম্বে অক্ষরে অক্ষরে সন্ধান জানিয়া নিঃসন্দেহ মনে জপ করিবে ॥ ১৯২ ॥

তদ্গতশ্চৈকচিত্তস্থ শাখোক্তবিধিনা সুধীঃ।
দেব্যাস্তু পুরতোলক্ষং হুত্বা লক্ষত্রয়ং জপেৎ ॥ ১৯৩ ॥

সুধী সাধক ত্রিপুরাগত একচিত্ত হইয়া সবেদশাখোক্ত বিধি দ্বারা অর্চ্চনা করতঃ দেবীমূর্ত্তির সম্মুখে লক্ষত্রয় জপও এক লক্ষ হোম করিবে ॥ ১৯৩ ॥

করবীরপ্রসূনন্তু গুড়ক্ষীরাজ্যসংযুতং।
কুণ্ডযোন্যাকৃতং ধীমান্ জপান্তে জুহুয়াৎ সুধীঃ ॥ ১৯৪ ॥

বুদ্ধিমান সাধক জপান্তে ত্রিকোণাকার কুণ্ড নির্ম্মাণ করতঃ গুড়, দুগ্ধ, ঘৃত সংযুক্ত করবীর পুষ্পে হোম করিবে ॥ ১৯৪ ॥

অনুষ্ঠানে কৃতে ধীমান্ পূর্ব্বসেবাকৃতাভবেৎ।
ততো দদাতি কামান্ বৈ দেবী ত্রিপুরভৈরবী ॥ ১৯৫ ॥

এই ধীমান্ সাধক এতদনুষ্ঠান করিলে পর পূর্ব্বারাধিতা ত্রিপুরভৈরবী প্রসন্না হইয়া, সাধকের সমস্ত অভিলাষ পূরণ করেন ॥ ১৯৫ ॥

গুরুং সন্তোষ্য বিধিবল্লব্ধ্বা মন্ত্রবরোত্তমং।
অনেন বিধিনা যুক্তো মন্দভাগ্যোঽপি সিদ্ধতি ॥ ১৯৬ ॥

গুরুকে সন্তোষ করতঃ বিধিপূর্ব্বক মন্ত্রশ্রেষ্ঠ লাভ করিয়া এই বিধিদ্বারা সাধনা করিলে মন্দভাগ্য হইলেও সাধক সিদ্ধিলাভ করে ॥ ১৯৬ ॥

লক্ষমেকং জপেদ্যস্তু সাধকো বিজিতেন্দ্রিয়ঃ।
দর্শনাত্তস্য ক্ষুভ্যন্তে যোষিতো মদনাতুরাঃ।
পতন্তী সাধকাস্যাগ্রে নির্লজ্জা ভয়বর্জ্জিতাঃ ॥ ১৯৭ ॥

যে সাধক জিতেন্দ্রিয় হইয়া এক লক্ষ জপ করে, সেই সাধকের দর্শন মাত্রেই যুবতীগণে ক্ষোভ পায়, এবং মদনাতুরা ভয়বর্জ্জিতা নির্লজ্জা হইয়া সাধকের সম্মুখে আপতিতা হয় ॥ ১৯৭ ॥

জপ্তেন চেদ্দ্বিলক্ষেণ যে যস্মিন্বিষয়ে স্থিতাঃ।
আগচ্ছন্তি যথা তীর্থং বিমুক্ত কুলবিগ্রহাঃ।
দদতে তস্য সর্ব্বস্বং তস্যৈব চ বশে স্থিতাঃ॥ ১৯৮॥

দ্বিলক্ষ জপ দ্বারা কামিনাগণে সহসা সাধকের নিকট আগমন করে, যেমন স্থানেতে কুল শীল ভয় লজ্জাদি পরিত্যাগ পূর্ব্বক সমাগতা হয়, এবং সাধকের নিকট বশীভূতা থাকিয়া, আপনাদিগের সমস্ত বিষয় প্রদান করে॥ ১৯৮॥

ত্রিভির্লক্ষৈ স্তথা জপ্তৈর্ম্মণ্ডলীকং সমণ্ডলং।
বশমায়াতি তে সর্ব্বে নাত্র কার্য্যা বিচারণা॥ ১৯৯॥

তিন লক্ষ জপ দ্বারা সমণ্ডল মণ্ডলেশ্বরগণ সাধকের বশীভূত হয়, তাহাতে কোন বিচার নাই॥ ১৯৯॥

ষড়্ভির্লক্ষৈর্ম্মহীপাল স এব বলবাহনঃ॥ ২০০॥

ছয় লক্ষ জপ দ্বারা সাধক বলবাহনযুক্ত সমস্ত পৃথিবী প্রতিপালক হয়॥ ২০০॥

লক্ষৈ র্দ্বাদশকৈর্জ্জপ্তৈর্যক্ষরক্ষোরগেশ্বরাঃ।
বশমায়ান্তি তে সর্ব্বে আজ্ঞাং কুর্ব্বন্তি নিত্যশঃ॥ ২০১॥

দ্বাদশ লক্ষ জপ দ্বারা যক্ষ রাক্ষস নাগগণেরা সাধকের বশীভূত হইয়া অনিশ তাঁহার আজ্ঞা বহন করে॥ ২০১॥

ত্রিপঞ্চলক্ষজপ্তৈস্তু সাধকেন্দ্রস্য ধীমতঃ।
সিদ্ধবিদ্যাধরাশ্চৈব গন্ধর্ব্বাপ্সরসোগণাঃ।
বশমায়ান্তি তে সর্ব্বে নাত্র কার্য্যা বিচারণা।
হঠাৎ শ্রবণবিজ্ঞানং সর্ব্বজ্ঞত্বং প্রজায়তে॥ ২০২॥

পঞ্চদশ লক্ষ জপ দ্বারা সিদ্ধ বিদ্যাধর গন্ধর্ব্ব অপ্সরগণেরা সাধকের বশীভূত হয়, ইহাতে কোন বিচার নাই। হঠাৎ শ্রবণবিজ্ঞানসম্পন্ন হয়, এবং সর্ব্বজ্ঞত্ব জন্মে॥ ২০২॥

তথাষ্টাদশভির্লক্ষৈর্দ্দেহেনানেন সাধকঃ।
উত্তিষ্ঠন্ মেদিনীং ত্যক্ত্বা দিব্যদেহস্তু জায়তে।
ভ্রমতে স্বেচ্ছয়া লোকে ছিদ্রাং পশ্যতি মেদিনীং ॥ ২০৩ ॥

অষ্টাদশ লক্ষ জপ দ্বারা সাধক এই শরীরে পৃথিবী পরিত্যাগ পূর্ব্বক ঊর্দ্ধস্থায়ী হইয়া, দেবদেহ ধারণ করতঃ স্বীয় ইচ্ছাতে সর্ব্বলোকে গমন করিতে পারে এবং পৃথিবীকেও সছিদ্রা দর্শন করে, অর্থাৎ পৃথিবীর মধ্যেও প্রবেশ করিতে শক্তিমান হয় ॥ ২০৩ ॥

অষ্টাবিংশতিভির্লক্ষৈর্ব্বিদ্যাধরপতির্ভবেৎ।
সাধকস্তু ভবেদ্ধীমান্ কামরূপো মহাবলঃ।
ত্রিংশল্লক্ষৈ স্তথা জপ্তৈ র্ব্রহ্মবিষ্ণুসমোভবেৎ।
রুদ্রত্বং ষষ্টিভির্লক্ষৈ রমরিত্বমশীতিভিঃ।
কোট্যৈকয়া মহাযোগী লীয়তে পরমে পদে।
সাধকস্তু ভবেদ্যোগী ত্রৈলোক্যে সোতিদুর্লভঃ ॥ ২০৪ ॥

অষ্টাবিংশতি লক্ষ জপ দ্বারা মহাবলযুক্ত কামরূপী হইয়া ধীমান্ সাধক বিদ্যাধরদিগের রাজা হয়। ত্রিংশল্লক্ষ জপ দ্বারা ব্রহ্মা বিষ্ণুর সমান হয়। ষষ্টি লক্ষ জপে রুদ্রত্ব হয়। আশী লক্ষ জপে সর্ব্বরঞ্জকত্ব জন্মে। এক কোটি জপে মহাযোগী হইয়া পরমপদে লয় পায়। যাবৎ দেহ ধারণ করে, তাবৎ যোগী জীবন্মুক্ত ত্রৈলোক্য বিচরণ করে, এবং ত্রৈলোক্যে অতি দুর্লভ হয় ॥ ২০৪ ॥

ত্রিপুরে ত্রিপুরন্তেকং শিবং পরমকারণং।
অক্ষয়ং তৎপদং শান্তমপ্রমেয় মনাময়ং।
লভতেসৌ ন সন্দেহো ধীমান্ সর্ব্বমভিপ্সিতং ॥ ২০৫ ॥

হে ত্রিপুরে! ত্রিপুরসংজ্ঞক শিবই পরম কারণ, তৎ শিবপদই অক্ষয়, অপ্রমেয়, অনাময়, শান্ত, যোগিদিগের বাঞ্ছিত, বুদ্ধিমান ত্রিপুরা সাধক জনে সেই শিবপদই লাভ করে, তাহাতে সন্দেহ নাই ॥ ২০৫ ॥

শিববিদ্যা মহাবিদ্যা গুপ্তাদ্যাগ্রে মহেশ্বরি।
মদ্ভাষিতমিদং শাস্ত্রং গোপনীয়মতোবুধৈঃ॥ ২০৬॥

হে মহেশ্বরি! সর্ব্বাগ্রে গোপনীয়া এই মহাবিদ্যা ইহারই নাম শিববিদ্যা, মদ্ভাষিত এই শাস্ত্র, এই হেতু পণ্ডিতদিগের দ্বারা গোপনীয় হইয়াছে॥ ২০৬॥

হটবিদ্যা পরং গোপ্যা যোগিনা সিদ্ধিমিচ্ছতা।
ভবেদ্বীর্য্যবতী গুপ্তা নির্ব্বীর্য্যা চ প্রকাশিতা॥ ২০৭॥

সিদ্ধীচ্ছু যোগিদিগের এই হটযোগ অত্যন্ত গোপনীয়, এই হটবিদ্যা গুপ্তা হইলেই বীর্য্যবতী হন, প্রকাশে বীর্য্যহীনা হয়েন॥ ২০৭॥

য ইদং পঠতে নিত্য মাদ্যোপান্ত বিচক্ষণঃ।
যোগসিদ্ধির্ভবেত্তস্য ক্রমেণৈব ন সংশয়ঃ।
স মোক্ষলভতে ধীমান্ য ইদং নিত্যমর্চ্চয়েৎ॥ ২০৮॥

যে বিচক্ষণ ব্যক্তি এই শিবসংহিতা গ্রন্থ আদ্য অন্ত নিত্য পাঠ করে, তাহার ক্রমে যোগসিদ্ধি হয়, ইহার সংশয় নাই, এবং যে বুদ্ধিমান্ এতৎ গ্রন্থের নিত্য পূজা করে, তাহার অন্তে মোক্ষ লাভ হয়॥ ২০৮॥

মোক্ষার্থিভ্যশ্চ সর্ব্বেভ্য সাধুভ্যঃ শ্রাবয়েদপি।
ক্রিয়াযুক্তস্য সিদ্ধিস্যাদক্রিয়স্য কথম্ভবেৎ॥ ২০৯॥

মোক্ষার্থী সাধু সকলকে এই মহাবিদ্যা শ্রবণ করাইবে। ক্রিয়াযুক্ত ব্যক্তিরই সিদ্ধি হয়। অক্রিয়াবানের কদাচ সিদ্ধি হয় না॥ ২০৯॥

তস্মাৎ ক্রিয়াবিধানেন কর্ত্তব্যা যোগিপুঙ্গবৈঃ।
যদৃচ্ছালাভসন্তুষ্টঃ সন্ত্যক্তান্তরসঙ্গকঃ।
গৃহস্থঃ সকলাশেষো মুক্তঃ স্যাদ্যোগসাধনে॥ ২১০॥

একারণ যথোক্ত ক্রিয়াবিধান দ্বারা যোগীন্দ্রদিগের ক্রিয়া করা কর্ত্তব্য। যদৃচ্ছা-লাভে সন্তুষ্টি যাহার হয়, এবং যে ব্যক্তি ইন্দ্রিয়সঙ্গ রহিত হয়, গৃহস্থ অথচ গৃহস্থোচিত কর্ম্মে অনাসক্ত, সেই সাধকই যোগসাধনেতে মুক্ত হয়॥ ২১০॥

গৃহস্থানাং ভবেৎ সিদ্ধিরীশ্বরাণাং জপেন বৈ।
যোগক্রিয়াভিযুক্তানাং তস্মাৎ সংযততে গৃহী॥ ২১১॥

যোগক্রিয়াদি যুক্ত সমস্ত বিষয়সম্পন্ন হইলেও জপদ্বারা গৃহস্থদিগের সিদ্ধি হয়। একারণ গৃহী লোকেও যোগসাধনে যত্ন করেন॥ ২১১॥

গেহে স্থিত্বা পুত্রদারাদিপূর্ণো সঙ্গং ত্যক্ত্বা চান্তরে
যোগমার্গে। সিদ্ধেশ্চিহ্নং বীক্ষ্য পশ্চাৎ গৃহস্থঃ
ক্রীড়েৎ সোবৈ সম্মতং সাধয়িত্বা॥ ২১২॥

ইতীশ্বরবিরচিতায়াং শিবসংহিতা সমাপ্তা।

পুত্রদারাদিসম্পন্ন গৃহে থাকিয়াও অন্তরে তাহাদিগের সঙ্গ ত্যাগ করতঃ যোগপথে প্রবৃত্ত হয়। সেই গৃহী পশ্চাৎ আপন সিদ্ধির চিহ্ন দর্শন করে। অস্মন্মতে সাধনা করিয়া সেই সাধক সর্ব্বদা ক্রীড়িত হয়॥ ২১২॥

ইতি শিবসংহিতা সমাপ্তা।

ব্রহ্মানন্দং পরমসুখদং কেবলং জ্ঞানমূর্ত্তিং।
দ্বন্দ্বাতীতং গগনসদৃশং তত্ত্বমস্যাদি লক্ষ্যং॥
একং নিত্যং বিমল চ মলং সর্ব্বদা সাক্ষীভূতং।
ভাবাতীতং ত্রিগুণরহিতং সদ্গুরুং তং নমামি॥

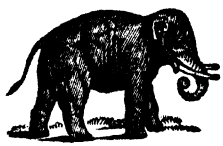

...Y PUBLIC LIB...
...EST. 18...

☞ কলিকাতা নং ৯৯ আহীরীটোলা এন্, এল্, শীলের যন্ত্রে
শ্রীনৃত্যলাল শীল দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।